সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ

সগড়

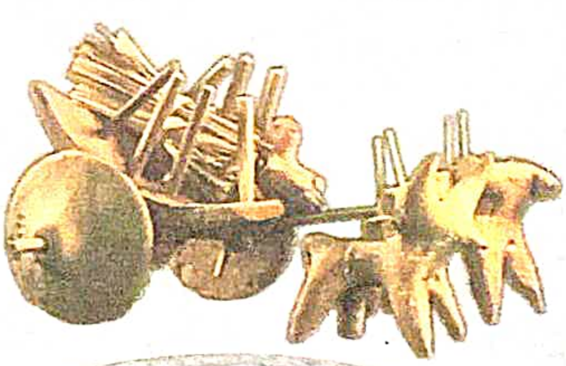

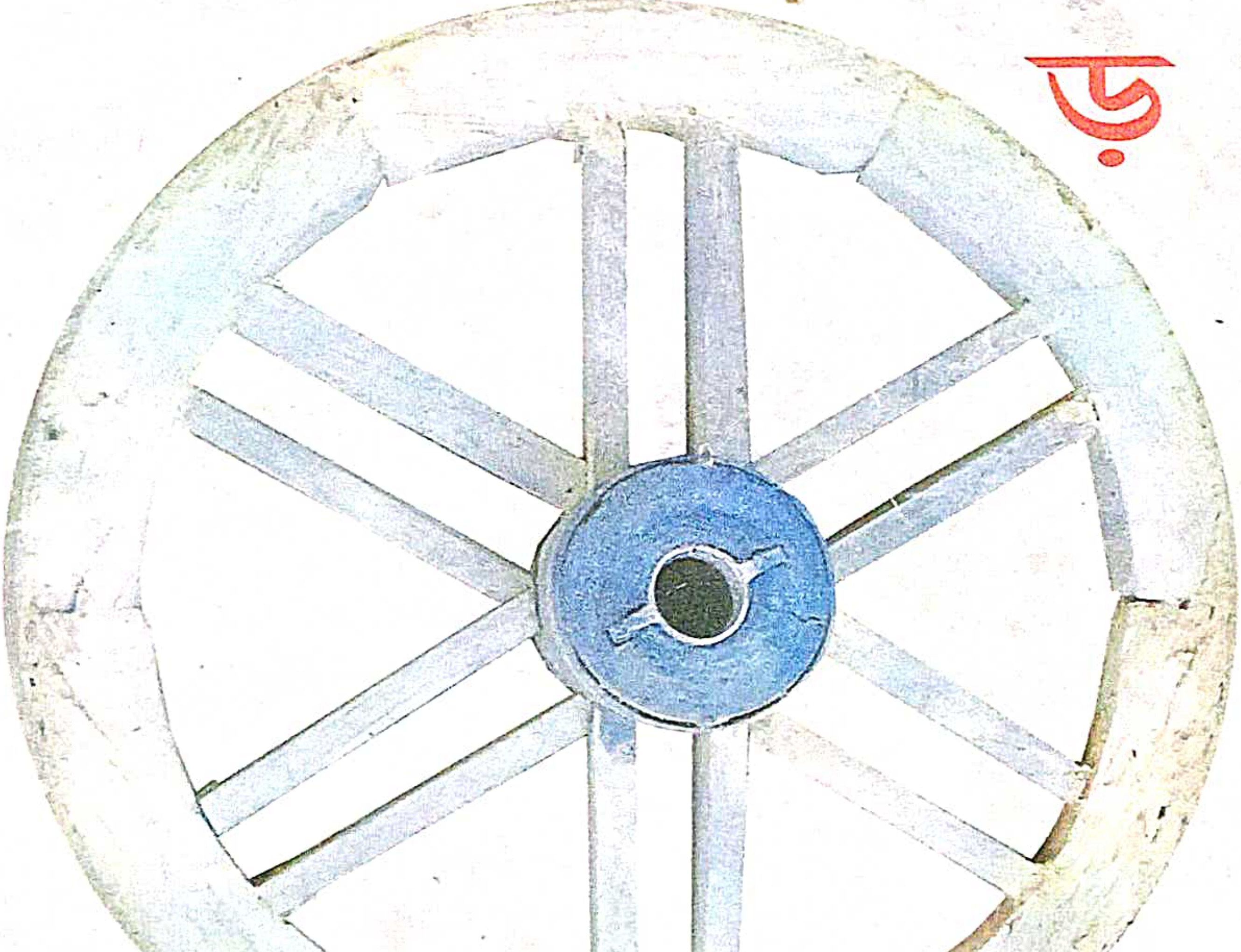

ঐতিহাসিক কুড়মি মহাসম্মেলন

ভুড়কু, শহীদ রঘুনাথ সিং মাহাত ময়দান, পুরুলিয়া

২৫, ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

ঐতিহাসিক কুড়মি মহাসম্মেলন
স্থান- ডুড়কু, শহীদ রঘুনাথ সিং মাহাত ময়দান, পুরুলিয়া
২৫, ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ

সগড়

সম্পাদক

সাধন মাহাত

সম্পাদনা সহযোগী

কিরীটি মাহাত

সম্পাদক মন্ডলী

হংসেশ্বর মাহাত, ড. সুভাষ চন্দ্র মাহাত, তাপস কুমার মাহাত, রাধানাথ মাহাত, রক্ষাকর মাহাত, প্রহ্লাদ মাহাত

অক্ষর বিন্যাস

ললিত কিশোর মাহাত, বুদ্ধেশ্বর মাহাত

প্রচ্ছদ

সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত মাটির খেলনা যানের ছবি

অলঙ্করণ

উত্তম মাহাত

মূল্য

১২০ টাকা

পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কুড়মি সমাজ, পুরুলিয়া জেলা শাখা কর্তৃক বি.টি. সরকার রোড, পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত, শ্রী কৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

কুড়মি আইআঁ আদিবাসি হেকত ১ **সিরিপদঅ বঁসরিআর**

কুড়মি ও কুড়মালি স্বরূপে-স্বাতন্ত্র্যে-অস্তিত্বে ৫ **ড. বিনয়কুমার মাহাতা**

কুড়মালি লোকসাহিত্যের রূপরেখা ১১ **কিরীটি মাহাত**

কুড়মালি ভাষা প্রসঙ্গে ১৯ **অনাদিনাথ মাহাত 'কইড়অ-আর'**

ASPECTS OF KUDMALI FOLK-SONGS A Brief Evaluation. ১১ **Dr. Binapani Mahato**

কুড়মালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গে দু'চার কথা ৩৯ **সৃষ্টিধর বঁসরিআর**

টুসু গীত ও কুড়মালি দর্শন ৪৫ **হংসেশ্বর মাহাতো**

আদিম জাতিসত্ত্বার করুন কাহিনী ও ভারতের কুড়মি জাতি ৪৯ **রক্ষাকর মাহাত**

মানভূম সংস্কৃতি ও কুড়মি সমাজ ৫১ **ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাত**

আদিম কিরসি সইভতা আর কুড়মি সমাজ ৫৩ **সসাঁক সেখর মাহাত**

কুড়মি ও হড় সংবাদ ৫৭ **তরণি বানুহড়**

কুড়মালি ভাষা প্রসঙ্গে কিছু কথা ৬১ **অমিয়কুমার সেনগুপ্ত**

ÂDIBÂSI KURMI THE PRESENT OPPORTUNITIES ৬৫ **Anâdi Kumâr Tiṛu'âr**

INDIGENOUS ART OF JHARKHAND ৭১ **PURNENDU MAHTO**

কুড়মি সমাজ আন্দোলনের ধারা ৭৯ **শ্রী কৃষ্ণপদ মাহাত**

চুআড় বিদ্রোহ के महानायक ৮৯ **क्रान्तिवीर रघुनाथ महतो**

মানভূমের বীর শহীদ রঘুনাথ সিং মাহাত ৯৪ **ডাঃ সুজিত মাহাত**

ব্রিটিশ বিরোধী গন আন্দোলনে কুড়মি জাতির ভূমিকা ৯৫ **সঞ্জীব মাহাত**

বর্তমান কুড়মী সমাজ ও নারী শিক্ষা ১০১ **অঞ্জনা মাহাত**

হামদের ঝুমইরা

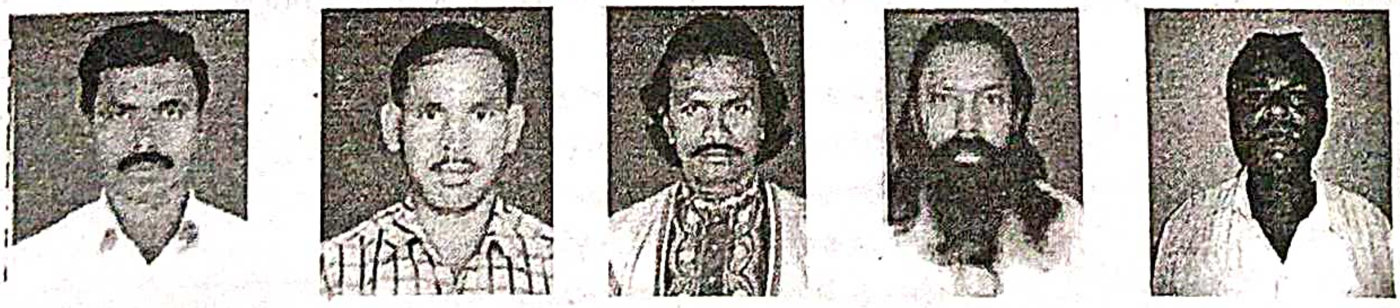

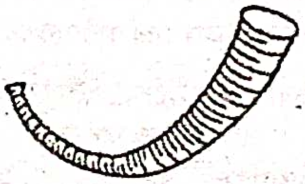

প্রাক্কথন

হাঁইকলে ঝুমইর নাগপুরে / কুঁহরে মাঁদেল কেঁওঝরে...

শিখ শিখর নাগপুর
আধাআধি খড়গপুর

—এই সুবিশাল ভূখন্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজাতি কুড়মি। পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ঘৃন্য রাজনীতির যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে আজ প্রায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষত্রিয় থেকে বাবুয়ানি দেখাতে দেখাঁতে এরা আজ দিকহারা, দিশাহারা। যে মানুষগুলি একান্তই তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক আধারে বেড়ে উঠেছে পাহাড়-জঙ্গলের আড়ালে আবডালে, তারাই আজ আধুনিকতার মায়াজালে আচ্ছন্ন। সমাজজীবনে প্রতিপত্তি বাড়ানোর নেশায় নিজেদের সংস্কৃতি, আত্মমর্যাদাবোধ জলাঞ্জলি দিতেও পিছপা হয়নি। সব ক্ষেত্রেই প্রমান রয়েছে, এই সুবৃহৎ জনগোষ্ঠীটিকে নানাভাবে পেছনে ঠেলে দেওয়ার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অব্যাহত। কি স্বাধীনতার আগে, কি পরে —সবসময় তাদের নেতৃত্বকে মগজ ধোলাইয়ের শিকার হতে হয়েছে। যার ফল ভোগ করছি আমরা সবাই।

আজ আমরা আমাদের স্বাধিকার রাখার লড়াইয়ে আপামর কুড়মি ভাই-বোনেদের কাছে পাওয়ার যে প্রচেষ্ঠা চালাচ্ছি সেখানেও বাধ সাধছে সেই মগজধোলাই। আদিবাসী কথার সঠিক অর্থ না জেনেই, না বুঝেই, তথাকথিত বড় মাথার মানুষজন সাধারন জনগনকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। কাঁসাই, শিলাই, দামোদর, বৈতরনী থেকে শুরু করে বুড়াবালাম, কোয়েল, কুইলী, সঞ্জয়, কারো, কনহর, অজয়, ময়ুরাক্ষী, বরাকর নদী বিধৌত বিশাল ভূখন্ড যাদের পায়ে পায়ে সদাই জাগর-ঝুমুর, টুসু, করম, অহিরা গানে। এই সুবিশাল ভূখন্ডেরই ঐতিহাসিক নাম ঝাড়খন্ড। যাকে একসময় নাগদেশ বা দশারন্য নামেও ডাকা হত। পাহাড় জঙ্গলের এই সুবিশাল ভূখন্ডে বহুকাল তথাকথিত সভ্যতার পদধ্বনি ধ্বনিত হয়নি। তারা নিজেরা নিজেদের মতো করেই এক মহান সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। সেই সুমহান সভ্যতার উত্তরাধিকারী আমরা, সেই আদিভূমির আাদিবাসিন্দা আমরা। কোনভাবেই নিজেদের ছোট ভাবলে চলবে না। সুমহান সভ্যতার, সুমহান উত্তরাধিকারকে সামনে রেখে নিজেদের জীবনচর্যাই বেঁচে থাকার নামই স্বাধিকার। অন্যের ধার করা জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হওয়াকে কোনভাবেই এগিয়ে চলা বলা যায় না। কেননা যে জীবনবোধের আখড়া আমাদের এই ভূখন্ড, এর প্রকৃতি, এর জল-জঙ্গল, এর মাটি-হাওয়া সেখানে অন্য কোন কিছুই খাপ খায় না। বাঁদনা, করমে যে ভাবে আমাদের প্রকৃতি সজীব হয় আর কোন সুর কোন সংস্কৃতি এই জল-হাওয়াকে পুষ্ট করতে পারবে না।

তাই বন্ধুগন, আসুন আমরা সবাই হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের স্বাধীকার রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হয়। নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার শপথ গ্রহন করি। বুক উঁচিয়ে যেন বলতে পারি-এই ভূমি আমার, এই ভাষা আমার, এই সংস্কৃতি আমার। কোন হীনমন্যতায় না ভুগে, যাতে উঠার চেষ্টা না চালিয়ে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বলে উঠি-

এই জঙ্গল হামাদের
এই জমিন হামাদের।

যেখানে উঠতে বসতে নেচে ওঠে টেসারাজা। যেখানে রাতের আঁধারে ফুটে ওঠে লাল শালুক। যেখানে কাশফুল জানান দেয় আমাদের করম পরব আগত। ধমসা, মাদৈলের আখড়াগুলো আবার সজাগ হয়ে উঠুক নিজস্ব ছন্দ বন্ধনে। অন্যের আলোয় আলোকিত না হয়ে বরং আমরা আমাদের মতো করেই বেঁচে থাকার সন্ধান করি। নিজস্ব অধিকার বুঝে নিয়ে হাঁটা দিই সুমহান সভ্যতার দিকে। যে সভ্যতাকে ভয় পেয়ে একদা অন্য সভ্যতার মানুষজন দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। যে সাম্যবাদের দীক্ষাই দীক্ষিত এই সমাজ-সংস্কৃতি সেই ধারাকে উঁচিয়ে রেখে পথ চলাকে অব্যাহত রাখতে হবে। যে পথ যে সত্যের আলোকে আলোকিত, সেই পরশ সবার মনে ছুঁয়ে যাক। বাঙালী নয়, বিহারী নয়, ওড়িয়া নয়, হামরা কুড়মি, কুড়মালি হামদের মাতৃভাষা। ঝুমুর, করম, অহিরা, উধোয়া হামদের গীত। ছৌ, নাচনি, ডাঁইড় হামদের নাচ। ডাহি-ডুংরি, গাছ-পালহা হামদের দেবত। নদী-নালা, পাহাড়-জঙ্গল হামদের সঁগের সঁগতি।

সুতরাং, ভয় নয়, জয়ই আজ আমাদের লক্ষ্য। আমাদের কবিদের সেই হা-হুতাশ—

উড়িষ্যাতে লয় উড়িয়া, পশ্চিমেতে লয় পছিয়া
বাংলাতে লয় যদি বাঙ্গালী হে...

— না আজ আমাদের মধ্যে সেই হা-হুতাশ নেই। ভারতবর্ষের যে প্রান্তেই থাকি না কেন 'হামি কুড়মী'। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, আসাম, উড়িষ্যা, ছত্তিসগড়-যেখানেই থাকি না কেন কুড়মি হয়ে বেঁচে থাকার বোধে উদ্দীপ্ত হয়। আমরা সেই কথায় বলি—

হাঁইকলে ঝুমইর নাগপুরে,
কুঁহরে মাদৈল কেঁওঝরে...

সর্বত্রই একই 'রা'। একই পদধ্বনি। একই বোলচাল। পালানোর কোন উপায় নেয়, যতই বাবুয়ানি দেখিয়ে অন্যদের অচ্যুত করার চেষ্টা করা হোক না কেন। পৈতে নিয়েও সম্ভব না। সেটা আজ হাড়ে-হাড়ে প্রমাণিত। যার কারনে তারাই আজ সমাজ জীবনে থেকেও নেয়। দীক্ষা নয়, সত্যের আলোকে আলোকিত এর সমাজদর্শন। যার জন্য কোন গুরুবাবার দীক্ষার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই জাত ভুলে যাওয়ার।

তাই বলি, হে ক্ষত্রিয় কুড়মি ভাই-বোন, হে মাস্টার কুড়মি ভাই-বোন, হে ডাক্তার কুড়মি ভাই-বোন, হে উকিল কুড়মি ভাই-বোন, হে চাষা-ভুষা কুড়মি ভাই-বোন,হে সমস্ত বুদ্ধিজীবি কুড়মি ভাইবোন সকলেই এসো। কোন গ্লানি নয়, কোন অবসাদ নয়, কোন হীনমন্যতা নয় আমরা হাতে হাত ধরতে প্রস্তুত। প্রস্তুত 'সিনই বদল' করতেও। আমাদের প্রতিটা চরনধ্বনিতে জেগে উঠুক—ডাহি-ডুংরীর প্রতিটা সগড়। যে রাস্তা ধরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা হেঁটে এসে বসতি স্থাপন করার স্পর্ধা দেখিয়েছে, তাকে সম্মান করি। তাদের পথ চলাকে পাথেয় করে পথ ও সত্যকে বুঝে নিই। আলোকিত হয় কুড়মালি সংস্কৃতির আলোকে।

-সাধন মাহাত

শান্তিরাম মাহাত
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পৌর ভবন, (ষষ্ঠ তল), সল্টলেক
কোলকাতা - ৭০০১০৬
দূরভাষ : (০৩৩) ২৩৩৭০২২৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২৩৩৭০২৫০
মোবাইল : ৯৮৩০০ ৩১৯৫৩/৯৯৩২৫ ৭৬১৬০

Shantiram Mahato
Minsiter-in-Charge
Governmet of West Bengal
Paschimanchal Unnayan
Affairs Deparment
Poura Bhavan, (5th Floor)
Salt Lake City
Kolkata - 700 106
Ph. No. (033) 23370225
Telefax - (033) 23370250
Mob.: 98300 31953/99325 76160

D.O No...

Date ....

শুভেচ্ছা বার্তা

কুড়মি সমাজ তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া ও অধিকার আদায়ের জন্য আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৫, ডুঁড়কু শহীদ রঘুনাথ সিং মাহাত ময়দানে কুড়মি মহা সম্মেলন হতে চলেছে। এই আন্দোলনের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও পূর্ণ সমর্থন রইল। এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে

(শান্তিরাম মাহাত)
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

SHANTIRAM MAHATO
Minister-in-charge
Paschimanchal Unnayan
Affairs Department
Government of West Bengal

NEPAL MAHATA, M.L.A.
Deputy Leader C.L.P.

Vill. + P.O. Ichag
P.S. Jhalda, Dist. Purulia
Pin 723202
Fax 03254-255717
M 9933794812
8434211395 / 9933865489
E-mail nepalmahata2001@gmail.com
M.L.A. Hostel 2 Kyd Street
Kolkata-700 016
Ph. 033-2229-3358/3381
Fax 033 2248 4853

Date

প্রতি
মুখ্যবন আধিকারিক প্রকল্প মহাশয়
পুরুলিয়া

জিলা পুরুলিয়ার ঝালদা, অধীনস্থ ইচাগপুর সুদূরপুর গ্রামে কানাইয়া দেউলঘাটা (বোড়াম) মন্দিরগুলি, যার মধ্যে প্রাচীন মন্দির আছে। যাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। সেগুলি যেন সংরক্ষিত হয় ও স্বীকৃতি পায়। এর সাথে এবং আধিকারিক তার উপরে সংরক্ষিত ভাবে "হেরিটেজ" ঘোষণা করুন। ঐ মন্দির গুলি যে খুব প্রাচীন হয়। সেই মন্দিরগুলির সংরক্ষণের আবেদন করছি।

নমস্কারান্তে

নেপাল মাহাতো
০৯/০৯/২৩

SRISTIDHAR MAHATO
SABHADHIPATI
Purulia Zilla Parishad
Purulia (W.B). Pin-723101
Ph. No.-(03252)-222255 (O)
(03252)-222251 (R)
Mob. No.-9434001166 / 7797664421
Fax No.-03252-222575

সৃষ্টিধর মাহাত
সভাধিপতি
পুরুলিয়া জিলা পরিষদ
পুরুলিয়া (পঃ বঃ)
পিন নং- ৭২৩১০১

No.........................   Date ..14.|9|2015......

শুভেচ্ছাবার্তা

জেনে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত হলাম যে, পুরুলিয়া জেলার কুড়মি সমাজ,তাদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া ও অধিকার আদায়ের জন্য আগামী ২৫,২৬, ও ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সালে ডুড়কু ময়দানে একত্রিত হতে চলেছে।

এই আন্দোলনের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও পূর্নসমর্থন রইল, এবং এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি ।

ধন্যবাদান্তে,

সৃষ্টিধর মাহাত
সভাধিপতি,
পুরুলিয়া জিলা পরিষদ

DR. MRIGANKA MAHATO
Member of Parliament
(Lok Sabha)
35-Purulia Parliamentary Constituency

Member :
1. Standing Committee, Defence
2. Consultative Committee
   IT & Broad Casting

सत्यमेव जयते

Purulia Address:
North Lake Road, Purulia,
P.O. & Dist.- Purulia, Pin- 723101
(West Bengal)

Delhi Address:
68, North Avenue, New Delhi-110001

শুভেচ্ছা বার্তা

কুড়মি সমাজ তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া ও অধিকার আদায়ের জন্য আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৫, ভুঁড়কু শহীদ রঘুনাথ সিং মাহাত ময়দানে কুড়মি মহা সম্মেলন হতে চলেছে। এই আন্দোলনের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও পূর্ণ সমর্থন রইল। এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে

(ডাঃ মৃগাঙ্ক মাহাত)
সাংসদ, পুরুলিয়া

Dr. Mriganka Mahato
Member of Parliament
35-Purulia Constituency
I.C.- 523

SHRI K. P. SINGH DEO
Member,
West Bengal Legislative Assembly

'Ajit Bhawan'
Ranchi Road
Purulia-723101
M. : 9434149991

Date 14. 09. 15

President,
Purbanchal Adibasi Kudmi Samaj
Purulia District Committee.

Dear President,

Thank you for your kind invitation for the three days Rally being organised at 'Durku More' from 25th to 27th Sept.

I wish the rally a big success and hope it will develop the Kudmi Samaj in all respect.

Thanking you

Sincerely yours

[signature]
14/9/15
K. P. Singh Deo
M.L.A.
Purulia (W.B.)

SRIKANTA MAHATA
Member
West Bengal Legislative Assembly

Vill.-Koyma
P.O.-Bhimpur
P.S.-Salboni
Dist.-Paschim Medinipur
Phone No.-9647044125

Ref. No. .... Date ..15/09/2015.....

শুভেচ্ছা বার্তা

আগামী ২৫, ২৬ এবং ২৭ শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কুড়মি সমাজ, পুরুলিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে ঐতিহাসিক মহা "জড়ুআহি" অনুষ্ঠিত হবে জেনে আনন্দিত হলাম। এই মহা সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি "পত্রিকা" প্রকাশিত হবে জেনে আরও বেশী খুশি হলাম।

তাই এই মহতী কার্যের সাথে যুক্ত এবং পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই।

এই উপলক্ষ্যে আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন রইল আমন্ত্রিত এবং স্বেচ্ছাকৃত আগমনী সকলের জন্য। যাদের সহযোগিতায় এই মহাসম্মেলনটি সার্বিক সাফল্য পাবে।

এই কামনা করছি।

15/09/2015

SRIKANTA MAHATA
Member Legislative Assembly
236 SALBONI ASSEMBLY CONSTITUENCY

কুড়মি আঁইআঁ আদিবাসি হেকত

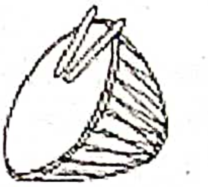

সিরিপদঅ বঁসরিআর

"রাউএ চিনহাঁই জাইত। চারিঁই চিনহাঁই পাঁইত।"

কেহনিআলি পেরিআক নামাউঅল ভারতে হালে বেজাঁই জাইত মানুসকর বসাগইত আহেইন। অহে বেজাঁই জাইত মানুসকর বেজাঁই নিআঁর ভাখিঅ চালু আহেইক। ভাখি টউরইআরাক টউরনি মতে গেনতিঁই ৭৬৩ নিআঁর ভাখি চালু আহেইক। অহে ৭৬৩ নিআঁর ভাখিগিলাক মুল ভাখি মেনতুক টেনা খাঁধাই খাঁধালাহেইক। টেঁসনাঃ- (অনা) দহবিড় ভাখি খাঁধা। (দনা) অস-টিরিক ভাখি খাঁধা (টেনা) আইরজঅ ভাখি খাঁধা।

দহবিড় আর অস-টিরিক ভাখি খাঁধাক ভাখিগিলিক ভাখি টউরইআরাঁই ভারতকর পুরখেইন বা আদি ভাখি মানলাহেথিক। এহে আদি টেঁসনাঃ- মুড়াক (মুন্ডার) ভাখি মুড়ারি (মুন্ডারি), সাঁউতালকর ভাখি সাঁউতালি, ভাখি খাঁধাক ভাখিগিলিক নাম মুলুককর নাম অরে সিরজালাহেইক। টেঁসনা ঃ- বাঁগলা মুলুককর ভাখি বাঁগলা, হিন-দুস-থান মুলুককর ভাখি হিন-দি হেনতেন।

জাইত নামে নামাউঅল দহবিড় আর অস-টিরিক ভাখি খাঁধাক ভাখিগিলি ভারতকর আদি ভাখিক মাইনে মানল হঁতে অহে ভাখি ফদড়ইআ মানুসগিলাকে ভারতকর আদি বসগতিআ মানিকন আদিবাসিক মাইনে মানলাহেথিন। কুড়মিক মাঁই ভাখি কুড়মালি অরে কুড়মি আঁইআঁ আদিবাসি হেকত। কেহনিআলি পেরিআক আগু পেরিআঁই মানে পুরখেনিক পুরখেইন পেরিআঁই ভারত মাঁহাঁন মানুসকর বসাগইত রহল সাবুত পাউআলাহেইক। অখর সিরজল সুঘড়ামুক নমুদ পাউআলাহেইক মেনতুক অহে মানুসগিলাক চিনহাঁপ বা জাইত - পাইতকর টউআ হালতড়িক কেউএ টউরল নেখত। মানুসকর জাইত-পাঁইতকর টউআ টউরেক অর ভাখি আর চারি।

জন মানুসগিলা জন মুলুকে সভেলে পহিল বসাগইত উচরাউঅত অহে মানুসগিলাহিঁ অহে মুলুককর গাঁউ-ভুঁই, বন-পাহাড়, নেদি-নালাক নাম আপন চাইড়ে আপন মাঁইভাখিক সাড়া ভাঁড়ারকর সাড়াঁই আপন নামাউঅন টঁগে নামাউঅত। পুরখেনিক পুরখেইন পেরিআলে হালতড়িক কুড়মিক নামাউঅন টঁগ হেলেইক গড়হন-বরণ, ধচর-চলন, বসন-বেসান, ডেরা-বসাগইত, উচরন-সিরজন নলি-গমি, দাঁজি-ভাঁজি নামাউঅন।

হালেহুঁ চালুরহল "জাম-বু-দিপে ভারতখন্ডে" কথাটাক তাকতরম "ভারতখন্ডেক" পুরখেনিক পুরখেইন পেরিআঁই ভারতকর নাম জাম-বু-দিপ রহলকর ঠিরিআনি হেকেইক। বেগরতকিড়রাঁই সাবুত আহেইক জাম, বু আর দিপ এহে টেনা সাড়াগিলি কুড়মিক মাঁইভাখি কুড়মালি ভাখিক সাড়া ভাঁড়ারকর সাড়া হেকত। জাম মানে জামফর, বু মানে পানি আর দিপ মানে পানিই ঘেরাইরহল, বেড়হাইরহল ভুঁইখেজা। গটালিআ জাম-বু-দিপকর মানে পাকল জামফরকর রসকর রঁগেক পানিই ঘেরাই রহল, বেড়হাইরহল ভুঁইখেজা। পাকল জামফরকর রসকর রঁগ লিলধাউঅন (নীলাভ) মানে লিলধাউঅন রঁগকর পাঁনিই ঘেরাইরহল, বেড়হাইরহল ভুঁইখেজা। সাগরকর পানিক রগ লিলধাউঅন। অহেঅরে কেহনিআলি পেরিআঁই কহালাহেইক "সসাগরা।" সাগর সাড়াটাউ কুড়মালি ভাখিক সাড়া হেকেইক। "সা" সাড়াক সঁগ "গর" পাইন জড়নে সাগর সাড়াটা সিরজালাহেইক। সা মানে বসমতামাঁই মানে মাটি, গর পাইনেঁ "নিঁহি" মানে নিখরাউএইক। গটালিআ সাগর সাড়াক মানে মাটিনিঁহি। পুরখেনিক পুরখেইন পেরিআঁই কুড়মিক সাগর সঁগ কারবার নিঁহি রহেইন আর সাগর লেইকন বুইদ, গেধি, গেআন কম রহাক হঁতে আর নামে নামাউঅন টঁগে বেখাপি, বেজুইত, বেঠিক ঠানিকন জাম-বু-দিপ নামে নামাউরথিক।

জাম-বু-দিপ নামকর আগু জাম-বু-দিপকর দসর নাম রহলকর সাবুত হালতড়িক টুঁড়হাইক নিঁহি মানে জাম-বু-দিপ নামে নামাউতাহার কুড়মি জাইতকর আগু অহে মুলুক মাঁহাঁন দসর জাইত মানুসকর বসাগইত মুলুককর গাঁউ-ভুঁই, বন-পাহাড়, নেদি-নালাক নামকর কুড়মালি ভাখি অরে ভাঁগাঁন ভাঁগলে কুড়মালি ভাখিঁই নামাউঅল সাবুত হালেহুঁ চালু আহেইক। টেঁসনাঃ- মেহেরগড়-এহে মেহেরগড় মুলুকে কুড়মিঁই বনুআঁ জিনগানি পুহাউঅন ছাড়ি চাস কামে আহার দানা অরজে চাসকামকর পুনহাঁ করলরহত। বিতিপেরিআঁই কুড়মিক নামাউঅল রহেইন মেঁহালগড় মেনতুক কেহনিআলি পেরিআঁই আইরজঅ ভাখিক গিলনিঁই মেঁহালগড়েক গলট মেহরগড় হেলাহেইক। মেঁহাল আর গড় সাড়াগিলি কুড়মালি ভাখিক সাড়া হেকত। মেঁহাল মানে বেগর পানিঁই বাউ-বাসাতকর দাপটে নরমাল। (খাজাড়িটা মেঁহালাহেইক) গড় মানে উঁচামানিআঁ মানুস আর অখর উঁচামনিআঁ বসতভুঁই (রাজাক গড়)। চাসকামে মেঁহাল মাটিক চাইড় গিরেইক। চাসকামে আহার দানা অরজা মানে উঁচামানিআঁ জিনগানি পুহাউঅন। গটালিআ মেহালগড় মানে নরমাল ভুঁইখেজাঁই উঁচামানিআ বসাগইত।

হর-প-পাঃ- কুড়মালি ভাখিক হর আর রপা এহে দনা সাড়াক সঁঝড়ানে হর-প-পা সাড়াটা সিরজালাহেইক। হর মানে কুড়মিক আদি বুড়হা বুড়হাবাবা। বুড়হাবাবাকে হর নামে নামাউঅনকর অর আদি পেরিআঁই চাসকাম সিরজইআ বুড়হাবাবাক আলউআপালউআ

কুড়মি জাইতে বনুআঁ জিনগানি পুহাউঅন ছাড়ি নেদি কিনারে আর নেদি উথমাঁই ঝুঁড়িই কড়ি, ইঁচরি ঢড়হাভরা আহার দানা অরজে চাসকাম উচরাউরহত। ঝুড়িই মাটি কড়ন, ইঁচরন থানাইকন বুড়হাবাবাঁই গরুকে কুড়মিক চাসকামে পিঠসাহাই দেউেক হঁতে "হ" সাড়াঁই থামাউরহেইন আর মানুসকে "র" সাড়াঁই থামাইকন উঁচামানিআঁ চাসকাম করেক খাতির মানুসকে আর গরুকে মেল করাউরহেইন, সঁগে সাথে একেসঁগে বসাগইত করে হিসকাউরহেইন। অহেঅরে কুড়মিক বুড়হাবাবাক কুড়মালি ভাখিঁই দসর নাম হর। রপা মানে হিঁআকা ধান রপা নঁহেইক। রপা মানে হিঁআঁকা থাপনা থাপা চাসকামেক মুলেরহইআ হরকর থাপনত্রা থাপিকন উঁচামানিঁআঁ চাসকামে ঢড়হাভরা আহার দানা অজরিকন রিঝে-রঁগে, নিকে-সুখে, সলতঁতে জিনগানি পুহাউঅন উচরাউরহত অহে মুলুকটাকে হররপা ... হর-প-পা নামে নামাউরথিক।

হালুক মহেঞ্জোদাড়োঃ- পুরখেইন পেরিআঁই কুড়মালি ভাখিক মুহাঁইন-জ-দ-আড়অ সাড়াগিলি অনা ধাঁউরিঁহ সঁঝড়ানে মুহাইনজাদাড়অ সাড়াটা সিরজালরহেইক মুহাঁইনজদড়অ সাড়াটালে মহেঞ্জোদাড়ো সাড়াটা সিরজালাহেইক। কুড়মালি ভাখিঁই মুঁহাঁইন সাড়াক মানে দ বা বাঁধেক পেইন, জমানে উপাই, দ মানে নেদিক দ আড়া সাড়ালে আড়অ সাড়াটা সিরজালাহেইক আর হিঁআঁকা আড়া মানে বসাগইত করা গটালিআ মুহাইনজদড়অ মানে দহেক মহাঁইন এলাকাঁই বসাগইত করেক উপাইরহা।

সিনধু (সিন্ধু) ঃ- সাইদ (গুহা) সাড়ালে সিঁদ সাড়া সিরজালাহেইক। সিঁদ সাড়ালে সিঁদইলা চর, সিঁদ কাটা, সিঁদগাড়হা হেনতেন সাড়াগিলি সিরজালাহেইক। সিঁদ গাড়হা নিআঁর সাঁকঅট গাড়হাঁই বহল 'বু'কে সিঁদ-বু নামে নামাউরথিক। বু বহতে বহতে গাড়হা নেদি হেলেইক মেনতুক নাম অহে সিঁদ-বু রহলেইক আর অহে নামেক সঁগ নেদি সাড়াক সঁঝড়ানে সিঁদবু নেদি নামলে সিঁদধু নাম চালু হেলেইক।

কুড়ম পাহাড় ঃ- কুড়মালি ভাখিঁই কুড়ম মানে কাছিম। জস্তন পাহাড়কর গড়হন কুড়ম নিআঁর অহে পাহাড়টাকে কুড়ম পাহাড় নামে নামাউরথিক।

কুড়ম নেদি ঃ- জন নেদিঁই বসাগইতকর খাতির কুড়মে ডেরা ফাঁদেহেলা বা সাঁগি বাইড় রহেইন অহে নেদিটাকে কুড়ম নদি নামে নামাউরথিক।

সাঁক নেদি ঃ- কুড়মালি চারিঁই বা কুড়মি সমাজে "শাঁখ" (শঙ্খ) কর চলল চালু রহল সাবুত টুঁড়হাইক নিঁহিঁ অহেখাতির অহে "শাঁখকর" অরে নেদিটাকে শাঁখ নেদি নামে নামাউঅল নহেইক। সাঁকঅট বা সাঁকটঅ মানে কম অসাইর/জন নেদি অসাইরে কম মানে সাঁকটঅ রহেইক অহে নেদিটাকে সাঁকটঅ লে সাঁক নেদি নামে নামাউরথিক।

কুড়মালি চারিক গিতে "সরি" নামকর নেদিক টউআ টউরাইক। কুড়মালি ভাখিঁই সরা সানা আহেইক। সরা মানে কাম নিমটন। কুড়মিক কাম চাসকামে আহার দানা অরজন। চাসকামে আহার দানা অরজিকন দানা আহারে জিনগানি পহাউতাহার চাসা কুড়মিঁই জল নেদিক পানিঁই চসত ভুঁই পাটাইকন ভুঁই চসন লে উচরাইকন আবাদপাটাইকন আহার দানা উপজাইকন চাস কাম সরাউহেলা অহে নেদিটাকে ভাঁউঅরে সুঘড়াউঅন অরে সরাগলঅটে সরি বা সরা লে সরি নেদি নামে নামাউরথিক। বেদুআলি পেরিআঁই কুড়মিক অহে সরিনেদিক নাম সর-অ-সতি নেদি হেলাহেইক।

জাম-বু-দিপকর মেহেরগড় মুলুকে আর সিঁদ-ধু মুলুকে সভেলে পেছিল কুড়মালি ভাখি চালু রহল মানে কুড়মালি ভাখি ফদড়ইআ কুড়মি জাইতকর বসাগইত রহলকর সাবুত হালে হুঁ অহে মুলুকগিলাক গাঁউ-ভুঁই, বন-পাহাড়, নেদি-নালাক নামে টুঁড়হাইতকে আহেইক। রাউএ চিনহাঁই জাইত মানে মাঁই ভাখিঁই মানুসকর জাইত চিনহাঁইক। নামে চিনহাঁই নামাউতাহার মানে নামাউঅনকর ভাখিঁই আর টঁগে নামাউতাহার চিনহাঁই। কুড়মালি ভাখিক সাড়াভাঁড়ারকর সাঁড়াই নাম মানে নামাউঅনকর ভাখি কুড়মালি, কুড়মিক নামাউঅল টঁগে নানা দসর বাটে কুড়মিক মাঁইভাখি কুড়মালি। অহেঅরে বেগরতকিড়রাক সাবুত জাম-বুঁ-দিপ মানে ভারতকর আদি বসগতিআ কুড়মি হেকত। অহে সাবুতে কুড়মি আঁইআঁ আদিবাসি হেকত।

কুড়মিক মাঁই ভাখি কুড়মালি অরে কুড়মি আদিবাসি পাঁইতকর গেননে গেনালাহাত। অহেখাতির কুড়মালি ভাখিক চিনহাঁপ অরে ভাখিটাক পুরখেনিক টউআ টউরেক কসনি করিঅ।

কুড়মালি ভাখিক চিনহাঁপ ঃ- (অনা) ন্যাকি সুরে উসরন (অনুনাসিক উচ্চারণ) আদিপেরিআঁই মানুসকর গতরকর গড়হন পসুনিআঁর রহলকর সাবুত কেহনি মাঁহান আহেইক। অহেখাতির অহেপেরিআক মানুসে অটকি অটকি ততড়াইকন, গেঁগনাইকন রাউ কাড়অনকর সাবুত কেহনি মাঁহাঁন আহেইক। গেঁগনাউঅন মানে নাকি সুরে উসরাউঅন। পুরখেনিক সভেলে ডাগর সাবুত আহেইক। (দিনা) আলেখা পাইন (অপর্যাপ্ত প্রত্যয়) পুরখেইন পেরিআক মানুসে সাড়াঁই বেগর পাইন জড়নে মনেক মনমনানি ফেইরছাউএনিঁহিঁ পারেহেলা। অহেখাতির কুড়মালি ভাখিঁই আলেখা পাইনকর চলন চালু আহেইক। (টেনা) আঁগা পাইআ সরান পাইআঁই চালাউঅন (বিশেষ্য পদ ক্রিয়াপদে ব্যবহার করা) অনা পাইআ বেজাঁই পাইআঁই চালাউঅন ভাখিক পুরখেনিক চিনহাঁপ হেকেইক। (চারা) উপসরগক চলন নেখেইক (উপসর্গর প্রচলন নাই) সাড়াভাঁড়ারে ঠাঁইবাচিক সাড়া রহাক হঁতে উপসরগক সাঠাঁই অনাসাড়াক বেজাঁই মানে নিখরাউএক চাইড় গিরেইক নিঁহিঁ। (মাচা) জড়ন চলন নেখেইক (সন্ধির প্রচলন নাই) জড়ন চলন নিঁহিঁ রহাটা ভাখিক পুরখেনিক চিনহাঁপ হেকেইক। কুড়মালি ভাখিক এহে চিনহাপ অরে ভাখি টউরইআরাঁই কুড়মালি ভাখিকে দহবিড় ভাখি খাঁধাক পুরখেইন ভাখি মানলাহেথিক।

আহনাঁই আহেইক ভাখিঁই সিরজেইক চারি আর চারি হেকেইক ভাখি সঁচইআ-ধরইআ, ঢহইআ-বহইআ। অহেখাতির কুড়মিক মাইভাখি কুড়মালি ভাখিক সিরজল কুড়মালি চারি অরে কুড়মিক আদিবাসিতঁত টউরেক কসনি করিঅ।

কুড়মিক মাঁইভাখি কুড়মালি ভাখি দহবিড় ভাখি খাঁধাক ভাখি অরে আদি আর পুরখেইন ভাখি হেকেইক। অহেঅরে অহে পুরখেইন ভাখিক সিরজল কুড়মালি চারি বিসবিসুআস দহবিড়িআ পুরখেইন চারি হেকেইক।

কুড়মালি চারি টেনা খেজাই খেজালাহেইক। টেঁসনা ঃ- (অনা) গতরিআ চারি (Material culture), (দনা) পরবিআ চারি(Functional culture),আত-মাহি চারি(Spiritual culture)। কুড়মালি চারিক পুজা-পাসাক নেগ-নেতিই, সিন-সিনিক আরদাসনকর করা-করনে, ধরন-চলনে দহবিড়িআ চারিক নমুদ, চিনহাঁপ টউরাইক। টেঁসনা ঃ- কুড়মালি চারিক টেনা খেজাক কনঅঁ খেজাই কুড়মি জাইত ছাড়ি দসর জাইত মানুসকর পিঠসাহাইকর চাইড় নিঁহি গিরেইক। ঠউকা কাথাঁই দসর জাইত বা সমাজকর মানুস কুড়মালি চারিক নেগে - নেতিই, পুজাঁই-পাসাঁই, সিন-সিনিক আরদাসনে বাভন-গুঁসাই, গুরু-পুরহুত, নাইআ হেনতেন নেখত। নিঁহি রহাক বেউরা - (অনা) জন পেরিআঁই কুড়মি মেহরগড় মুলুকে আর সিঁদ-ধু মুলুকে বসাগইত করেহেলা অহে পেরিআঁই অহে মুলুকে কুড়মি ছাড়ি দসর জাইত মানুসকর বসাগইত রহাকসাবুত নেখেইক। (দনা) কুড়মিক আদি বুড়হা বা আদি বাপ তনতঁত সাধন সিরজইআ, সাধইআ, ভাঁজইআ বুড়হাবাবা হেকেইন। অহেখাতির গটা কুড়মি জাইতটা উ-পেরিআঁই তনতঁত সাধন ডহরে ডহরিকন সবাই বর-ম বা বুঁদ গেআনে গেআনি (ব্রমহ জ্ঞানী) রহত। বর-ম গেআনে গেআনিরাক পুজনে, আরদাসনে সদরকর পিঠসাহাই লেউএক চাইড় হালেহঁ নিঁহি গিরল সাবুত চালু আহেইক। কুড়মি তনতঁত সাধন সাধইআ, ভাঁজইআ রহলকর সাবুত হালেহঁ এখন চারিআলি পরবকর নামে, পুজা-পাসাক নেগেক নামে নেগেক চারে জেসন বেগর মনতরে পুজা, নেগে নেগে গিত গিতাউন নাচ নাচন আড়হাই পাকঘুরা হেনতেনগিলা তনতঁত সাধন কিরিআক ঠিরিআনি হেকেইক। তাউএ বেটা-বেটিক বিহাক পুরহুত জাঁউআঁইকে আর মাঁই-বাপকর কামান-কিরিআঁই আপন ভেইগনাকে মানিলেউআলাহেইক। গরাম পুজাক নাইআ গাঁউমাহাতক গুসটি কাকেউ থানিজ করালাহেইক। মড়ই পিঁড়হাক (তুলসী মঞ্চ) গড়ন, ঘার-দুআইর পঁড়রনে দহবিড়িআ চারিক চিনহাপ টাউরাইক।

গতরিআ চারি মাঁহাঁন তনতঁত সাধন কিরিআক চারে দহবিড়িআ চারিক চিনহাঁপ ঃ- ১) মাঁইএঁক কইসে সঁসরল বেরাঁই আসাপতিরেসধউড়ি খাউআউঅনা। ২) ছাঁছাঢ়াড়হা, ৩) ছেঠি বা নারতা। ৪) ডাভনা বা চিড়ি, ৫) মুঁজুঁঠান, ৬) সরসগুনে বিহা, ৭) মরন-মরল পাছু ডউরকপিন পিঁধাঁউঅন লে উচরাইকন ছাঁহেইর ঝিঁকা তড়িক সভে নেগ টুঁড়লে পুরখেনিক সাবুত পাউআইক।

পরবিআ চারি ঃ- পরবিআ চারিক সিরজন চাসকামে আহার দানা উপজাউঅন অরে সিরজালহেইক। আহার দানা উপজাউঅন বিরিতটা গটাটাই পরকিতি মাঁই, ভরসিআ হেকেইক। অহেখাতির কুড়মালি চারিঁই পরকিতি পুজাক চলন চালু আহেইক। মেড় পুজাক চলন নেখেক। কুড়মালি চারিঁই আখাইন লে মকর তড়িক টেনার পরম মাননকর চলন চালু আহেইক। পরবগিলাক নামঃ- ১) আখা-ইন জাত-রা, ২) চড়ক পুজা, ৩) রহিন, ৪) আঁবাবতি, ৫) জাঁতাড়, ৬) রাজাসলহা, ৭) করম, ৮) জিতিআ, ৯) দেসেঁই, ১০) জিরহুল, ১১) বঁদনা, ১২) ডিনিমাঁই আনন আর টুসুকথাপনা থাপন, ১৩) মকর। তনতঁত সাধন ডহরে জিউ পুহাউঅন আর চাসকাম বিরিতে জিনগানি পুহাউঅন কুড়মিক এহে পরবগিলাক নামে আর নেগ-নেতিঁই অতঁত সাধন কিরিআ আর আবাদ অরজন বেঁহঁ সানাসানি রহল সাবুত আহেইক। কুড়মিক সিন-সিনি নমিগঠ। টেঁসনা ঃ- ১) বঁগা, ২) ধরম ঠাকুর, ৩) বুড়হাবাবা, ৪) চাঁদঅরাই, ৫) গরাম ঠাকুর, ৬) জাহিরমাঁই, ৭) গঁসাঁইরাই, ৮) বাঘুত, ৯) বানসিন। কুড়মিক অহে টেনার পরবে অহে নমিগঠ সিন-সিনিক ঠাঁই আর কামঅরে আহার দানা উপজাউঅন খাতির আরদাস করাইক। বাচিক বাচিক কামেক মূলে পরকিতি মাঁইকর বাচিক বাচিক খেজা রহাক হঁতে ছিনগঅ ছিনগঅ নামে নামাউঅন আর পুজন। টেঁসনা ঃ- বানসিন মানে (পানি) বু বরসাউঅন সিন, জাহির মাঁই মানে বসমতা মাঁই মানে মাটি বাঘুত মানে বাউ, ধরমঠাকুর মানে সুরুজ মানে তাইত হেনতেন। অহে অরে কুড়মিক পরবিআ চারি মানে আহার দানা উপজাউঅন খাতির পরকিতি মাঁইকর আরদাসন। কুড়মিক গরইআঠাকুর, জাহিরমাঁইকর কইখে বুড়হাবাবাক তিরসুল টঁগে আঁকরাল আঁকুর গড়নকর সিঁদধু মুলুকে টুঁড়হাল ছভি গিলা কুড়মিক পরাব আচারিক ধিরিআনি হেকেইক (ঠউকা কাথাঁই কুড়মিক পরবিআ চারিক নেগ-নেতি, চাইল-চলন সিঁদধু মুলুকে চালু রহল সাবুত আহেইক। পরবিআ চারিক সাবুত আহেইক। চারিঁই চিনহাঁইক পাঁইত (শ্রেণী) অরে কুড়মি দহবিড়িআ মানে আদিবাসি হেকত।

আতমাঁহি চারি ঃ- কুড়মি তনতঁত সাধন সাধইআ, ভাঁইআ তনতঁতি বা বুড়হাবাবাহি (শৈব) রহাক সাবুত এখর জিনগানি পুহাউঅন বিরিতকর সারভার হার, জুঁআঁইট, মেইর, কারহা (রাসকা) সভে তাঁহা বুড়হাবাবা আহেইন। ডাঁগরকর পিঠে বুড়হাবাবা আহেইন। জিউ পুহাউঅন ডহর সাধন ডহরে আতমাকে পরমআতমাঁই মিলাউঅনে পরতুকিআ হেকত। অহেখাতির এখর অগমজানি (দার্শনিক) বচকনি "তঁহ ডেঁইড়কা, মঁহ ডেঁইড়কা। একে ডবাক মাছ। তকউ খাতউ, মঁকউ খাতাক। ডাঁইড় ধরিকে নাচ।" রহঁ, রহঁম সভে মিছা। আহঁ এহেটো সভেলে সাঁচা। সাধন ডহরে ডহরিকন জিনগানিকে ভগ করিহিঁ। আউঅলাইহ ইটাউ সাঁচা জাইহেতি ইটাউ সাঁচা। গেলে আর নিঁহি ঘুরনকর ডহর ফেইরছাউএঁ। আপন ঘারেক আপন ধিআ-পুতাকে তনতঁত সাধন ডহর দরসাইকন, ডহরাইকন নিকে-সুখে, সলতঁতে রাখনকর ঠিরিআনি ধরম পুজা হেকেইক। ধরম পুজা আপন আনগাঁহি করাইক। গটা গুসটিক পিড়হি উতরনে চলতি পিড়হিক সভেকাখর নিক-সুখ, সলতঁত খাতির সুরজাহি আখড়াঁই সুরুজ পুজা বা সুরজাহি করাইক।

ভাখি আর চারি টুঁড়নে কুড়মি আঁইআঁ আদিবাসি হেকত টুঁড়হালেইক। আদিবাসিক চিনহাঁপ অরে কুড়মিক আদিবাসি হঁক চিনহেঁক কসনি করিতা। "আদিবাসির পরিভাষাতে সমাজতত্ত্ববিদগনের উক্তি - যে জনগোষ্ঠী মানুষের বিশ্বাস তাদের পূর্বপুরুষ একজন এবং তারা তারই বংশধর সেই জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষকে আদিবাসি বলা হয়।" কুড়মি এহে গুনে গুনি হেকত।

কুড়মিক এহে চিনহাঁপ আহেইন। কুড়মিক পরতুক এখর আদিবাপ বুড়হাবাবা আর এরা সবাই অহে বুড়হাবাবাক কুল রাখইআ ধিআ-পুতা, আলউআ-পালউআ হেকত। বুড়হাবাবা সভে কুড়মিক বুড়হাবাবা

স
গ
ড়

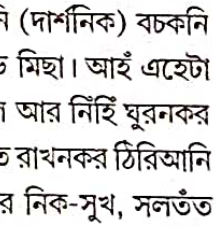

হেকে। বাপেকরঅ বুড়হাবাবা আর বেটাকরঅ বুড়হাবাবা।

ধচরিআ গুন অরে কুড়মিক আদিবাসি হঁক চিনহেঁক কসনি করিঅ। আদিবাসিক ধচর ঃ- ১) সিঁআঁড়ে বাঁধল আপন হঁকিঅতি ভুঁইএ বসাগইত করা। ই ধচরটা কুড়মিক বিতিপেরিআঁইতঁ রহেইন, হালেহ আহেইন। হালে এখর আপন হঁকিঅতি বসত ভুঁইকর চিনহাপ কেহনিআলি পেরিআক আগু পেরিআঁই রহেইক - রনবন, উঁড়বন, বাদাবন, বিজুবন, অরুনবন। কেহনিআলি পেরিআলে হালতড়িককর চিনহাঁপ "শিখ, শিখর, নাগপুর, আধআধি খক্সাপুর।" ২) সবাই সবাইকে আপন ঠাননি। আহনাঁই আহেইক সভে কুড়মিক এক রাউ। কাকরঅ কনঅঁ হাইহবড়, হবিদবি অনাউলে, থানাউলে বেগর আড়হাউঅনে সবাই জহড়ি, সঁঝড়াই সামলাউএ ঝাঁপা হেত। ৩) সারনা ধরমে আপন গুসটি সঁগ বিহা বারন রহাক হঁতে আপন গুসটি ছাড়ি দসর অঠেন (আশী) গুসটিএ বিহা করে দাইএ গিরন কুড়মিক ধচর হেকেইন। ৪) দসর ভাখি ফদড়ইআরাক লিলকাউনিঁই, পুলকাউনিঁই হালে, বেজাঁই হালে কুড়মি আপন মাঁইভাখি কুড়মালি ভাখিঁই গালমারে লাজাহাত, ভরমাহাত। মেনতুক সভে কুড়মিক আনগাঁই - পিছুআইড়ে, খেতে গঠে কুড়মালি ছপললাহেইন। আপন মাঁইভাখিঁই গালমারা আদিবাসিক চিনহাঁপ হেকেইক। ৫) লহুক টানে জিউআড়অন কুড়মিক ধচর হেকেই। বেগর জানল, বেগরচিনতান কনঅঁ কুড়মিকে কাজাপ (যদি) দসর কেউএ একা করেইক হেলে অকর হেইকে সবাই বাহরাত। কুড়মিক বদনাম কুড়মিঁই সহত নিঁহিঁ। ৬) সমাজকে বাঁচাউঅন হঁতে সমাজ রাখাদারক আড়হান মানি চলা আদিবাসিক ধচর হেকেইন। ৭) আপন সমাজকে সলতঁতে রাখেক হঁতে গাঁউএঁ গাঁউমাহতঅ, পরগনাঁই পরগনইত, মুলুকে মড়ল বাছালাহাত। অরা সমাজ চালাউঅত। ৮) সবাইকে সবাই আপন ঠাননি অরে গটা সমাজটা একেটা হাঁলাই গাঁথাই রহেহেইক। ৯) কুড়মি সমাজে কুটুম কুটমারিক মান বেজাঁই উঁচামানেক হেইক। কুটমে কুটমকে অনে, দনে, জনে লেই চালাচালি হেত। কুটুমেক মতে বিহা সাঁঘা ডউরাইক, ছাড়ন-বেড়হন হেইক। ১০) কুড়মি সমাজে সভে কামে মরদ মেহরারুক বরাকবইক হঁক রহেহেইন। অহেঅরে রাঁড়ি-ছাড়িক সাঁঘাক চলন চালু আহেইক। বিহাঁই বিহউলিক কুল লেউঅন অরে রাঁড়ি ভউজাইকে দেউরে রাখন চলন চালু আহেইক। এহে চলনকে হঁমাইন মানন অরে আহনাঁই কহালাহেইক "বাপেক কিনল জমি আর দাদাক কিনল জেনিঁই পিঠিআ ভাই বরাকবইর হঁকদার হেকে।" দাদাক কিনল জেনি টুমটা কুড়মি সমাজে কেনিআঁই পন চালু রহাক ঠিরিআনিহেকেইক। ১১) কুড়মি গুসটি পরতুকে পরতুকিআহেকত। কুড়মিক গটাগটি অঠেনঅনা (একাশী) গুসটি আহেইন গুসটিগিলাক সিরজন বসমতামাইকর করাঁই রহল ১) ঘাস, ২) লত, ৩) গাছ, ৪) ফর, ৫) কাঁদা, ৬) ফুল, ৭) পানিঁই চরইআ জিউ, ৮) বসমতাঁই চরইআ জিউ, ৯) দিঅতাঁহাঁ চরইআ জিউ অরে সিরজালাহেইক। গুসটি নামিআঁ জিউগিলাক সঁগ জনম-মরন নাতা জড়াইরহল পরতুকে পরতুকিআহেকত। এহে খাতির আপন গুসটি নামে চিনহাঁপে চিনহাঁলকর হানি করত নিঁহিঁ মরাউথিন নিঁহিঁ, খাথিন নিঁহিঁ। এহে অনারত (এগারো) ধচরিআগুন আদিবাসি পাঁইতকর সভেকাখর রহেইন কুড়মিকর অ আহেইন। অহে সাবুতে কুড়মি আঁইআ আদিবাসি হেকত। চিসনি ঠিন বচকনি নি। অহেখাতির কানন অরে কুড়মিক আদিবাসি হঁক টউরিঅ। "শিখ, শিখর, নাগপুর, আধাআধি খড়গপুর মুলুককর বসগতিআ কল, কুড়মি, কড়া আর এখরে নিআঁর এখর সঁগ বসাগইত করইআ দসর কইটা জাইতকে মেসাইকন গটাগটি ১৩টা জাইতকে ১৯১৩ সালে ইঁগরেজ সরকার "এ্যাবর্ডিন্যাল ট্রাইব মাইনে মানলরহেইন। ১৯৩১ সালে জাইত অরে মানুসগেনন বেরা অহে ১৩টা জাইতকে প্রিমিটিব ট্রাইব নামে নামাউরহেইন। ১৯১৩ আর ১৯৩১ সলকর মাঝে কনঅঁ অলটগলট হেইক নিঁহিঁ। ইঁরেজ সরকার ভারত ছাড়ি পাড়ালাক। ভারত আপন দাঁউঅনে ঘুরলেইক (স্বাধীন হেলেইক) আপন দাঁউআঁনে ঘুরল ভারত সরকারে ১৯৫০ সালে মুলুক চালাউঅন খাতির কানন রচনবেরা ১৯৩১ সালে প্রিমিটিব ট্রাইব মাইনে মানল অহে ১৩টা জাইতকর ১১টা জাইতকে "তপশীলি উপজাতিক" মাইন দেলেইন। অহে মাইন পাউঅন লেবেগর কাননি বেউরাঁই, রাজনিতি চাইলে কুড়মি ফুচকলাহাত। ১৯৩১ আর ১৯৫০ সালকর মাঝে প্রিমিটির ট্রাইব তালিকাক কনঅঁ নিআঁর অলটগলট হেইক নিঁহিঁ। ভারত সরকারে আপন রচল কাননে কহলাহে ১৯৩১ সালে জন জাইতগিলা প্রিমিটিব মাইন পাউঅলাহাত মেনতুক ১৯৫০ সালে ফুচকলাহাত অহে ফুচকল জাইতগিলা জখন তখন "তপশীলি উপজাতি" তালিকাঁই সামাই পারতা। কাননে সামাঁইএক হঁক আহেইন মেনতুক রাজনৈতিক চাইলে সরকারে সাঁমাই দেহেইন নিঁহি। কুড়মি উজু (সরল) হেকত, উজবক (বোকা) নহত। ঢেঁইর সহঁলাহাত আর সহতা নিঁহিঁ। কুড়মিই গড়হউ পারত ভাঁগেউ পারত। এতনা দিন ভাঁগা গড়হাক খেইল খেলত নিঁহিঁ মেনতুক এধাঁউ খেলতা। আপন মূল হঁক উসুল করতা। সরকার হুসিআর কুড়মি ভিখ মাগইআ নহত । ভিখ নিঁহিঁ মাগহথু। কানন বলে কাননি হঁক ছিনে কমরকসি ঠঁড়হুআলা সমসি।

কুড়মি ও কুড়মালি স্বরূপে-স্বাতন্ত্র্যে-অস্তিত্বে

ড. বিনয়কুমার মাহাতা

বাংলা বলে বাঙ্গালি,
কুড়মি কহয় কুড়মালি

কুড়মি এবং কুড়মালি সম্পর্কিত ধারনাটা এখনো গ্রাম্যস্তরেই থেকে গেছে। অভিজাত মানুষেরা নির্বিকার, কুড়মির ভাষা-সংস্কৃতি-দিনচর্যা আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তথাকথিত অগ্রসর সুবিধাভোগী মানুষদের সার্বিক উদাসীনতা সামাজিক ব্যবহারে সুস্পষ্ট তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। পশ্চাতে ঠেলে দেওয়ার মানসিকতা থেকেই প্রচ্ছন্ন ষড়যন্ত্র প্রশাসনে এবং সরকারি স্তরে, আঘাতে আঘাতে যুগ-যুগান্তরের হীনম্মন্যতাকে অঙ্গের এবং সমাজের ভূষণরূপে আঁকড়ে ধরা মানুষেরা বঞ্চনাকেই শাশ্বত সত্য বলে ধরে নিয়েছে। ভূকর্ষণজীবী মানুষগুলোর একমাত্র অবলম্বন হালের বোঁটা। শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীটাকেও ভূতলমুখী করে রেখেছে চিরকাল। সেখান থেকে দৃষ্টি সরালে পেটে টান পড়ে, সামাজিক অস্তিত্ব হয় বিপন্ন, সাংস্কৃতিক জীবন হয় বিপর্যস্ত, বেঁচে থাকাটাই হয়ে ওঠে অর্থহীন। স্বাভাবিক ভাবেই এই সব মানুষদের জীবনচর্যা নিয়ন্ত্রিত লাঙলের রেখায়, ভূমি আঁকড়ে থাকা জীবন সংস্কৃতিও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে খেত-খামারেই। সন্দেহ নেই খেত-খামারেই লক্ষ্মীর আসন-পাতা। তাই সেখানেই আচারে অনুষ্ঠানে, ব্রতে-আলিম্পনে, লক্ষ্মীর পায়ে আর ধানের শিষে লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা। সে কল্পনাতেই বাঁধভাঙা উদ্দামতা করম উৎসবের দিনে, বাঁদনা ঘিরে মাতামাতি, ভগবতীর আরাধনা লক্ষ্মীর দোসর কল্পনায়। মকর সংক্রান্তিতে সূর্যের অয়নকে মাথায় রেখে বর্ষচক্রের পাশাপাশি 'মাহেশ্বরী' লক্ষ্মীকেও অতীতে ঠেলে দেওয়া। তারই মাঝে সুপ্ত থাকে পয়লা মাঘের 'আইখান' দিনে আবার নতুন ক'রে জীবন শুরু করার। হালচার অনুষ্ঠানে সঙ্গোপনে নিহিত থাকে তারই বিশিষ্ট প্রতিশ্রুতি।

সম্ভবতঃ রূপান্তরিত স্বরূপে কৃষি-মাহাত্ম্য প্রতিভাত হয়েছিল কৃষক রাজা জনক উপাধিধারী বিদেহপতি শীরধ্বজের কাছে। ব্রহ্মা সোজাসুজি জানিয়েছিলেন,

অযোনি সম্ভবা উনি (লক্ষ্মী) জন্মিবেন চাষে।
জনকের ঘরে জন্ম মিথিলার দেশে।।

গঙ্গা-কোশী অববাহিকা অঞ্চলেই কৃষি সভ্যতার স্বাভাবিক অভ্যুদয় ঘটেছিল এখন অনুমান অসঙ্গত না হলেও এমন ধারণা এখনো প্রশ্রয় পায়নি সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মনে। যদিও সাক্ষ্য প্রমাণের অস্তিত্ব বিস্ময়কর। হল-হলরেখা লাঙ্গল শীর্ষে প্রভৃতি পরিভাষা বিদেহপতি জনককেই আশ্রয় করে পাওয়া গিয়েছিল কৃষি সভ্যতার আদিস্তরেই। অযোনি সম্ভবা ভূমি-উত্থিতা সীতা এবং নবদূর্বাদলশ্যাম রামের সহযোগিতায় কৃষি সভ্যতা যথাযথ স্বরূপ পেয়েছিল, জনকের উপাখ্যান থেকে এমন অনুমানের সঙ্গত কারণ অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। জনক শব্দের মধ্যেও প্রজননের ইঙ্গিত। স্পষ্টতঃই মিথিলার জনক বংশ কৃষি-প্রজননের ধারক বাহক। এই কৃষি সভ্যতা মিথিলা থেকে দন্ডকারণ্য-কিস্কিন্ধ্যার পথে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছিল লঙ্কায় রাবণের দেশে। উত্তর ভারতের কৃষি সভ্যতা দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় জাতির মানুষদের হাতে পড়ে উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়েছিল কি না, কিম্বা রাবণ পঞ্চবটীর দেশ থেকে কৃষি প্রকৌশল অপহরণ করে দ্রাবিড় সভ্যতায় যুগান্তর এনেছিলেন কিনা সে প্রশ্ন প্রাচ্য পাশ্চাত্যের কৃষি-সভ্যতাভিমানী গবেষকেরা অদ্যাবধি এড়িয়েই চলেছেন। রামায়ণ মহাকাব্যের সাঙ্কেতিক তাৎপর্যটা নিয়েও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো মনীষী বিশেষ মাথা ঘামাননি। দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক বা না হোক, উত্তর ভারতে কৃষি সভ্যতার মহাকাব্যিক নজির আরো আছে। মহাভারতের কুরুরাজার উপাখ্যানে ভূমিকর্ষণ-লাঙল-নীলবৃষ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। হলকর্ষণই ছিল ভারতবংশীয় মহারাজা কুরুর তপস্যা এবং তারই পরিণামে ইন্দ্রের বরে রাজা কর্ষণক্ষেত্র তীর্থরাজ কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এখানেও সাঙ্কেতিক তাৎপর্য উপেক্ষাযোগ্য নয়। মনুষ্যসভ্যতার বিবর্তনে কৃষি-সভ্যতার গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমিকর্ষণই সেখানে তপস্যা। গুরুত্বের কারণেই কৃষিক্ষেত্রই মনুষ্য সভ্যতার তীর্থক্ষেত্র। ইন্দ্রের বরদানও সাঙ্কেতিক এবং তাৎপর্যসমন্বিত। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের অনুগ্রহই সফল কৃষির পক্ষে অযাচিত বরদান। অরণ্যচারী মানুষ গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করেছে কৃষি-কর্ম অবলম্বন করেই। তাই কৃষিকর্মের তপস্যায় রূপান্তরিত হওয়া কিম্বা কৃষিক্ষেত্রের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। প্রকারান্তরে কৃষিমাহাত্ম্যই বর্ণিত হয়েছে কুরুক্ষেত্র মাহাত্ম্যে তথা কুরুরাজার উপাখ্যানে। এই কৃষি মাহাত্ম্য অবশ্যই রাজকীয় মাহাত্ম্য। কৃষি মাহাত্ম্য এক অলৌকিক মর্যাদা পেয়েছে দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ বলরামের উপাখ্যানে। তবে তা একান্তই সঙ্গোপনে। কৃষিকর্ম তথা ভূকর্ষণের উল্লেখ সেখানে না থাকলেও ভিত্তিটা কৃষি সভ্যতারই সেকথা কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণেই ধরা পড়ে। কৃষ ধাতু থেকেই কৃষ্ণ শব্দের উৎপত্তি। কৃষ্‌ ধাতু কর্ষণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সেই সুবাদে কৃষ্ণ শব্দের সঙ্গে

কর্ষণের নিবিড় সম্পর্ক। অনুমিত হয় কৃষ্ণ কর্ষণের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। তিনি অবতারী হলেও প্রকারান্তরে কৃষি সভ্যতার মধ্য দিয়েই তাঁর অবতারবাদের প্রকাশ। সমাজ গঠনে সভ্যতা বিবর্তনে কৃষি অবধারিত তাঁর অবতারগ্রহণ, মানুষকে উদ্ধার করতেও, সৃষ্টিকে পালন করতেও। সে-যুগে গোকুলকে কেন্দ্র করে সমগ্র ব্রজভূমি কৃষি সভ্যতারই উর্বরক্ষেত্র ছিল বলে মনে হয়। অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টিতে সে কৃষি বিপর্যস্তও হতো। এই নিয়েই ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাদের রূপক কাহিনী। অতিবৃষ্টিতে ধ্বংস হতে বসেছিল গোকুল। সে সময় গোকুলের রক্ষাকর্তা হয়ে দেখা দিয়েছিলেন কৃষ্ণ। গোকুলের মাথার ওপর গিরি গোবর্ধনকে ছাতার মতো ধারণ করে কৃষ্ণই রক্ষা করেছিলেন গোকুল তথা ব্রজমন্ডলকে। সাতদিন ধরে অবিচ্ছিন্ন অতিবর্ষণেও গোকুল সংলগ্ন ব্রজমন্ডল নিশ্চিত ছিল গিরি গোবর্ধনের ছত্রচ্ছায়ায়। রক্ষা পেয়েছিল মানুষজন, গোধন এবং অবশ্যই কৃষিক্ষেত্রেও। শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্য-আধারিত 'শ্রীমদ্ভাগবত' মহাকাব্যে সে আখ্যান বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণের অলৌকিক লীলার অনুষঙ্গ রূপেই। যে কাহিনিতে পুরোপুরি উহ্য কৃষি প্রসঙ্গ। মূলে কৃষ্ ধাতু কিম্বা কর্ষণ-আশ্রয়ে কৃষ্ণের নামকরণ হলেও কৃষি সম্পর্ক যেমন সে-নামের পশ্চাতে কোথাও নেই, তেমনি কৃষ্ণের গোবর্ধনধারণ আখ্যানেও কৃষির উল্লেখ কোথাও নেই। অথচ বাস্তব দৃষ্টিতে তা সহজেই ধরা পড়ে। আধুনিক কালে অনুচ্চ গিরি গোবর্ধন চার-পাঁচ কিলোমিটার জুড়ে ব্রজভূমের বুকে শায়িত লম্বমান স্বরূপে যেন অলৌকিক নয়, বাস্তব কাহিনিরই সাক্ষ্য দেয়। ছাতার মতো নয়, কৃষ্ণ তাঁর বাস্তব দৃষ্টিতে বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থাই করেছিলেন। অতি বৃষ্টির প্লাবনের হাত থেকেও রক্ষা করেছিলেন ব্রজভূমিকে। অলৌকিক মাদকতায় এই বাস্তব দৃষ্টিটা হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে কৃষি সম্ভাবনাও। অথচ কৃষিকর্মের দোসর পশুপালনের ব্যাপারটা আরো অধিকতর উজ্জ্বল করে দেখানো হয়েছে মদ্ভাগবত কাহিনিতে এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে।

বলরামের মধ্যেও কৃষি লুকিয়ে আছে তাঁর হলধর নামকরণের মধ্যে। কোন্ প্ররোচনায় এবং কোন্ যুগে হল কৃষি সংস্রবরহিত হয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধাস্ত্রে পরিণত হলো সে ইতিহাস আজ সর্বাংশে লুপ্ত। হল ভয়ঙ্কর এক মারণাস্ত্র এবং একমাত্র বলরামই সে অস্ত্র চালনায় অস্বাভাবিক দক্ষ, সুকৌশলে এই ব্যাপারটিকেই অলৌকিকতামণ্ডিত করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মাধ্বী-কবলিত যোগাসনে আসক্ত বলরাম সর্বদাই আস্ফালন সর্বস্ব, প্রকৃত যুদ্ধ থেকেও দূরে থাকতেই তিনি অভ্যস্ত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যদুবংশকে যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে সে সময় নিজেও তীর্থ পর্যটনের অজুহাতে দূরেই সরে গিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্র থেকে। অনুরূপ এক শান্তির ধ্বজাধারীর সঙ্গে যুদ্ধোপকরণ রূপে হল কতখানি কার্যকরী সেকথা অবশ্য বিবেচ্য। তবে ভূকর্ষণের একমাত্র আয়ুধকে কর্ষণ সংস্রবরহিত করতে ভাগবত-সদৃশ পুরাণকারেরা বিশেষভাবেই সক্ষম হয়েছিলেন সেকথা অবশ্য স্বীকার্য।

সম্ভবতঃ রাম-উপাখ্যান, কুরু-উপাখ্যান, কৃষ্ণ-বলরাম উপাখ্যান থেকে কৃষি-মহিমা নির্বাসিত হওয়ার পশ্চাতে একটা বিশেষ মানসিকতা কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল বলেই মনে হয়। সে মানসিকতা আর্য-অনার্য বিরোধসত্ত্বা হওয়াই স্বাভাবিক। পূর্ব অভিজন প্রদেশ ইরান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর্যগোষ্ঠীর একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ উপনিবিষ্ট হয়েছিল সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে। সেখানে তাদের সংঘর্ষ বেধেছিল নাগরিক জীবনে অত্যন্ত কৃষিজীবী অনার্য গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে। বিজয়ী আর্যগোষ্ঠী তারপর কেবল অনার্য বিরোধী নীতিই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় নি, অনার্য সভ্যতা-সংস্কৃতি-জীবনধারার বিরুদ্ধাচরণকেও জীবনধারণের মূল মন্ত্ররূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কৃষিকর্ম ও কৃষি সভ্যতার সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছিল সে-সময়েই বলে মনে হয়। ভূমি কর্ষণ এবং ভূমিকর্ষণের অন্যতম আয়ুধ লাঙ্গলের সঙ্গে অলঙ্ঘনীয় দূরত্ব বজায় রেখেই তারপর থেকে আর্য সভ্যতা আপন স্বাতন্ত্র্যে এগিয়ে চলেছে ভারতীয় আর্যভুখন্ডে। সেই বিরোধ এবং দূরত্বের কারণেই অনার্যসুলভ কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ নিয়েও রাম হয়ে যান নবদূর্বাদলশ্যাম এবং আর্য অবতার রূপে পূজিত হন শোর্যবীর্যের কল্পলোকে। কৃষ্ণা দ্রৌপদীও যুগান্তর এনেছেন উত্তাল আর্য গরিমার সন্ধিক্ষণে। অনার্য কৃষি লক্ষণাক্রান্ত অভিধা নিয়েও কৃষ্ণ আর্য অবতারবাদের মূল কান্ডারী এবং আর্য সভ্যতার বিবর্তনচক্রের মূল চক্রী। হলধারী স্বরূপেই বলরাম দশাবতারের অন্যতম অবতার।

বোঝা যায় অনার্যের মূল আলম্বন কৃষি এবং কৃষিকর্মের মূল আয়ুধ হলকে আর্য সংস্কৃতির মানুষেরা দূরে সরিয়ে রাখার সুচতু কৌশল অবলম্বন করলেও তা সর্বাংশে সফল হয়নি। রামায়ণের রাম-উপাখ্যান মহাকাব্যিক স্বরূপ পাওয়ার পূর্বে বহুকাল ধরে তা না বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাম-কথার বিভিন্ন ধারায়। সেই সমস্ত ধারার সবকটি ধারাই সত্য এমন কথা বিশ্বা নয় সেকথাও যেমন সত্য, তেমনি কোন্ ধারার মধ্যে প্রকৃত কাহিনি বিদ্যমান তাও নির্ধারণ এখন আর সম্ভব নয়। তবে তারই কোনো এক ধারায় প্রকৃত সত্য নিহিত আছে এমন অনুমানও অসঙ্গত নয়। বৌদ্ধ দশরথ জাতকে যে রামকাহিনি পাওয়া যায় তার মধ্যে অনুরূপ এ বাস্তবসম্মত কাহিনির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে রামসীতার সম্পর্ক রামায়ণ সুলভ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে আবদ্ধ নয়, জাতক-কাহিনি রাম-সীতার সম্পর্ক ভ্রাতা-ভগ্নীর। প্রতীক বিচারেও এই সম্পর্ক অধিকতর বাস্তবসম্মত। সীতা যেখানে হল রেখা এবং রাম যেখানে দুই রেখার মধ্যবর্তী আলসদৃশ সঞ্চিত মৃত্তিকাশীর্ষ, সেখানে বর্ষণভূমিতে রাম-সীতার এই সহাবস্থান প্রতীক তাৎপর্যেও ভ্রাতাভগ্নী সম্পর্ক কল্পন অধিকতর স্বাভাবিক বলে মনে হতেই পারে। কাহিনির এমন সম্পর্ক অব্যাহত রেখে রাবণের সীতাহরণ এবং অজনিত কারণে লঙ্কাকান্ড বে যাওয়ার পশ্চাতেও কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। কিন্তু সে-স্বাভাবিক সম্পর্ক রামায়ণে রূপান্তরিত ভিন্ন স্বরূপে। স্পষ্টতঃই এই রূপান্তরের পশ্চাতে অনেক কালের প্রলেপ পড়েছে কাহিনিতে, অন্তরালে আরো মধ্যবর্তী স্তর থাকাও নিতান্ত অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। তবে কাহিনির ব্যাপক রূপান্তর এবং সম্পর্কের ভিন্ন

টানা-পোড়েনেও কৃষির সঙ্গে যোগাযোগ রামায়ণ-কাহিনি থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, একে সৌভাগ্যই বলতে হবে। কৃষি সভ্যতার প্রতি আর্যবিরোধিতা যতই প্রবল হোক মূল সত্য থেকে বিচ্যুত হয়নি সে কাহিনি।

কৃষ্ণ বলরামকে নিয়েও অনুরূপ রূপান্তর সম্ভাবনার কথাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কৃষ্ণ বলরামের কৃষি আধারিত অনার্য স্বরূপের ওপরও বিভিন্ন যুগের প্রলেপ পড়েছে, কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো অনিচ্ছায়। রূপান্তরও ঘটেছে ব্যাপকভাবে। লক্ষণীয় যে সে রূপান্তরের ব্যাপক প্রলেপের পরেও কৃষ্ণের অনার্যসুলভ গাত্রবর্ণ সর্বাংশে মুছে যায়নি, তাঁর ময়ূরপুচ্ছচূড়া বিশিষ্ট শিরোভূষণও অব্যাহত আছে। বলরামের গাত্রবর্ণ কিন্তু সর্বাংশেই রূপান্তরিত, হলধর হলেও তার গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ নয়, পুরোপুরি শুভ্র। অন্তরালের তাৎপর্য যাই থাক এবং গাত্রবর্ণের যতই বিরোধাভাস থাক, অনার্য কৃষি সভ্যতার সঙ্গে প্রকৃত দূরত্ব যে তৈরী হয়নি সেকথা ভালোভাবেই অনুভূত হয়।

রাম-কৃষ্ণ-বলরাম উপাখ্যানের অন্তরালে যেমন অনার্য অস্তিত্বের আভাস বিদ্যমান তেমনি কুড়মির সভ্যতা-সংস্কৃতি-অস্তিত্ব প্রভৃতির সঙ্গেও অন্তরালবর্তী অনার্য ইতিহাসের একটা প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ কল্পনাও একেবারে অমূলতরা কল্পনা নয়। কুড়মিরা আগাগোড়াই কৃষি সভ্যতার ধারক ও বাহক। সে কৃষি সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার যেমন যোগাযোগ বিদ্যমান তেমনি কুড়মিদেরও যোগাযোগের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে গবেষকমহলে যে প্রারম্ভিক ধারণা বদ্ধমূল তা নিঃসন্দেহে নগর সভ্যতা সম্পর্কিত। মহেন্জোদড়ো, হড়প্পা, কালিবঙ্গান, চাহ্নুদড়ো, লোথাল, রোপড় প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসস্তূপ থেকে তথাকথিত অনার্যগোষ্ঠীর মানুষদের বসবাস ও বাণিজ্যকেন্দ্রিক যে সভ্যতার নিদর্শন প্রতীয়মান হয় তা যূথবদ্ধ নাগরিক সভ্যতারই এক বিশিষ্ট রূপ। নগর পরিকল্পনা, বাস্তুকলা, পথ-ঘাট, জল নিষ্কাশন, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, তৈজসপত্র সমন্বিত সামাজিক স্বরূপের সার্বিক রূপায়ন এক বিকশিত নগর সভ্যতার প্রতিই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। সেই সঙ্গে নগরের মধ্যস্থলে পুষ্করিণী এবং তৎসংলগ্ন শস্যের গোলা সমগ্র সভ্যতাকেই কৃষি সভ্যতার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। অন্নপানীয়ের সুসমাধানের ওপরই যে সে সভ্যতার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল সেকথা অনায়াসেই অনুমিত হয় এবং আশ্রমিক আর্যগোষ্ঠীর মতো কৃষি ব্যতিরিক্ত আরণ্যক ফলমূলের ওপর সে সভ্যতা আদৌ নির্ভরশীল ছিল না। কৃষির ওপর নির্ভর করেই সে যুগের অনার্য গোষ্ঠীর মানুষেরা সুব্যবস্থিত নগর সভ্যতার পত্তন করেছিল ভারতে প্রাক্-আর্য-অভিযানের সেই পূর্ববর্তী যুগেই। পুষ্করিণী এবং তৎপার্শ্ববর্তী শস্যগোলা থেকে অনুমিত হয় ধান্যাদি শস্য নিষ্ক্রমণের পূর্বে স্নানাশুদ্ধির প্রথা প্রচলিত ছিল। সেইসঙ্গে এমন অনুমানও একান্তই অসঙ্গত নয় যে এই স্নানাচরণ প্রথা শস্য তথা কৃষিকে পবিত্রভাবে পূজনীয় দেবীর প্রতীকে পৌঁছে দিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের মনে শস্য সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর প্রতীক কল্পনা এসেছিল কিনা সে সম্পর্কে অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া না গেলেও অনুরূপ মানসিকতাকেই কৃষি দেবী লক্ষ্মীর আদি উৎসরূপে গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। সেই চিন্তাধারা পরবর্তীকালে লোকসমাজে লোকমানসে দিনচর্যায় স্থায়ীরূপ পেয়েছে। লৌকিক কাব্য কাহিনিও কালান্তরে প্রচারিত হয়েছে। নিরাকারবাদী আর্যগোষ্ঠীর মানুষকেও ক্রমে সে কাহিনি আকৃষ্ট করেছে। পরবর্তীকালে আর্য পুরাণ কথায় বিভিন্ন উপাখ্যানরূপে প্রশ্রয় পেয়েছে। সমুদ্র-মন্থনে আবির্ভূতা লক্ষ্মী পরম সমাদরে বিশ্বপালক নারায়ণের অর্ধাঙ্গিনীরূপে বরণীয়া হয়ে উঠেছিল। লক্ষণীয় যে তাঁরও ভূমিকা সৃষ্টিপালিকা অন্নদাত্রীরূপেই।

সিন্ধু সভ্যতা আর্য সভ্যতা নয়, অনার্য গোষ্ঠীর মানুষদের সভ্যতা এ বিষয়ে পুরাতত্ত্ববিশারদদের মনে কোনো সংশয় নেই, কিন্তু অনার্যগোষ্ঠীর স্বরূপ সম্পর্কে মতদ্বৈধতা আছে। ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি আকাদেমির পুরাবিশারদ জি.এস. পারপোলা ১৯৭৯ সালের সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলের উৎখননে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সিন্ধুলিপির স্বরূপ সম্পর্কে তিনি এক সুনির্দিষ্ট অভিমতে পৌঁছতে গিয়ে বলেছিলেন, 'most akin to old Tamil' অর্থাৎ অনেকাংশে প্রাচীন তামিল লিপির সমগোত্রীয়। তাঁর অভিমত অভ্রান্ত এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ দেখাতে পারেন নি, তাই তাঁর অনুমান থেকে সিন্ধুলিপির স্বরূপ সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে তো উপনীত হওয়া সম্ভবই হয়নি, পক্ষান্তরে এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতা অনার্য গোষ্ঠীর সভ্যতা এ বিষয়ে কোনো সংশয় না থাকলেও সে সভ্যতা বিশেষভাবে অস্ট্রিক অথবা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর সে বিষয়ে অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। পার্পোলার সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও কোনো দ্রাবিড়-লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়নি সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসস্তূপে। অথচ অস্ট্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে একাধিক বিশিষ্ট সম্পর্ক সূত্র পাওয়া গেছে। অস্ট্রিক গোষ্ঠীর সাঁওতাল সমাজের মধ্যে সিন্ধুলিপি অবিকৃতরূপেই এখনো প্রচলিত আছে। যদিও লিপিরূপে এখন আর তার ব্যবহার নেই, কিন্তু বাৎসরিক পূজায় এখনো তার নিত্য বাধ্যতামূলক ব্যবহারের ধর্মীয় বিধান। সাঁওতাল সমাজের গুরু পুরোহিতের দ্বারা বাৎসরিক বাহা পরবের সময় জাহেরথানের পূজাবেদিতে পূজাখোন্ড প্রতীক চিহ্ন রূপে চালের গুড়ি 'হোলং' সহযোগে অঙ্কিত হয় সিন্ধুলিপির চিহ্নগুলি। স্বল্প সময়ের অনুষ্ঠান এক নিঃশ্বাসে সম্পন্ন করার পবিত্র ধর্মীয় বিধান থাকায় সাধারণ মানুষের প্রায় চোখের আড়ালেই সমগ্র ব্যাপার ঘটে যায়। পূজাখোন্ডের সঙ্গে সিন্ধুলিপির যোগাযোগের ব্যাপারটিও অজ্ঞাত। এই প্রতীক চিহ্ন সমূহ যে সিন্ধুলিপিরই অবিকৃত রূপ এ সচেতনতা তাঁদের মধ্যে নেই। সাঁওতাল সমাজ ও সভ্যতার প্রতিনিধিরূপে অচেতন ভাবেই তাঁরা সিন্ধু সভ্যতা ও সিন্ধুলিপির উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন পুরুষানুক্রমে আবহমানকাল ধরে।

কুড়মি জাতির সংস্কারেও সিন্ধুলিপির উত্তরাধিকার। গোত্রচিহ্ন বা 'সন্তক' (Identity) রূপে কুড়মি সমাজ সেই সিন্ধু সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে পুরুষানুক্রমে সিন্ধুলিপির প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে আসছে এবং এখনো তা অব্যাহত। গবাদি পশুর গায়ে তার বিশেষ ব্যবহার। কুড়মি পঞ্জিকা অনুসারে নববর্ষের দিন বা 'আখান' (অঞ্চল ভেদে 'আখাইন') দিনে দুটি বিশেষ অনুষ্ঠান পালিত হয়। একটি 'হালচার', অন্যটি 'গরুদাগা' (নামান্তরে 'বাছুর-দাগা') অনুষ্ঠান। 'হালচার' অনেকাংশে ব্রতানুষ্ঠান। কুড়মি সমাজের প্রতিটি পরিবারের অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বছরের

স
গ
ড়

প্রথম দিনে কৃষিকর্মের শুভারম্ভ। আড়াই পাক স্বভূমি কর্ষণ-লাঙলজোড়া বলদ হাঁকিয়ে 'আঁতর' কেটে আড়াই পাক ঘোরা, অনুষ্ঠান বলতে এইটুকুই। অনুষ্ঠানের অধিকারী একমাত্র গৃহস্বামী। 'আখান' দিনের ঊষালগ্নে স্নানশুদ্ধ শরীরে সিক্তবস্ত্রে জোড়া বলদের লাঙল দিয়ে আড়াই পাক ভূমিকর্ষণের পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন, উদীয়মান সূর্যকে যুক্ত করে প্রণাম জানিয়ে কর্ষণ শুরু পূর্ব মুখে এবং আড়াই পাক সম্পূর্ণ হলেই কর্ষণ শেষ হয় উত্তর মুখে। তারপর গৃহে ফিরলেই গৃহস্বামীনীর অভ্যর্থনা। দুই বলদের আটজোড়া পা ধুইয়ে দু'জোড়া শিঙে তেল লাগিয়ে দিয়ে ধান-দূর্বা-ঘৃতপ্রদীপ সহযোগে 'চুমানো' এবং দুই বলদকে নতুন কুলোয় ক'রে ধান খাওয়ানো। শেষে গৃহস্বামীর সঙ্গে দুই বলদকেও গলায় আঁচল দিয়ে গৃহস্বামিনীর সশ্রদ্ধ প্রণাম। গো-দেবতার ভুক্তাবশেষ প্রসাদী ধান ধন-সম্পদ-শ্রীবৃদ্ধি কল্পে গৃহাভ্যন্তরের ধানের মরাই-কুঠি-গোলা-ডোল-পুড়া-গাদা প্রভৃতি সর্বত্র ছড়িয়ে দওয়া হয়। আখান দিনের 'হালচীর' অনুষ্ঠানে নিঃসন্দেহে লক্ষীর আরাধনা আর গো বন্দনা একাকার।

'গরু-দাগা' বা 'বাছুর-দাগা' অনুষ্ঠান কিন্তু অনুরূপ পবিত্রতামন্ডিত নয়, বরং অনেকাংশেই নির্মমতার প্রকাশ। হয়তো বা প্রয়োজনের খাতিরেই। কৃষি-সভ্যতায় নির্ভরযোগ্য সহায়ক পশুই। গরু বা মোষ ছাড়া ভূমিকর্ষণ সম্ভব নয়। তাই কৃষিকর্মের অনন্য সহায়ক গো-মহিষাদি পশু কৃষকের জীবনে বিশেষ সম্পদরূপে পরিগণিত। কৃষির দেবী লক্ষীর মতোই গবাদি পশুর দেবী ভগবতীও কৃষকের সংসারে পূজিতা, তারও বিশেষ অনুষ্ঠান কার্তিক অমাবস্যার বাঁদনা উৎসবে। তবে লক্ষীদেবীর মতো ভগবতী দেবীর সন্তানেরা নির্ঝঞ্ঝাট নয়। কথায়-কথায় তাদের নানা উৎপাত। শস্যহানির কারণ তো বটেই, সে নিয়ে আশপাশের মানুষদের সঙ্গে বাদবিবাদ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। তদুপরি প্রায়শ হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও নিতে হয়। এই সব নিত্য-ঝামেলা থেকে উদ্ধার পেতেই চিহ্নিতকরনের বিধান এবং তারই সাহায্যে সনাক্তকরণের দ্বারা সমস্যার সমাধান। তজ্জন্য চিহ্নিত করনের যেমন বিশেষ তিথি, তেমনি গো-মহিষাদি পশুর গায়ে গোত্রজ্ঞাপক বিশেষ চিহ্ন বা 'সন্তক' এঁকে দেওয়ার বিশেষ প্রক্রিয়া । প্রতি গোত্রের জন্য 'সন্তক' নির্দিষ্ট। কোন যুগে কারা এই গোরু দাগা বা বাছুর দাগা প্রথা শুরু করেছিলেন তার বিবরণ কালের অতলে হারিয়ে গেছে, বেঁচে আছে চিহ্নিতকরনের বিশেষ দিনটি এবং চিহ্নিত করনের বিশেষ প্রক্রিয়া। আখান দিনে হালচারের এক আধ ঘন্টা পরেই ঘুঁটের মোলায়েম আঁচে গরম করা হয় বঁড়শির আকারের লৌহনির্মিত 'দাহনি'। এক দেড়বছরের গো বা মহিষ শাবককে পা বেঁধে মাটিতে ফেলে উত্তপ্ত 'দাহনির' ছ্যাঁকা দিয়ে 'সন্তক' এঁকে দেওয়া হয় পশুর ডান বা বাম পশ্চাৎদেশে। সিন্ধু সভ্যতার যুগে কিংবা তারও পূর্বে 'সন্তক' আত্তীকৃত হয়েছিল ব'লেই সম্ভবতঃ এখনো পরম শ্রদ্ধায় 'সন্তক' প্রতীকের পাশাপাশি তার অনুষ্ঠানটিকেও বাঁচিয়ে রেখেছে ঝাড়খন্ডের কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

সাঁওতালের ' পূজাখোন্ড' এবং কুড়মির 'সন্তক' এই দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার যোগাযোগেরও মোক্ষম প্রমাণ। তবে কৃষিসভ্যতাও এই দুই সম্প্রদায়কে যুক্ত করেছে সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গেই। সিন্ধু অববাহিকার কৃষিসভ্যতার ধারা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো প্রবহমান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষেরা সর্বত্র জীবিকার প্রধান অবলম্বন রূপে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আঁকড়ে রয়েছে। ছোটনাগপুর-ঝাড়খন্ড (ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, ছত্তিসগড়) অঞ্চলের কুড়মি, বিহার, উত্তর প্রদেশের কুরমি-গোয়ালা, হরিয়ানার জাঠ, রাজস্থানের গুর্জর, গুজরাটের ও মহারাষ্ট্রের পটেল, অন্ধ্রের রেডিড প্রভৃতি তথাকথিত কুড়মিরা সকলেই কৃষিজীবি। কালান্তরে অঞ্চল বিশেষে জীবিকার অল্পাধিক রূপান্তরও ঘটেছে, কোথাও কৃষি ছেড়ে শাক-সব্জি , চাষ কোথাও বা পশুপালন জাতীয় কৃষি সংশ্লিষ্ট জীবিকা। জীবিকা যাই থাক কৃষি সভ্যতার ধারা অব্যাহত।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস স্তুপ সাক্ষ্য দেয় সেকালের সেই কৃষিজীবি নগর সভ্যতার ধারক বাহকেরা সিন্ধু সভ্যতার আদিভূমি থেকে কেবল বিশ্লিষ্টই হয় নি, দূর-দূরান্তে আত্মগোপন করেছে বিভিন্ন পরিচয়ের অন্তরালে। তাই আজ সেদিনের সিন্ধু সভ্যতার আদি নিবাসীদের অভ্রান্ত নির্ভরতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। সাঁওতালের 'পূজাখোন্ড' এবং কুড়মির 'সন্তক' ধ'রে অনুমান করা যেতে পারে এই দুই শ্রেনীর মানুষের যোগাযোগ ছিল সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে। অনেকেরই এখন দৃঢ়প্রত্যয় যে তাঁরা সোজাসুজিই অনুমান করেন মহেনজোদাড়ো ছিল সাঁওতাল সভ্যতার এবং হড়প্পা কুড়মি সভ্যতার আদিভূমি। অনুমানের এমন বাড়-বাড়ন্ত তথ্যভিজ্ঞ মহলের মধ্যে সংশয়ের উদ্রেক করতেই পারে, তবে ক্ষীন হলেও যোগসূত্রের ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সিন্ধু-সভ্যতার উৎখনন ভূমির দুটি বিশিষ্ট স্থান নাম 'মহেনজোদাড়ো' এবং 'হড়প্পা' কেউ-কেউ কুড়মালি ভাষার 'মুহাইনদরিয়া' এবং 'হড়পা'-বানের সঙ্গে সমার্থক ক'রেও দেখেছেন। সেকালে সিন্ধু নদীর মোহানার কাছাকাছিই ছিল 'মহানজোদাড়ো' তাই তার স্বাভাবিক নামকরণ 'মুহাইনদরিয়া' বা সাগর সঙ্গমস্থল হতেই পারে; আবার পাহাড় থেকে পাঞ্জাবে নেমে আসার পথে হড়পা বানের স্বাভাবিক প্রকোপ থেকে স্থান নামে 'হড়পা' (পাঞ্জাবী উচ্চারনে 'হড়প্পা') এসে যাওয়াও একেবারে অসঙ্গত না হতেও পারে।

সাঁওতালি পুরাকথা কিন্তু সাঁওতাল জাতিকে সিন্ধুসভ্যতার অনেক কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে। মৌলিক গাথার আধারে সঙ্কলিত পি.ও বোর্ডিং-এর 'কারাম বিনতি' থেকে জানা যায় সাঁওতালদের আদি নিবাস ছিল 'এয়ায় নায় দিশম'-এ (সপ্ত নদীর দেশে)। পাঞ্জাবই সপ্ত নদীর দেশ। সেখানেই ছিল তাদের রাজত্ব এবং রাজ্য জুড়ে চায়-চম্পা-গড়বাদোলি প্রভৃতি বারোটি দুর্গ। আর্য বীর মাধো সিংহের (ঋগ্বেদে উল্লিখিত শৃঞ্জয় নামে) দুর্ধর্ষ আক্রমনে সাঁওতাল দুর্গ সমস্তই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং বিজিত সাঁওতালেরা বিন্ধ্য-আরাবল্লী পার্বত্য পথে পালিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয় 'নই গাডা' বা দামোদর অববাহিকার ছোটনাগ পুরের সান্তভূমে। আশ্রয়দাতার কারণের সাঁওতাল সংস্কৃতিতে দামোদর নদীর গঙ্গা অপেক্ষাও অধিকতর

সগড়

মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা সাঁওতালি দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে।

কুড়মি জাতিও বিজিত হয়েই সিন্ধু অববাহিকা ছেড়ে নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্য দেশের পাশাপাশি তারাও শেষ পর্যন্ত একটি শাখায় বিভক্ত হয়ে এসে পোঁছেছিল গুজরাত-মালব-ছত্তিশগড়ের পথ ধরে ছোটনাগপুর-ঝাড়খন্ডে। কুড়মালি বাঁদনা গীতে এরকম একটা ক্ষীন উল্লেখ আছে। সাঁওতাল জাতির সঙ্গে কুড়মির অতীত ইতিহাসও জড়িয়ে আছে কিংবদন্তি সূত্রে। সাঁওতাল সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস কুড়মিরা তাদের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। একই পিতা হলেও দুই জাতির দুই মাতা, বড় মায়ের সন্তান কুড়মিরা। আর ছোট মায়ের সন্তান সাঁওতালেরা। ঠিক যেমন দেবতা ও দৈত্যেরা। একই পিতা কশ্যপের ঔরসে জ্যেষ্ঠা পত্নী অদিতির গর্ভজাত অগ্রজ সন্তানেরাই দেবতা আর কনিষ্ঠা পত্নী দিতির গর্ভজাত অনুজ সন্তানেরাই দৈত্য। তবে দেবতা ও দৈত্যদের মধ্যে দেখা যায় ক্ষমতা হরনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব। একজন ক্ষমতায় অধিষ্টিত হলে অন্যজন হয় উৎপাটিত পলাতক, আবার দীর্ঘ সাধনা এবং সংগ্রামের পর বিজিতেরা ক্ষমতা পুনর্দখলে সফলকাম হয় এবং অন্যেরা উৎপাটিত পলাতক হতে বাধ্য হয় ক্ষমতাচ্যুত হয়ে। সে ইতিহাস বাঁচিয়ে রেখেছে আর্য ঋষিদের রচিত বিভিন্ন পুরাণ এবং রামায়ণ-মহাভারতের নানাবিধ উপাখ্যান। কুড়মি এবং সাঁওতালদের অনুরুপ বিবাদ বা ক্ষমতা লিপ্সার কোনো কাহিনি পাওয়া যায় না, কোনো পুরা কাহিনি ও রচিত হয় নি, বরং উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন সৌভ্রাত্রবোধ অক্ষুন্ন ছিল। সেই সম্পর্কের জের টেনেই এতদুভয় গোষ্ঠী কৃষিসভ্যতার ক্ষেত্রে উভয়ে হয়ে উঠেছিল পরস্পরের পরিপূরক। কুড়মিরা কৃষিকর্মকে বিশিষ্ট এক নান্দনিক মর্যাদায় ভূষিত করেছিল, স্বীয় সংস্কৃতিকেও রুপান্তরিত করেছিল লক্ষী দেবীর আরাধনার বিকল্প রুপে। কুড়মিদের এই জীবন সাধনায় যুগ-যুগান্তর ধরে সাঁওতালেরা হয়েছিল একনিষ্ঠ সহায়ক। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য যে সাঁওতালের এ ব্যাপারে ছিল বিশেষ গোঁড়া। তারা কুড়মি ভিন্ন অন্য কোনো সম্প্রদায়ের ঘরে অনুগ্রহন তো দূরের কথা, স্পর্শ বাঁচিয়ে চলাকেই ধর্মবলে মানত। এমনকি ব্রাহ্মণও ছিল তাদের কাছে অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট মৃৎপাত্র ভেঙে ফেলা, এবং ধাতুপাত্র শুদ্ধিকরণ ছিল তাদের অবশ্য পালনীয় আচার। নৃতত্ত্ববিশারদ এইচ.এইচ. রিজলে তাঁর "দি ট্রাইবস এন্ড কাস্টস অব বেঙ্গল" গ্রন্থে এই তথ্য বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। সাঁওতালি পুরাকাহিনি সঙ্কলন 'জয় সিম বিনতি' গ্রন্থেও উল্লেখ আছে অনুরুপ তথ্যের।

পুরাণ কাহিনিতে কচ্ছপের এক বিশিষ্ট ভূমিকা। সৃষ্টির আদি উৎসে তার অবস্থান, সমুদ্রমন্থন কালে মন্দার পর্বতরুপী মন্থনদন্ড কূর্মপৃষ্ঠই আধারিত ছিল। অবতার-বিবর্তনের তালিকায়ও তার বিশিষ্ট ভুমিকা। আদি অবতার মৎস্যের পরই কূর্ম অবতারের অবস্থান। আমার সন্দেহ হয় কূর্মের প্রতিশব্দ কচ্ছপই আর্য পুরাণে রুপান্তরিত হয়েছেন সৃষ্টির আদিপুরুষ রুপে এবং তারই স্বীকৃতি কাশ্যপ গোত্রে। সাঁওতাল সংস্কৃতিতে কচ্ছপ সোজাসুজিই অবিকৃত গোত্রনামাঙ্কিত। তাছাড়াও সাঁওতাল পুরাকথার সৃষ্টিকাহিনিতে সৃষ্টির আদিপর্যায়ে ঠাকুরের নির্দেশে মারাংবুরুর (শিব) ব্যবস্থাপনায় কূর্মপৃষ্ঠেই কিঞ্চুক বাহিত মৃত্তিকা স্থাপিত হয়েছিল। এ কাহিনি সঙ্কলিত হয়েছে বোর্ডিং এর 'কারাম বিনতি' এবং রামদাস টুডু রেস্কার 'খেরওয়াল বংশা ধরম' পোথিঁতে।

কুড়মির আদি ইতিহাসের সঙ্গেও উৎসমুখে অবস্থান কূর্মের। 'কূর্ম' শব্দই রুপান্তরিত জাতি বা সম্প্রদায় নামে । কিংবদন্তি অনুসারে আফগানিস্থান থেকে আগত কোরম নদী সিন্ধু নদীর সঙ্গমস্থলে সৃষ্টি করেছিল কূর্মাকৃর্তি একটি ব-দ্বীপ। সেখানেই ছিল কুড়মি জাতির আদি নিবাস। কূর্ম পৃষ্ঠাকৃতি ভূখন্ডের কারনেই সেখানকার অধিবাসীরা অভিহিত কুড়মি নামে।

কুড়মালি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রতিষ্ঠান

মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থ

১। কুড়মালি ভাষার উৎস ও বিকাশের ইতিহাস	-	অনাদিনাথ মাহাত
২। ঝুমুর ও চর্যাপদ	-	কিরীটি মাহাত
৩। কুড়মালি ভাঁউঅর	-	অনন্ত কেসরিআর
৪। রিঝামাঠা (কুড়মালি ঝুমুর সংকলন)	-	কিরীটি মাহাত
৫। সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি	-	কিরীটি মাহাত
৬। জাউআ ডালি (করমগীত সংকলন)	-	কিরীটি মাহাত
৭। আমপাত চিরিচিরি (বিহাগীত সংকলন)	-	কিরীটি মাহাত ও সাধন মাহাত
৮। অহিরা (বাঁদনাগীত সংকলন)	-	কিরীটি মাহাত
৯। টুসু (কুড়মালি কবিতা)	-	সসাঁক সেখর মাহাত
১০। ভিনসার (কুড়মালি কবিতা)	-	সকতিপদ বঁসরিআর
১১। জহার (কুড়মালি কবিতা)	-	অভিমন্যু মাহাত
১২। বাঁদনা (প্রবন্ধ সংকলন)	-	সাধন মাহাত
১৩। টুসু (প্রবন্ধ সংকলন)	-	সাধন মাহাত
১৪। করম (প্রবন্ধ সংকলন)	-	সাধন মাহাত
১৫। কুড়মি ও কুড়মালি	-	ডাঃ মনোরঞ্জন মাহাত

কুড়মালি লোকসাহিত্যের রূপরেখা

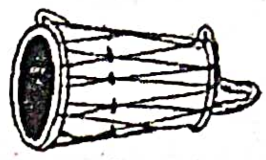

কিরীটি মাহাত

কুড়মি জাতি, কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। তা ইতিহাসের সূচনাপর্ব বা প্রাগ-ঐতিহাসিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। অরন্য জীবন থেকে কৃষি আবিষ্কার ও উত্তোরনের মধ্য দিয়েই এক সময় মানব সভ্যতার সূচনা হয়। কৃষি সভ্যতার সূচনা কুড়মিরা করেছিল এই দাবী করার মত তথ্য, নিদর্শন ও যুক্তি কুড়মালি ভাষা, সংস্কৃতি ও লোক সাহিত্যে রয়েছে। বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম রহস্য ও ভূমি কর্ষনের সূচনা যে মেয়েরাই করেছিল তার সমর্থন পাওয়া যায় ফ্রেজারের "গোল্ডেনবাউ"(Golden Bough) গ্রন্থে। পৃথিবীর একমাত্র কুড়মি জাতির মেয়েরাই তার স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে যাকে আমরা বলছি 'জাওয়া'(Germination) বা করম উৎসব। মানুষকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে সাহায্য করল এই কৃষি সভ্যতা। প্রখ্যাত মানব বিজ্ঞানী ভি.গর্ডন চাইল্ডের তত্ত্বানুযায়ী কৃষিই সভ্যতা বিকাশের সূচনাপর্ব। লোক সংগীত, লোক কথা, লোক পূরান এই সূচনা লগ্নেই বিকশিত। কৃষি কথাটি থেকেই নাকি কৃষ্টি শব্দটির ও উৎপত্তি এবং ভূমিকর্ষনই ছিল নবপোলীয় যুগের কৃষ্টির বনিয়াদ এমন কথা বলেছেন বিশিষ্ট প্রত্নবিজ্ঞানী ডঃ অতুল সুর। এই শব্দটি ব্যাপক অর্থে people বা লোকসমাজের অর্থ প্রকাশ করত। ভারতবর্ষের এই সুপ্রাচীন কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতির পূর্ন রুপটির বিকাশ ঘটে হরপ্পা-মহেঞ্জদড়ো বা সিন্ধু ঘাটি সভ্যতায়। এখানকার ধ্বংসাবশেষ থেকে সে যুগের সঙ্গীত ও নৃত্যকলার নানা উপকরন পাওয়া যায়। পন্ডিতগন স্বীকার করেন এই নৃত্য, গীত ও বাদ্য আর্যরা অনার্যদের কাছ থেকে পেয়েছেন এবং তার অনুশীলনও করেছেন। এই জন্যই "শিল্প" ও "কলা" এই বহুল ব্যবহৃত শব্দদুটি দ্রাবিড় ভাষার অবদান যা পরবর্তীকালে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছে। 'নট' শব্দটির প্রয়োগ ও বৈদিক সাহিত্যে নেই। 'নট' ধাতু সংস্কৃতের নয় প্রাকৃতের। নৃত্যের দেবতা নটরাজ হলেন শিব। শিব প্রাক বৈদিক দেবতা এবং কুড়মি আজও শিবকেই বুঢ়াবাপ বা আদিপুরুষ বলে মনে করে।

ভরতের নাট্য শাস্ত্রে "লোক" কথাটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। বিশিষ্ট মানববিজ্ঞানী গনের মত অনুসারেই কৃষি সভ্যতার সূচনাপর্বেই মানুষ লোকসাহিত্যের সৃজন করে। সম্ভবত এই লোক সাহিত্য রুপটির প্রথম নিদর্শনই হলো জাওয়া বা করম গীতি। জাওয়া বা করম গীতের বৈশিষ্ট্যে অর্থাৎ এর কথা, বিষয়, সুর, রেগ, তাল, ও নৃত্য রুপে এর আদিমরুপটি আজও বর্তমান। পরবর্তীকালে হাজার হাজার বছর ধরে সভ্যতা বিকাশের নিদর্শন স্বরুপ কুড়মালি সংস্কৃতিও লোক সাহিত্যে সংযোজিত হয়েছে বাঁদনা গীত, ঝুমইর, চাঁচর, ঘেরা, টুসু, ভাদু, ঢপ, ঢুয়া, উধোয়া,মাহারাই এবং অসংখ্য লোক কথা, লোক পূরান, লোক নাট্য, ছড়া, প্রবাদ আহনা, লাহনার বিপুল লোক সাহিত্যের ভান্ডার। এই অনন্য লোক সাহিত্যে বিবৃত হয়েছে জাতির ধর্ম, কর্ম, আচার, সংস্কার, রীতিনীতি, চিন্তা, চেতনা, অতীত ইতিহাস, সামাজিক বিবর্তন, দেশান্তর, উৎসব অনুষ্ঠান, সুখ দুঃখ, প্রেম-অপ্রেম, আশা আকাঙ্খা এক কথায় লোক জীবনের সমস্ত উপকরন। কুড়মালি লোকসাহিত্যের মধ্যে কুড়মি জাতির কমপক্ষে বিগত ১০,০০০ বছরের ইতিহাসের মানচিত্র পাওয়া যায়।

আশ্চর্যের বিষয় এই বিপুল লোক সাহিত্যের পুরোটায় আজও শ্রুতি ও স্মৃতি হিসেবে মানুষের মুখে মুখে সংরক্ষিত রয়েছে। বিপুল কুড়মালি লোক সাহিত্যকে আমরা নিম্নলিখিত বিভাগে ভাগ করতে পারি—

লোকসাহিত্য
- লোকগীতি
  - গীত
  - কাব্যগীত
- লোককথা
  - পুরানকথা
  - রাইতকহনি
  - রুপকথা
- লোকনাট্য (ছেইব)
  - নৃত্যনাট্য
  - গীতিনাট্য
- ছড়া (লাহনা)
  - লাহনা
  - আহনা বা দাঁতকথা

গীত
- জাউয়া
- ঝুমইর
- চাঁচর
- ঢপ
- ঘেরা
- এঢ়েইয়া
- উধোয়া
- ধানরপা
- ভজন
- ঝারনি
- বিহা
- টুসু
- ঢুয়া

কাব্যগীতি
- অহিরা/বাঁদনা
- মাহরাই

- লোকপুরাণ কথা
  - সৃষ্টিতত্ত্ব কথা
  - ধরমকথা
  - করমকথা
  - টুসুকথা
- লোকনাট্য
  - নৃত্যনাট্য
    - ছো
    - মহড়ানৃত্য
  - গীতিনাট্য
    - মাছানী
    - বুলবুলি
    - রাসধারি

উপরোক্ত বিভাগগুলির বিস্তৃত ওপূর্নাঙ্গ আলোচনা একটি বইয়ের পরিসর দাবী করে। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটির পরিচয় তুলে ধরা হলো—

জাউআ/করম:

কুড়মালি ‘ জাউআ’ কথার অর্থ অঙ্কুরোদ্গম বা Germination ডালা, টুপা বা টকাতে নদীর বালি দিয়ে তাতে বিভিন্ন শষ্যবীজ দিয়ে অঙ্কুরোদ্গমের আচার হলো জাউআ উৎসব। করম ডাল পুঁতে করম দেবতাকে নিবেদন করা হয়। এছাড়া ইঁদ বা সূর্য দেবতাকেও তা উৎসর্গ করার নিয়ম রয়েছে। নাচ, গান করে উৎসাহ উদ্দীপনায় কুমারী মেয়েরা এই উৎসব পালন করে।

গীত

কনেরে করম গসাঞ আনল নেউতি
কুরুম নেদিক ধারিঞ কনে করল খেতি
তহরি বেনাউঅল খেতিঞ কুরুমেক পানি
ছউআ পুতা লেহি গসাঞ করল খেতি
ভিনসার হেল মাহান ডালালেই বাহারই
চালা সভে ফুলা লড়ে কুরুম পাহাড়ি।
টুপা ভরল জাই হড়পন আখড়াঞ
হামরা সভে পূজব করম গুসাঞ
লহসে সাজিগজি জাউআ লকলকাই।।

গীত

জগতি ছন্দ-১২ অক্ষর বিশিষ্ট চার পাদ, সপ্তম অক্ষরে যতি। শেষ যতি ছন্দে দীর্ঘ হ্রস্ব দীর্ঘ হ্রস্ব দীর্ঘ।

কন ঘাটে নাভএ, হাঁসা হাঁসিনি গঅ
কন ঘাটে নাভএ, মালিনি সুঁদরি।
উপর ঘাটে নাভএ, হাঁসা হাঁসিনি গঅ
হেঁট ঘাটে নাভএ, মালিনি সুঁদরি।

ঝুমরি/ ঝুমইর:

প্রবাদে আছে “জেঞ ঝুমরাই উএ ঝুমইর”। ‘ঝুম’ ধাতুর সঙ্গে ‘অইর’ প্রত্যয় যোগে শব্দটি নিষ্পন্ন। ঝুমইর নৃত্য বিভাগে দুই প্রকার যথা- করম বা ডাঁইড় ঝুমইর এবং দরবারী বা নাচনী শালিয়া ঝুমইর । ডাঁইড় ঝুমইরের প্রায় ৫৫ প্রকারের রেগ বা রাগের সন্ধান পাওয়া যায়। যার অন্যতম হলো— ঝিঁগাফুলিয়া, পাটিয়ামেড়া, আড়খেমটা, গাড়োয়া, ছলকউআ, উড়াখাড়িয়া, রিঁঝামাঠা, রিঁঝা, ঝুটিয়ামাজা ইত্যাদি।

গীত

মুসা, কাটি দেলে কঁহড়া কা টুসা। (একপদী)

গীত

ঝিঁগা ফুল মনে রাখিহা
পানি আনেক বেরা ডাকিহা। (দ্বিপদী)

গীত

মাইরি সাসু তহর কিরা
তহর গড়ে হাঁথ গঅ
ডুভাক মাড়ে, সাসু একে মুঠা ভাত গঅ।। (ত্রিপদী)

গীত

কুড়মি জাইতেক বড়ি রিজ
সসুরে গাউঅলাই গিত
ভেঁসুরে বাজাত হাঁঠু গাড়ি
বউআসিন নাচত হাঁথ লাড়ি।

চাঁচর/ চাঁচইর:

চাঁচর হলো আধ্যাত্মিক গীতি বা ভাবগীতি (Mystic song)। কুড়মালিতে 'চাঁই' কথার অর্থ দেহ এবং 'চর' শব্দের অর্থ আচরন বা চলন। অর্থাৎ চাঁচর হলো দেহতাত্ত্বিক আচরন গীতি। আমাদের দাবী চাঁচরেরই বিবর্তিত রুপ চর্যাগীতি।

গীত

বিনাহ ঠেঁগেকেরি হরিনি রে
উমকলে ডেগল পাহাড়
মুড় কাটলে নেহি মরইএ
নেজ কাটলে মরি জাই।

গীত

ভালুক পাদাঞ ঘুরইএ সহরপা হো
হাঁথুড়াঞ হাঁথুড়াঞ খজেই ভিত
ভিত নেহি মিলে, চিত নেহি জরইএ
আঁধারিঞ ঘুরেই চরউআর।।

উধোআ:

উধোআ শব্দটি উ+দোহা বা কুহু+দোহা যোগে গঠিত বলে মনে হয়। কারন গীত গাওয়ার সময় "কুহু" শব্দ করে গাওয়ার রীতি রয়েছে। কালিদাসের "বিক্রমবোর্শীয়" নাটকের গীত গুলি উধোয়া গীতি। সে কালে গীত গুলি 'ককুভ' বলা হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন ককুভ > কুহু> উ রুপান্তর সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেছেন।

গীত

আম জাম মজরল হো
আরে মজরল কেঁদ পিআর
হামে কবে মজরবঁ হো ধাধকি ফুলা লেখেঁ
আপন বিহোআ সঁগে যাব।

ঘেরাগীত:

কুড়মালিতে 'ঘের' শব্দের অর্থ গুঢ়ভাব অন্তর্নিহীত তাৎপর্য। নৃত্য সহযোগে এই গীত পরিবেশন করা হয়।

গীত

এইসা জিনগানিকা কন ভরসা
রাখি লিহা নামা নিসানা হো।
কনেত কাঁদএ জনম জনমউআ
কনে ত কাঁদেই ছঅ মাস
কনে ত কাঁদইএ ডেড় পহর রাতি
রাখি লিহা নামা নিসানা হো।

ঢপগীত:

'ঢপ' কথার অর্থ আচ্ছাদন। ঢপ গীতও রহস্য, গুঢ়ভাব বা উল্টা উয়াসি।

গীত

মাকড়াকা জালা মে বাঘা মরিজাই
কনে কহেই কনে সুনেই কনে পতিআই
খঁদাই কহেই কালাই সুনেই লেকা পতিআই
সুতাকর বিঁদ মে হাঁথি পরিআই
মাকড়াকা জালা মে বাঘা মরিজাই।

সগড়

ধানরপা গীত:

ডুঁগুরিকা ধারিঞ ধারিঞ কনে আউঅই ধিরি ধিরি
সখিরে মঞ কহেই মর ভইআ আউঅইরে
ভইআকে মঞ পানি দেবেঞ
ভইআকে মঞ পিঁড়া দেবেঞ
সখিরে, ভইআক সঁগে কহব বিপতি রে।

বিহা গীত:

মূলতঃ ষোলটি নেগ সউগুন নিয়ে কুড়মির বিহা। সমস্ত নেগে নেগে রয়েছে গীত। সারা রাত্রি নেগে নেগে গীত গেয়ে মেয়েরা বিয়ে বাড়ীকে আনন্দ মুখর করে রাখে। কুড়মি বিয়েতে মন্ত্রের ব্যবহার নেই রয়েছে গীত। কুড়মালি প্রবাদে বলা হয়েছে— বিহাক লে হব নিহি/মরাক লে সগ নিহি।

গীত
নেগ— লগন
কাঁহা বুলি পাউলে গঅ বাবা, চনদন কাঠেকের পিঁড়া
কাঁহা বুলি পাউলে গঅ বাবা, নিরিম আঁখিরে বহ?
বন বুলি পাউলে গঅ বাবা, চনদন কাঠেকর পিঁড়া
দেস বুলি পাউলে গঅ বাবা, নিরিম আঁখিরে বহ।
কইসে করি আনবে গঅ বাবা, চনদন কাঠেকর পিঁড়া
কইসে করি আনবে গঅ বাবা, নিরিম আঁখিরে বহ?
গাড়ি সগড়ে আনবে গঅ বাবা, চনদন কাঠেকর পিঁড়া
দলাঞ ডাঁড়িঞ আনবে গঅ বাবা, নিরিম আঁখিরে বহ।

গীত
ছন্দ— গায়ত্রী+ গায়ত্রী+ ত্রিষ্টুভ (৮+৮+১১)
কতি ধুরে আউঅএ/ হাঁথি বল ঘঁড়া গঅ
কতি ধুরে আউএ বরিআত
কতি ধুরে আউঅএ/ নইনা সুঁদর বর
এগো চাঁদে সুরুজে টলমল।।

অহিরা/ বাঁদনা গীতি:

কুড়মালি সংস্কৃতি অনুসারে শিব প্রথম কৃষিকাজ করেন। হার বা লাঙ্গল তৈরী করে কৈলাস পর্বত থেকে কপিলা ও বাসুয়া বলদকে এনে প্রথম কৃষিকাজ করেন। গরু বা কপিলার সেবা, পূজায় হলো বাঁদনা উৎসব। বাঁদনা উৎসব ঘিরে অহিরা বা বাঁদনা গীতি গাওয়া হয়।

গীত
ঐতিহাসিক স্মৃতি—
অহিরে- কন পাহাড়েকেরি কঁচি কঁচি বাঁস রে বাবু হো
কন নগরে কেরি ডমিন
সরু সরু বেতিআঞ সুপ বুনতউ হো
সেহ সুপে গেইআনি চুমাই?
অহিরে- কুডুম পাহাড়েকেরি কঁচি কঁচি বাঁসরে বাবু হো
হড়দি পি নগরেকর ডমিন
সরু সরু বেতিআঞ সুপ বুনতউ হো
সেহ সুপে গেইআনি চুমাই।।

লোকপুরানকথা:

ভি. গর্ডন.চাইল্ড কৃষি আবিষ্কারের সূচনা কালে লোকপুরান কথা সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমান করেছেন। জর্জ লরেন্স গোম বলেছেন লোকপুরান হলো— 'দ্য সায়েন্স অব এ প্রিসায়েন্টিফিক এজ।'' কুড়মালি সৃষ্টিতত্ত্বকথা যেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সৃষ্টিতত্ত্বে দুইধরনের কাহিনী পাওয়া যায় এক পৃথিবী সূর্য্য, চন্দ্র তথা মহাবিশ্ব সৃষ্টির কাহিনী আর একটি হলো পৃথিবীতে মানুষও অন্যান্য জীবকূল সৃষ্টির কাহিনী।

সৃষ্টিতত্ত্বকথা:

অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির রহস্য সম্মন্ধে মানুষের প্রশ্নের সমাধান আজও হয়নি। আধুনিক বিজ্ঞানে ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির পিছনে বিগব্যাং ও ব্ল্যাকহোল তত্ত্বের কথা খাড়া করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় কুড়মালি সৃষ্টিতত্ত্বকথা বিজ্ঞানের এই ভাবনার সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ন। সৃষ্টিতত্ত্ব কথায় বলা হয়েছে—

নেহি রহে অগি নেহি রহে পবন
নেহি রহে আকাস রসাতল
সবদএঁ তিঠইএ বুঢ়া ভগবান গো
কালি মাঞে পহিল সিরজল।।

অর্থাৎ তখন আগুন ছিলনা, সৃষ্টি হয়নি বাতাস বা বায়ূমন্ডলের এবং আকাশ বা রসাতল কিছুই ছিলনা। তখন ঈশ্বর বা বুঢ়া ভগবান শব্দ স্বরুপে বিরাজিত ছিলেন তখন মাহামাঞ কালি সৃষ্টির সূচনা করেন। শিবকে বলা হয় ব্যোম স্বরুপ(সত্ত্বা) এবং তার ডমরুর ধ্বনি হলো আদি নাদ। মাহামাঞ কালি যেন ব্ল্যাকহোলেরই প্রতীক। শিব (ব্যোম)-এর উপরে কালির যে মূর্ত্তিকে আমরা পূজা করি সে তো ব্যোমে ব্ল্যাকহোলেরই অবস্থানকে প্রতীক রুপে দেখানো। শিবের বুকে কালির অবস্থান মহাশুন্যের বুকে ব্ল্যাকহোলের ধারনাটির সঙ্গেই মিলে যায়।

কুড়মালি লোকপুরানে সূর্য ও তার চারিদিকে আবর্তীত গ্রহ, উপগ্রহ গুলির সৃষ্টির কথা পাওয়া যায়। লোক কথায় বলা হয়েছে মহাকালের কোন এক সময়ে বুঢ়া ভগবান একটি সুবৃহৎ প্রস্তর খন্ডের উপর বসে তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। এই অবস্থায় সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। অবশেষে দীর্ঘদিন তপস্যায় মগ্ন যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হয় তৃষ্ণার কারনে। কিন্তু অনাবৃষ্টির কারনে বুঢ়া ভগবান কোথাও জল পেলেন না। স্বভাবতই পিপাসার্ত ও ক্ষুধার্ত তপস্বী ভয়ঙ্কর ক্রোধান্বীত হয়ে উঠলেন এবং প্রস্তর খন্ডের উপর প্রচন্ড করাঘাত করলেন। ফল স্বরুপ প্রস্তর খন্ডটিতে আগুন জ্বলে উঠে এবং কয়েকটি টুকরায় পরিনত হয়। এই প্রস্তর খন্ডটিই হলো সূর্য্য এবং তার খন্ডিত অংশগুলি হলো তার গ্রহ এবং উপগ্রহ।

সূর্যের সৃষ্টি কথার অন্য অংশ হচ্ছে চাঁদ মায়ের সৃষ্টি কথা। কথা অনুসারে জানা যায় বুঢ়া ভগবান বর্ষাকালে একদিন এক পাথরকে ভেঙ্গে চাঁদ ও তারা সমূহ সৃষ্টি করেন। চন্দ্রের পুত্রকন্যা হচ্ছে তারা সমূহ। চন্দ্র ও সূর্য্য বুঢ়া ভগবানের সৃষ্টি বলে তারা হলো দুই বোন। কুড়মালি সংস্কৃতির মানুষ সূর্য্যকে বলে বেলা মাঞ এবং চন্দ্রকে চাঁদ মাঞ বলে ডাকে। লোকপূরান মতে তারা গুলি হলো চাঁদের পুত্রকন্যা। বলা হয় বেলা মাঞ সূর্য্যের ও পুত্রকন্যা ছিল কিন্তু এক বিচিত্র ঘটনায় তারা সকলেই মারা যায়। ঘটনাটি এই রুপ—একবার চাঁদ মাঞ শালুক গেঁড়ু বা গেঁড়া সিদ্ধ করে খেতে ছিলেন। বড় দিদি সূর্য্য বা বেলা মাঞ চাঁদঅ মাঞের কাছে শালুক গেঁড়া চেয়ে খান ও তার মিস্টি স্বাদকে অত্যন্ত প্রশংসা করেন। খাবার পরে বেলা মাঞ চাঁদ মাঞকে জানতে চান, এটি কি জিনিস? চাঁদ মাঞ পরিহাস করে বলেন, "আমার ছেলে মেয়েদের মুন্ডগুলি সিদ্ধ করে খাচ্ছি!" এই কথা শোনার পর একদিন বেলা মাঞ চিন্তা ও বিবেচনা না করেই নিজ পুত্রকন্যাদের মস্তক ছেদন করে মুন্ডুগুলি সিদ্ধ করে খেয়ে ফেলেন। ফলে বেলা মাঞের পুত্রকন্যাদের মৃত্যু হয় এই জন্য বেলা মাঞের পুত্রকন্যাদের তার সঙ্গে দিনের বেলা আমরা দেখতে পাই না। যাই হোক তারপর যখন সন্ধ্যা হলো তখন বেলা মাঞ দেখলেন চাঁদঅ মাঞের সঙ্গে তার সকল ছেলে মেয়েরা খেলা করছে। তখন বেলা মাঞ ক্রোধান্বীত হয়ে চাঁদঅ মাঞকে জিজ্ঞাসা করলেন তার সন্তান সন্ততিরা সকলই তো বেঁচে রয়েছে। চাঁদঅ মাঞ তখন বিদ্রুপ করে বললেন, 'আরে তুমি বোকা, কেউ কি নিজের সন্তানদের মাথা সিদ্ধ করে খায়?" বেলা মাঞ বুঝলেন চাঁদ মাঞ তাকে ঠকিয়েছে সেই থেকে দুজনের মধ্যে আর বনিবনা রইল না এবং চিরদিনের জন্য পরস্পর দূরে সরে গেল, এমনকি চোখের দেখাও নিষিদ্ধ হয়ে গেল। একজনের উদয়কাল হলো দিন তো আর এক জনের উদয়কাল হলো রাত্রি।

কাহিনীগুলি সবই রুপক কিন্তু নানা দিক থেকেই যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন এবং বিজ্ঞানের নানা উপাদানে সমৃদ্ধ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়াও লোক পূরানে বহু উপাখ্যান ও ব্রত কথা পাওয়া যায় যার অন্যতম হলো করম কথা, ধরমকথা, টুসু কথা, জিমুতবাহন কথা, শিব কর্ত্তৃক কৃষির সূচনা কথা ইত্যাদি।

লোককথায় কুড়মি জাতি

অনেক অনেকদিন আগের কথা এক গ্রামে এক কুড়মি বুড়ো ও বুড়ি বাস করত। তারা দুজনেই বৃদ্ধ। সারা জীবন ঘর সংসার করে তারা ক্লান্ত। বুড়োর চার ছেলে, বিয়েও দিয়েছেন সকলের। লোকজন, চাযে-বাসে, ধনে-সম্পত্তিতে বুড়োর সচ্ছল সংসার। হলে কি হবে তবু বুড়োর মনে চিন্তা— এরপর সংসারে হাল কে ধরবে? চার বউতো এসেছে চার বাড়ী থেকে- কার বাড়ীর শিক্ষা কেমন, কার স্বভাব কেমন, কে কতটা সংসার সম্মন্ধে সচেতন একথা বুড়োর জানার কথা নয় । তাই সংসারের ভার তাদের উপর কি ভাবে ভাগ করে দিবেন তা সহজ কাজ নয়। একদিন বুড়ো তার বুড়িকে চারটি বীজধান আনতে বলল। বুড়ি বুড়োকে চারটি বীজ ধান এনে দিলে বুড়ো প্রথমে বড়ো ছেলের বউকে ডেকে পাঠাল। বড় বউ কাছে এলে বুড়ো বলল, "বউ গো, আমি তোমাকে একটি বিহিন ধান দিচ্ছি, এই ধানটি যেদিন চাইব সেদিন ফেরত দিও।" এই বলে বুড়ো, বড় বউকে একটি বিহিন ধান দিল। বড় বউ ধান নিয়ে ভাবল, বুড়ো মানুষের ভীমরতি হয়েছে, একটি ধান আলাদা ভাবে রাখার কি প্রয়োজন। ঘরভর্ত্তি তো ধান রয়েছেই শ্বশুর যেদিন চাইবেন, ঘর থেকে একটি ধান দিলেই হবে-এই ভেবে ধানটি মুখে নিয়ে খুঁটে খেয়ে ফেলল। বুড়ো তারপর

স
গ
ড়

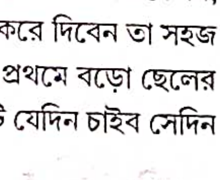

মেজ বউকে পাশে ডাকল। তাকেও একটি ধান দিয়ে তা যত্ন করে রেখে দিতে বলল। মেজবউ ভাবল এতো বুড়ো মানুষের খামখেয়ালি । ঘরে ধানের তো অভাব নেই যখন চাইবে ফেরত দিলেই হবে এই বলে ধানটি খুঁটিতে বাঁধা মোরগকে দিয়ে দিল। যথারীতি বুড়ো এরপর সেজ বউকে পাশে ডাকলেন এবং তাকেও একটি ধান দিয়ে রেখে দিতে বললেন। সেজ বউ ধানটি ফেলে না দিয়ে শ্রদ্ধাভরে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সিঁদুরের কৌটোয় ভরে শালপাতায় মুড়ে রেখে দিল। সেজ বউ প্রতিদিন সিঁদুর পরার সময় ধানটি বার করে দেখে এবং আবার সযত্নে রেখে দেয় কারন কবে শ্বশুর চাইবেন সেদিন তাকে দিতে হবে। বুড়ো এরপর সকলের শেষে ছোট বউকে কাছে ডাকলেন। ছোট বউ কাছে এলে তাকেও একটি বীজ ধান হাতে দিয়ে ধানটি রেখে দিতে বললেন। ছোট বউ যত্ন সহকারে ধানটি শালপাতায় মুড়ে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে রেখে দিল। প্রতিদিন স্নানের পর যখন কাপড় পাল্টায় তখন আবার সেই কাপড়ে খুঁটে ধানটি বেঁধে নেয়। এই ভাবে দিন পার হতে হতে একদিন রহইন ও রজপরব এলো। বীজ ধান বোনার সময়। ঠিক সেই সময় ছোট বউয়ের বাপের বাড়ীর লোক এলো ছোট বউকে বাপের বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য। ছোট বউ বাপের বাড়ী চলে গেল। বাপের বাড়ীতে সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর ছোট বউ তার দাদাকে শ্বশুরের দেওয়া ধানটি দেখাল এবং যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য বীজ ক্ষেতে আলাদা ভাবে তা চারা রাখার জন্য অনুরোধ করল। বোনের কথা দাদা ফেলতে পারল না। ক্ষেতে আলাদা ভাবে ধানটি বপন করল। যথারীতি সেই ধান থেকে অগ্রহায়ন মাসে কিছু ধান হলো। ছোট বউ শ্বশুর বাড়ী চলে এলেও দাদা পরের বছর সেই ধান আবার ক্ষেতে বপন করে চাষ করল এবং ছোট বোনের ধানকে আলাদা করে রেখেদিল। এমনি ভাবে বেশ কয়েক বছর কেটে যায় একদিন বুড়ো বউদের সকলকে কাছে ডাকল এবং তার দেওয়া ধানটি চাইল। বড় বউ ধানের ঘর থেকে একটি ধান এনে বুড়োকে দিল, মেজ বউও তাই করল। সেজ বউ তার ঘর থেকে সিঁদুর কৌটোটি এনে যত্ন সহকারে শাল পাতে মোড়া ধানটি শ্বশুরের হাতে দিয়ে দিল। ছোট বউ শ্বশুরের কাছে এসে বিনয়ের সঙ্গে বলল "আমার কয়েকদিন দেরী হবে আমি ধানটি বাপের বাড়ীতে দাদাকে দিয়ে এসেছি তা আনতে কয়েকদিন লাগবে।" অন্য বউরা সকলেই ছোটকে টিটকারি করতে লাগল একটি ধান তাও বাপের বাড়ী না জানি এতদিন কতই না সম্পদ সে বাপের বাড়ী পাঠিয়েছে। ছোট বউ কাউকে কিছু না বলে একজন মুনিস করে স্বামীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিল । ছোট বউয়ের দাদা গাড়ীতে করে পরদিন সকল ধান পাঠিয়ে দিল। এত ধান হয়ে ছিল যে গরুর গাড়ীতে ও ধরে না। বুড়ো বুড়ি সব দেখল। তারপর পরিবারের সবাইকে কাছে ডেকে বলল, আমরা বুড়ো হয়েছি। সংসার চালানোর ক্ষমতা আর আমাদের নেই আজ থেকে সংসারের সকল দায়িত্ব তোমাদের। তবে একটা কথা বলি তা তোমরা মেনে চলবে। বড় বউয়ের কোন কাজ থাকবে না সে কেবল সব কিছুর দেখাশুনা করবে। মেজ বউ ঘরের কামিন, মুনিস, ভাতুয়া, বারমাসিয়া, কাজের লোক, আত্মীয় সজন কুটুম্বদের খাওয়ানোর দায়িত্বে থাকবে। সেজ বউয়ের দায়িত্বে বাড়ীর সব ধান চাল, ধন সম্পদ ও টাকা কড়ি থাকবে। আর ছোট বউ হবে ঘরের মালিক। এই ভাবে সকলকে সংসারের দায়িত্ব বন্টন করে, বুড়ো বুড়ি সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

ছড়া/লাহনা:

(১)

একক, দুকক তিকক মালা
দাড়ি দুড়ি চাঁথি ফেলা
টাঁঞ টুঞ টটক ডিম
হাঁথিক নেগুড় মইসেক সিঁগ
তাঁতি তুড়ি উনিস কুড়ি।।

(২)

এরাই মেরাই
ঝিনুক ঝেরাই সাঁক মাদইল, পঁড়কি মাদইল
ঘি চউরা মউরা
পাইখা গেলাক, পাইখ মারে লাই
পাইখ না পাই, ভাইকে মারেই
ভাই গুড় গুড় দলাই চঘে
সুজজি বরন বরন
কি কান ধরন ধরন।।

আহনা

আহনা বা প্রবাদকে কুড়মালিতে দাঁত কথা বা ডাকপুরুষের কথাও বলা হয়। কুড়মালি আহনা রূপ, রস, ছন্দ, অলঙ্কার, উপমায় তথা সাহিত্যের দ্যুতিতে অসাধারন দ্যুতিময়। লোকশিক্ষার এক অসাধারন মাধ্যম হলো আহনা। যেমন—

১) ধন লে ধরম বড়।
২) কামেক সাক্ষী করন
ধরমেক সাক্ষী মরন।
৩। মরইআকে ধরইআ নাই।
৪। মাদইরে বাদইর, নাগড়াঞ পানি।
৫। কল কুড়মি কড়া
বেদ বিধি ছাড়া।
৬। জঁদে জঁদে পানিক সত
তঁদে তঁদে কুড়মিক জট।
৭। ঢঁড় কুড়মি একাশি
ভালুক কুকুর বসতি।
৮। করম নজর
ধরম ডহর।
৯। কাম কর বে অঁগ লাগাই
ডহর চলবে সঁগ লাগাই।
১০। মধু মাসে বেহা সাদি
খরা মাসে কুঁঢ়া খুদি।
বেরসা মাসে চাষ বাস
নিরন মাসে উপবাস
আমল মাসে বেড়ি সুখ,
জাড় মাসে বড়ি দুখ।।
১১। দক্ষিনে সুই
উত্তরে থুই
পুবেঁ রাঁধি
পছিমে বাঁধি।
১৩। উতর দুআরি ঘারেক রাজা
দখিন দুআরি তাকর পরজা
পুব দুআরিক মুখে ছাই
পছিম দুআরিক ভিখ নাই।

জানকহনি/ ভাঁগান কহনি:

১) মামাক ছাগইর ছুলেই মেমাই। (উত্তর-মাদইর)
২) মাঞ ঝাঁপড়ি বেটি সুঁদরি। (উত্তর-শালুক)
৩) লহাক গাই কাঠেক বাছুর
দুধ দেই উছুর উছুর। (উত্তর- ঘানি)
৪) ছুটু মামাক গটে গাত জামা। (উত্তর- পিআজ)
৫) ঝাঁগুড় ঝাঁগুড় ঝাঁগুড়
হাঁথ দুই তিন নেগুড়
উড়ি জাই আহার খাই মুহে বাজাই ঘুঁঘুর। (উত্তর- ফেঁকাজাল)
৬) গটে বন পুড়ি গেল
বুঢ়িক ঠেঁগা রহি গেল। (উত্তর-রাস্তা)
৭) টুপটুপানি টুপানি
মুড়ে কাহে গিরিস
হেঁকা রে পেঁকা
রাইতে কাহে ঘুরিস। (উত্তর- মণ্ডল আর সাপ)

৮)আইস কাঠেক বাইস ভঁউরা
পিঁঢ়াই বসি শুনেই দেউরা
ই কথাটাক কিনা বেউরা।। (উত্তর- চরখা)
৯) উঁগুআ মামাক পেছু ছেঁদা। (উত্তর- সুই)
১০) মইধ বাঁধে কাড়াক লাদ। (উত্তর- কাছিম)
১১) মইধ বাঁধে পসতুক কুঁচড়ি। (উত্তর- ভেঁট)
১২) মইধ বাঁধে সুই চলেই। (উত্তর-জোঁক)
১৩) লালবাবু হাটে যায়
বিনা দোষে মার খায়। (উত্তর- মাটির হাঁড়ি)
১৪) এতটুকু ঘরটি
খাড়ি কুচাই ভরতি। (উত্তর- দেশলাই)

কুড়মালি ভাষা প্রসঙ্গে

অনাদিনাথ মাহাত 'কইড়অ-আর'

উপলব্ধ সর্বাধুনিক নানান তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারা যায় যে, প্রায় সাড়ে চার-পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতার আরণ্যক পরিবেশে দ্রাবিড়ীয় কুড়মালী ভাষাটির উদ্ভব হওয়ার পর নানান ঘাত-প্রতিঘাতের ধকল সামলেও অদ্যাবধি শ্রুতি-স্মৃতিবাহী অবস্থাতেও এতদঞ্চলের লোকভাষা রুপে আবহমান কালাবধি প্রচলিত রয়েছে। তবে যে কোন কারনেই হোক কোন পন্ডিত-গবেষকই কুড়মালী ভাষার ইতিহাসকে নিয়ে আজও মাথা ঘামাননি বলেই কুড়মী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে কুড়মালী ভাষাটির ইতিহাস ও আজও রহস্যেই ঢাকা পড়ে আছে।

কুড়মালী ভাষাটিকে নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের ঝড় বয়েই চলেছে। কুড়মালী ভাষার ইতিহাস প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম স্ববিরোধী মন্তব্য করতে দেখা যায় গ্রিয়ারসনকে। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে তিনি যে ' লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ' গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন তার মধ্যে পঞ্চম ভল্যুমের দ্বিতীয় খন্ডের ১৪৫-১৪৭ পৃষ্ঠার মধ্যে কুড়মী জনগোষ্ঠীটিকে দ্রাবিড়ীয় তিনি স্বীকার করলেও এঁদের মাতৃভাষা কুড়মালীকে স্ববিরোধী মন্তব্য করে বলেছেন পূর্বী মাগধীর অপভ্রংশ জাত উপভাষা। সত্যই কী বিচিত্র মন্তব্য! তবে কি তার আগে কুড়মীদের কোন মাতৃভাষাই ছিল না? গোষ্ঠীভিত্তিক একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্রাবিড়ীয় কুড়মীদের মাতৃভাষাকে আর্যগোষ্ঠীর ভাষা বলে বিভ্রান্তিকর মন্তব্যটি যে একেবারে 'ভুল' সেকথা বলার আর দরকার নেই। আর দেখা যায় এই স্ববিরোধী মন্তব্য প্রকাশের মূলে ছিল সার্ভের কাজে ব্যবহৃত তাঁর ভাষা নমুনাটির কুড়মালী ভাষায় অনুবাদিত নমুনাটি। এটি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন কুড়মালী ভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এক কলিকাতাবাসী বাঙালী বাবু শ্রী শীতল চন্দ্র চ্যাটার্জী নামক তৎকালীন মানভূমে কার্যরত কোন স্কুল ইনসপেক্টারের কাছ থেকে। শীতল চন্দ্র চ্যাটার্জী দ্বারা অনুবাদিত কুড়মালী ভাষার নমুনাটি ছিল—

" এক লকের দুটা বেটা ছালিয়া রেহেক। তারাদের মইধে ছুটু বেটাটায় অকর বাপকে কেহলাক যে বাপ-হে হামরাক্র দৌলতকর যে ময় হিঁসা পায়ম সে মঁকেদে।" ইত্যাদি। এই নমুনাটিকে যে কিছুতেই কুড়মালী বলা যায় না সে কথাও বলা যায়। নমুনাটিতে বাংলা মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে কুড়মালী মিশিয়ে 'খিঁচুড়ী' পাকানো হয়েছে। আর তাই এই 'খিঁচুড়ী কুড়মালী' নমুনাটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করতে গিয়ে গ্রিয়ারসন নমুনাটির মধ্যে পূর্বী মাগধীর অপভ্রংশজাত বাংলা , মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার বৈশিষ্ট্যকে দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন এবং কুড়মালী ভাষাকে পূর্বী মাগধীর অপভ্রংশজাত উপভাষা বলে স্ববিরোধী মন্তব্য করেতে যেমন বাধ্য হন তেমনি কুড়মালী ভাষাকে বিচিত্র মানুষের বিচিত্র ভূখন্ডের ভাষা বলেও বলতে বাধ্য হন। এইকালে কুড়মালীর নিজস্ব লিপি না থাকার কারনে মানভূমে কুড়মালীকে বাংলা হরফে লেখা হত সেকথা গ্রিয়ারসনও উল্লেখ করেছেন। বলাবাহুল্য এই যে দুটি ব্যাপার- কুড়মালী ভাষাটিকে পূর্বী মাগধীর অপভ্রংশ জাত রুপে মত প্রকাশ এবং বাংলা লিপিতে কুড়মালীর লিখন, এই দুটি ব্যাপারই সেই কাল থেকেই কুড়মালী ভাষার ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের কারন হয়ে দাঁড়ায়। আর এই কারন দুটির জন্যই সেই কাল থেকেই কিছু চালাক-চতুর বাঙালী কুড়মালী ভাষাটিকেই বাংলার উপভাষা বলে দাবী করতে শুরু করে দেন। গ্রিয়ারসনের বক্তব্য থেকেই এই কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়—'It (কুড়মালী) is, in manbhum, written in bengali charecter and this has led to its having been described by some as a dialeet of that language.(বাংলা ভাষা)। আর এইভাবে পরবর্তীকালে সেকালের মাত্র কিছু সংখ্যক বাঙালীর দাবীটি চূড়ান্ত ভাষা-আন্দোলনের রুপ ধারন করে এবং 'টুসু আন্দোলন' এর পর ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর কুড়মালী ভাষার হৃদপিন্ড স্বরুপ মানভুমকে খন্ড-বিখন্ড করে পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভূক্তির পর এই ভাষা-সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলনের সমাপ্তি হয়। এই মানভূম বিভাজনের ঘটনাটি হল কুড়মালী ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির অবক্ষয়ের সর্বাপেক্ষা বড় কারন 'কর্কট রোগ'। কারন এর পর থেকেই দেখা যায় কুড়মালী লোকভাষা-লোকসংস্কৃতি।

-সাহিত্যের যা কিছু সম্পদ সবকিছুকেই বাঙালী লেখকগন বাংলা ভাষার মনোহারী মোড়কে বেঁধে বড় বড় গ্রন্থে বাঙালীর সাহিত্য সংস্কৃতি-ঐতিহ্য' বলে দিনে দিনে কুড়মালীর অপহরনে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। চলছে দিনে ডাকাতি। আর এইভাবে কুড়মালীর অস্তিত্বকেই যে নস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে। বৈচিত্র্যময় শাখা প্রশাখায় পল্লবিত কুড়মালী লোকভাষা-লোকসাহিত্যটিকে আত্মসাৎ করাই ছিল উল্লিখিত বাংলা ভাষার সাম্রাজ্য বিস্তারকারী আন্দোলনের মূল কারন সেকথাও বলতে কোন বাধা নেই।

কুড়মীদের লোকায়ত পরিচিত

আজকার যুগেও কুড়মীদের লোকায়ত সামাজিক পরিচিতি হল বহুল প্রচলিত 'টঁড় কুড়মী'। অবাক লাগে এত জাতি বা সম্প্রদায়ের শুধু কুড়মীদিগকেই 'টঁড়' কেন বলা হয়। কারও মতানুসারে কুড়মীরা একদা 'ঢোঁড়া' বা 'টঁড়' সাঁপ খেত, এখন আর খায় না। তাই এই কথার উল্লেখ মাত্র এঁরা রেগে যায়। (ডঃ রেখা সিংহঃ মানভূমের লোকসাহিত্য ও শব্দকোষঃ প্র.প্র. ১৯৮৪,পৃ-৪৩)। আবার লোকায়ত মতানুসারে

কুড়মীদের স্বভাব হচ্ছে নির্বীষ 'ঢোঁড়া' বা 'ঢঁড়' সাপের মত শান্ত প্রকৃতির, মার খেলেও কারও অনিষ্ট করেতে চায় না। তাই এদের বলা হয় 'ঢঁড়'। কিন্তু কোন মতই মনঃপুত না হওয়ায় শব্দটির অন্তর্নিহিত বাস্তব ও ব্যবহারিক কারন খুঁজতে খুঁজতে জানতে পারলাম কুড়মীরা হচ্ছেন বংশানুক্রমিক কৃষিজীবি। আর সুপ্রাচীন কাল থেকে একমাত্র কুড়মীরাই খাদ্যান্ন উৎপাদন করে যেমন নিজেদের 'ঢঁড়হা' বা 'পেট' ভরে আসছেন তেমনি আপরাপর পেশাজীবী সবারই 'ঢঁড়হা ' বা 'পেট' এর জ্বালা নিবারন করে চলেছেন। আর তাই এই 'ঢঁড়হা' ভরার কাজের সুবাদে অন্যান্য পেশাজীবীর লোকেরা এঁদের 'ঢঁড় কুড়মী' সম্মানজনক সামাজিক অভিধায় অভিহিত করে থাকেন। এইভাবে বলতে পারি এই 'ঢঁড় কুড়মী' কথাটির মধ্যে কুড়মীদের বাস্তব ইতিহাস—'কৃষিজীবন-প্রয়াস মূলক ইতিহাস' নিহিত রয়েছে। আর তাই নির্দ্ধিধায় বলতে পারি 'ঢঁড়' অভিধাটি হল কুড়মীদের কৃষি সম্পর্কিত সর্বপ্রধান সামাজিক উপাধি (The greatest Agro-honorific social title of the Kurdmi Tribes)। তাই 'ঢঁড়' কথাটিকে এখন আমি শিরোভূষন করে নিয়ে গর্ববোধ করে থাকি।

'কুড়মী' ও 'কুড়মালী' মূলের সন্ধানে

অধিকাংশ পন্ডিতের মতে সংস্কৃত 'কুটুম্বিন' শব্দ থেকে 'কুড়মালী' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। কারও কারও মতে আবার সংস্কৃত 'কূর্ম' (কচ্ছপ) শব্দ থেকে 'কুড়মী' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। কারও মতে আবার 'কু' (পৃথিবী) ও 'রমী' (রমন বা হলকর্ষন) শব্দ দুটির সম্মিলনে উদ্ভূত হয়েছে 'কুড়মী' শব্দ। কিন্তু বাস্তবিক কারনে এই মতগুলির কোনটিই যুক্তিসঙ্গত নয়, সবই হল ভ্রান্ত। বলার কারন হল উল্লিখিত সব মতেরই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক রয়েছে। তবে কি সংস্কৃত ভাষার জন্মের আগে অর্থাৎ খ্রী.পূ.আনুমানিক ৬০০ অব্দে পানিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনার আগে কি দ্রাবিড়ীয় কুড়মী গোষ্ঠীটির পরিচিতি বাচক কোন শব্দই ছিল না? প্রসঙ্গত বলা যায় যে যেহেতু দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন কৃষিসভ্যতা হল 'সিন্ধু সভ্যতা' এবং কুড়মীরা হলেন যেহেতু বংশানুক্রমিক কৃষি পেশাজীবী 'ঢঁড়' মানুষ তাই বলতে পারা যায় যে এতদঅঞ্চলের কৃষিসভ্যতা সংস্কৃতির সংস্থাপক-ধারক-বাহক কুড়মী গোষ্ঠীজনের ভাষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার ও 'আঁতুরঘর' (Labour room) হল মূলতঃ ঐ 'সিন্ধু সভ্যতা'। সর্বাধুনিক প্রত্নতাত্বিক গবেষনা (১৯৭৪ খ্রী. থেকে ১৯৮৬ খ্রী. এব ১৯৯৭ খ্রী. থেকে ২০০০ খ্রী. পর্যন্ত) পাকিস্থান ও বলুচিস্তানের মধ্যবর্তী মেহরগড় নামক স্থানে চালানো হয়। এই গবেষণা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারা যায় যে আনুমানিক ৭০০০-৫৫০০ খ্রী.পূর্বাব্দে মেহরগড় মাত্র ৪৯৫ একর জমিতে একটি গ্রামীন কৃষিসভ্যতার গড়ে উঠেছিল। এই মেহরগড়ীয় সভ্যতার অধিবাসীরাই ছিলেন 'প্রত্ন-দ্রাবিড়ীয় মানব সমূহ' (Proto-Dravidian Common Group) এবং তাঁদের ভাষাটিই ছিল-মূল ভাষা' (Proto-Dravidion Common Language)। কালক্রমে বিশেষতঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে কৃষিজমির অভাব হওয়ার কারনে বা প্রাকৃতিক কারনে ঐ প্রত্ন-দ্রাবিড়ীয় মানব সমূহটি ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পূর্বমুখে অগ্রসর হয়ে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত বোলান গিরিপথ অতিক্রম করে সিন্ধু নদীর উপত্যকা অঞ্চলে আনু. ৪০০০ খ্রী. পূর্বাব্দের সময় থেকে এসে কৃষিযোগ্য বিভিন্ন নদী-অববাহিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস গড়ে তুলেন। আর এইভাবে আনু. ৩০০০-২৫০০ খ্রী.পূর্বাব্দের মধ্যে মেহরগড় থেকে আগত 'প্রত্ন-দ্রাবিড়ীয়' বিভিন্ন গোষ্ঠীর আবদানে গড়ে উঠে বহুল পরিচিত 'সিন্ধু সভ্যতা'।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে বোলান গিরিপথের পূর্ব দিকে অবস্থিত 'কুড়ম পাহাড়' (Kurram Mountain) নিঃসৃত 'কুড়ম নদী'র (Kurram River) অববাহিকা অঞ্চলে মেহরগড় থেকে আগত যে গোষ্ঠীর মানুষেরা সর্বপ্রথম একাধিপত্য স্থাপন করেছিলেন মেহরগড়ের আগত অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষেরা এই 'কুড়ম পাহাড়' এবং 'কুড়ম নদীর' পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একাধিপত্য স্থাপনকারী মানুষগুলিকে স্বাভাবিক কারনেই 'কুড়মী' বলে অভিহিত করেছিলেন। আর এইভাবে কুড়ম নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বসবাসকালীন সময়েই স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত কুড়মীদের মাতৃভাষাটিও 'কুড়মালী' নামেই অভিহিত হয়ে গেছে। আর তাই নির্দ্ধিধায় বলা যায় 'কুটুম্বিন', 'কূর্ম' প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ থেকে 'কুড়মী' শব্দটির উদ্ভব রহস্য থেকে যেমন অনায়াসে বলতে পারা যায় যে কুড়মীদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম দ্রাবিড়ীয় মানুষ এবং তাঁরাই ছিলেন মেহরগড়ীয় প্রত্ন-দ্রাবিড়ী মানব সমূহটিরই উত্তর পুরুষও।

আর তাই দেখতে পাই কুড়মীদের কৃষি ভিত্তিক বৈচিত্র্যময় ভাষা-সাহিত্য, ধর্ম বিশ্বাস, উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন, নৃত্য-গীত, আমোদ-প্রমোদ, রহন-সহন, খাদ্যাভাস সমন্বিত বিচিত্র সংস্কৃতি-সভ্যতার কোন কিছুরই উদ্ভবস্থল এখানে নয় সিন্ধু সভ্যতার 'আঁতুরঘরেই' সবকিছুর নাড়ীর সম্পর্ক রয়েছে।

কুড়মালী ভাষার যুগ-পরিচিতি

প্রাগৈতিহাসিক দ্রাবিড়ীয় কুড়মালী ভাষাটির উদ্ভব অন্যান্য দ্রাবিড়ীয় ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার-পাঁচ হাজার বছর আগে আনুমানিক ৩০০০-২৬০০/২৫০০ খ্রী. পূর্বাব্দের মধ্যে ঘটলেও অদ্যাবধি ভাষাটি লোকভাষা রুপে শ্রুতি-স্মৃতিবাহী-বাহী অবস্থাতেই প্রচলিত রয়েছে বলে আজও এটির লিখিত প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। কিন্তু সে যাই হোক অন্যান্য ভাষার ন্যায় কুড়মালী ভাষার ইতিহাসকেও 'আদিযুগ', 'মধ্যযুগ' ও 'আধুনিক যুগ'—এই তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়।

১. কুড়মালী ভাষার আদিযুগ

প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারময় কুড়মালী ভাষার এই আদিযুগটির উর্ধ্বতম সময়সীমা হল আনুমানিক ৩০০০ খ্রী.পূর্বাব্দ এবং নিম্নতম সীমা হল ঐতিহাসিক ১৫০০ খ্রী.পূর্বাব্দ। তবে এইকালের কুড়মালী ভাষার স্বরুপ যেমন ছিল তা জানার কোন উপায় নেই। তাছাড়া 'সিন্ধুলিপি' কোন ভাষার লিপি ছিল তাও জানা যায় নি বলে

সিন্ধুলিপির সঙ্গে কুড়মালী কোন সম্পর্ক আছে কি না সে বিষয়টিও হল গবেষণা সাপেক্ষ।

আদিযুগীয় কুড়মালী ভাষার বৈশিষ্ট্য

যে কোন প্রাচীন ও স্বতন্ত্র ভাষার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ভাষাটির মৌলিক শব্দ ভান্ডারের মধ্যেই নিহিত থাকে। এই দিক দিয়ে দেখা যায় যে কোন লিখিত প্রাচীন ভাষা থেকে পরবর্তীকালে যে-সব ভাষার উদ্ভব ঘটে থাকে সেগুলির শব্দভান্ডারের মূল মাতৃভাষাটির শব্দসমূহ তৎসম, তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দ রূপে উদ্ভূত ভাষার শব্দভান্ডারে চলে আসে। আর এইভাবে তুলনামূলক পদ্ধতিতে কোন্ প্রাচীন ভাষার শব্দভান্ডারের সাদৃশ্য দেখে প্রচলিত ভাষাটির গোত্রের পরিচয় জানতে পারা যায়। তাছাড়া প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার শব্দ ভান্ডারের তুলনামূলক আলোচনা করেও ঐ সব প্রচলিত ভাষাগুলিকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত রূপে একই ভাষাবংশের অন্তর্গত বলেও স্থির করা হয়। সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি সব ভাষার শব্দভান্ডারে একই কারনে সংস্কৃত ভাষার তৎসম, তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। আর তাই ভাষাবিজ্ঞানের হিসাবে বাংলা, উড়িয়া-অসমীয় প্রভৃতি যেমন একই গোত্রের বলা হয় ।

(ক) কুড়মালী ভাষার দ্রাবিড়ীয় বৈশিষ্ট্য

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে দ্রাবিড়ীয় কুড়মালী ভাষাটির মূল 'প্রত্ন-দ্রাবিড়ীয় মূল ভাষা'-টির কোন লিখিত নিদর্শন না পাওয়ার কারনেই শব্দভান্ডারের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রত্ন-দ্রাবিড়ীয় ভাষার তৎসম, তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম শব্দের তালিকা দেওয়াও সম্ভব না হলেও কুড়মালী ভাষাতে বহুল প্রচলিত শব্দ যথা— ইঁচলা (মাছ), খাল, ডঙ্গ, ডাঙ্গা, ডিঙ্গি, ডিম, ঢাক, ঢাঙ্গা, ঢোল, ঢেঁকি, কুলা, ঝাঁটা, ডিম, ঝোল, ঝিঙ্গা, ডাঁসা, ডাহা, ঢুক, ঢক, ঢুঙরি, টঙ, কুড়ি, কুড়া প্রভৃতি অজস্র শব্দ হল মূলতঃ দ্রাবিড়।

(খ) কুড়মালী শব্দভান্ডারের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

কুড়মালী শব্দভান্ডারের উল্লিখিত দ্রাবিড়ীয় বৈশিষ্ট্য ছাড়াও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল প্রাগৈতিহাসিক আরণ্যক পরিবেশে কৃষিজীবী কুড়মীদের মধ্যে উদ্ভূত মৌলিক কুড়মালী শব্দ সমূহ। এই সময়েই আত্মপর নির্দেশক কুড়মালী মৌলিক 'মঁই' (আমি), তঁই(তুমি), 'অঁই' (সে) প্রভৃতি সর্বনাম পদের উদ্ভবের পর আরন্যক পরিবেশের পশুপাখীর নামবাচক অনুকরনাত্মক শব্দ, পারিবারিক-সামাজিক সম্বন্ধবাচক শব্দ, ব্যক্তিনামবাচক শব্দ, নিত্য ব্যবহার্য ঘরোয়া জিনিসপত্র ও পরিধানের নামবাচক শব্দ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাচক শব্দ, গাছপালার নাম বাচক শব্দ, বংশানুক্রমিক কৃষিকার্য সম্পর্কিত শব্দ, কুড়মী গোষ্ঠী নির্দেশক টোটেম বাচক শব্দ, ধর্মবোধ মূলক দেব-দেবী, উৎসব-অনুষ্ঠানাদির নামবাচক শব্দ প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় অজস্র মৌলিক শব্দ উদ্ভূত হয় এবং কুড়মালী শব্দভান্ডারটিও সমৃদ্ধি লাভ করে। আর তাই এই যুগটি হল কুড়মালী ভাষার শব্দভান্ডারের স্বর্ণযুগ (Golden Age of the kurdmali core Vocabulary)। বলা বাহুল্য এইগুলিই কুড়মালী ভাষার মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। এই জাতীয় হাজারো শব্দের কোনটিরই মূল সংস্কৃতের মধ্যে দেখা যে যায় না সে কথা বলাই বাহুল্য।

২. কুড়মালী ভাষার মধ্যযুগ

ঐতিহাসিক ১৫০০ খ্রী. পূর্ব থেকে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত (১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কুড়মালী ভাষায় রচিত প্রথম সাহিত্য প্রকাশিত হওয়ার কারনে)। সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের এই সময় কালেও কুড়মালী ভাষার কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি বলে এই সময়ে প্রচলিত কুড়মালীর স্বরুপ সম্বন্ধেও সঠিক কিছু বলা ভার।

মধ্যযুগীয় কুড়মালী ভাষার বৈশিষ্ট্য

কুড়মালী ভাষার মধ্যযুগীয় প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরকালীন সময়ের গোড়ার দিকের প্রায় আড়াই হাজার বছরকালীন সময়ে (খ্রী. পূ. ১৫০০-খ্রীষ্টাব্দ ৯০০/১০০০) কুড়মালী ভাষাটি দেশীয় প্রাকৃত রুপে সুবিস্তৃত অনার্য অধিকৃত 'ব্রাত্যদেশ' এর বিভিন্ন অনার্য জনগোষ্ঠীর লোকভাষা রুপে যে প্রচলিত ছিল সেকথা হল ইতিহাস ও ভাষাবিজ্ঞান সম্মত। কারন এই সময়টি ছিল আর্যাবর্তে বসবাসকারী আর্যদের সঙ্গে ব্রাত্যদেশীয় সাঁওতাল-মুন্ডা-কুড়মী প্রভৃতি অনার্য গোষ্ঠীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময়। তাই এই পরিস্থিতেতে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রভৃতি ব্রাত্যদেশের কোথাও যে আর্যভাষার প্রভাব ছিলই না সে কথাটিও হল স্বত সিদ্ধ। যাই হোক এই কুড়মালী প্রাকৃত ভাষাটি আজ থেকে প্রায় হাজার দেড়েক কাছাকাছি সময় থেকে (প্রায় গুপ্ত আমলের সময় থেকে) লোকমুখে আরও সহজ সরল রুপে পাল যুগ (৯০০/১০০০ খ্রী.) পর্যন্ত যে অন্ত্যজ- 'অস্পৃশ্য' সমাজের লোকভাষা রুপে প্রচলিত ছিল সে কথা বলতে ও কোন বাধা নেই। তবে তৎকালীন মধ্যযুগীয় কুড়মালী দেশীয় প্রাকৃত ভাষাটির সঠিক নিদর্শন ও পাওয়া যায় নি। কিন্তু আনুমানিক ৯০০/১০০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের দ্বারা ধর্মের প্রচার-প্রসার কল্পে রচিত 'চর্যাপদাবলী' তথা পরবর্তীকালীন বাংলা কাব্য-সাহিত্য গুলিতে বর্তমানে প্রচলিত কুড়মালী ভাষার অজস্র শব্দ, সর্বনাম, ধাতু, ক্রিয়াপদ, কারক-বিভক্তি, প্রত্যয়, বচন, লিঙ্গ, বাগধারা প্রভৃতির যে বহুল ব্যবহার দেখা যায় তা থেকে সেকালের কুড়মালী ভাষার স্বরুপকে চিনে নিতে কোন অসুবিধাই হয় না।

(ক) চর্যাপদে প্রাপ্ত কুড়মালী ভাষা

ব্রাহ্মণ্য সমাজ বহির্ভূত কুড়মালী ভাষাভাষী অন্ত্যজ সমাজে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন এতদ্দেশীয় কুড়মালী ভাষাভাষী বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ কুড়মালী ভাষাকেই উপযুক্ত মাধ্যম রুপে

অবলম্বন করে তাদের দোহা, গান প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। যেগুলি সাধারনতঃ- বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' নামে বহুল পরিচিত। চর্যাপদে ব্যবহৃত শব্দ, সর্বনাম, ধাতু, ক্রিয়াপদ, কারক-বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, বাগধারা প্রভৃতি সবকিছুই তৎকালীন কুড়মালী ভাষার হওয়ার কারনেই চর্যাপদের ভাষার মধ্যে এত দুর্বোধ্যতা এসে গেছে যে বাঙালী পন্ডিতদের নিকটও চর্যাপদের অনাধিগম্য হয়েই রয়ে গেছে। তাই চর্যাপদে অবলম্বিত কুড়মালী ভাষাতে দন্তস্ফুট করতে না পারার জন্যই এই ভাষাকে 'সন্ধ্যা ভাষা' (বা আলো-আঁধারী ভাষা, যার কতেক বোঝা যায়, কতেক বোঝা যায় না, আন্দাজে বুঝে নিতে হয়) বলে পন্ডিতেরা অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। অথচ নিরক্ষর কুড়মালী ভাষাভাষী লোকের নিকট ও চর্যাপদের ভাষা হল সহজবোধ্য।

আবার ধারাবাহিকতার দিক দিয়েও দেখা যায় যে চর্যাপদের ভাষার ধারাবাহিকতা বর্তমানের কুড়মালী ভাষার মধ্যে হুবহু দেখা গেলেও বাংলা সাহিত্য বা বাঙালীদের কথাবার্তায় এই ধারাবাহিকতার লেশ মাত্র ও দেখা যায় না। আর তাই কুড়মালী বিদ্বদমহলের মতে 'চর্যাপদ' হল 'কুড়মালী ভাষার' (kurdmali Language) আদি নিদর্শন।

(খ) শ্রী কৃষ্ণকীর্তনে প্রাপ্ত কুড়মালী ভাষা

শ্রী কৃষ্ণকীর্তনে প্রাপ্ত কুড়মালী ভাষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যায় যে পন্ডিতদের মতে গ্রন্থটির ভাষা হল মূলতঃ তৎকালীন মানভূম, ধলভূম, উড়িষ্যা, বাঁকুড়ায় প্রচলিত আঞ্চলিক ভাষা যার মধ্যে আনুমানিক ধ্বনি, মহাপ্রান ধ্বনি, অজস্র দুর্বোধ্য শব্দ দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যগীতি কাব্যটির আঙ্গিককেও বলা হয়েছে পুতুল নাচের আঙ্গিক। রস ও হল আদিরস। কথোপকথনের ধাঁচও হল গ্রাম্য ও অশ্লীলতায় ভরা। (ডঃ সুকুমার সেনঃ বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাস, প্র.খন্ড-পূর্বার্ধ, ৪র্থ সংখ্যা,১৯৬৩)। আর এই 'আঞ্চলিক ভাষা'টি কুড়মালী সে কথা অনায়াসে বলা যায়। কারন ইনিই আবার অন্যত্র এই আঞ্চলিক ভাষাটিকেই স্পষ্টতঃই 'রাঢ়ী বোলী' বা 'কুড়মালী' বলেও অভিহিত করেছেন। (সুকুমার সেনঃ ভাষার ইতিবৃত্তঃ ৬ষ্ট সংখ্যা, ১৯৬৩,পৃষ্ঠা-১৪৪)। তাছাড়া আরও দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রাপ্ত ধাতু, ক্রিয়াপদ, সর্বনাম, কারক-বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ, বাগধারা প্রভৃতি সবই মানভূম-ধলভূম-বাঁকুড়ায় প্রচলিত কুড়মালী লোকভাষা থেকেই গৃহীত হয়েছে।

এইভাবে অনায়াসে বলতে পারা যায় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকে তথাকথিত ভাবে মধ্য বাংলা ভাষার নিদর্শন বলা হলেও এই ভাষাটি মূলতঃ হল কুড়মালী লোকভাষার নিদর্শন। কারন উল্লিখিত বৈশিষ্ঠ্যগুলির সবকিছুরই হুবহু ধারাবাহিকতা বর্তমানে প্রচলিত কুড়মালী ভাষার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। অথচ এই ভাষাগত ধারাবাহিকতার লেশ মাত্রও বাংলাভাষার কাব্য-সাহিত্যে বা বাঙালীর কথোপকথনে দেখা যায় না। এই ভাবে বলতে বাধা নেই যে 'চর্যাপদ ' যেমন হল 'কুড়মালী ভাষার'(kurdmali Language) আদি নিদর্শন তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হল 'কুড়মালী সাহিত্যের' (kurdmali Literature) আদি নিদর্শন।

(গ) বাংলা মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, পদাবলী, কবিওয়ালার গান প্রভৃতিতে কুড়মালী ভাষার ধারাবাহিকতা

বাংলা ভাষায় রচিত উল্লিখিত এইসব কাব্য-সাহিত্য-তরজা গান প্রভৃতির ভাষার মধ্যেও কুড়মালী ভাষার বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা দেখতে পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে 'ব্রজবুলি' নামে অভিহিত যে কাল্পনিক ভাষায় রচিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' এমনকি 'ভানু সিংহের পদাবলী' তে ও কুড়মালী ভাষার ভাষা-ছাঁদের ও কুড়মালী শব্দ প্রভৃতির হুবহু ধারাবাহিকতা দেখা যায়। শুধু তাই নয় এই গুলির মনোহারী সুর মাধুর্য্যের সঙ্গে কুড়মালী মানস সরোবরে প্রস্ফুটিত ঝুমুরের সুর মাধুর্য্যের লেশ মাত্রও পার্থক্য দেখা যায় না। পদাবলী ও ঝুমুরের একত্র সংকলন হলে এগুলির জাতিবিচার করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

৩. কুড়মালী ভাষার আধুনিক পুনঃজাগরনের যুগ

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই আধুনিক পুনজাগরনের যুগের সূত্রপাত। স্বাধীনোত্তর ভারত সরকারের দ্বারা আদিবাসীর সূচী থেকে কুড়মী জনগোষ্ঠীর নাম মিটিয়ে দেওয়ার পর কুড়মী বুদ্ধিজীবী মহল 'save kurdmali mother tongue' স্লোগান তুলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলশ্রুতি রুপে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রপ্রসাদ মেহেতো রচিত কুড়মালী ভাষার প্রথম খন্ডকাব্য 'কপিলা মঙ্গল' এর প্রকাশন হয়। এরপর ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঝাড়খন্ডের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজে কুড়মালী ভাষা পঠন-পাঠন-গবেষণা প্রভৃতির কাজ চলতে থাকে। বর্তমানে নানান ধরনের পত্র-পত্রিকা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্য, কবিতা, লোকগীত, সংকলন, লোকসাহিত্য সংকলন প্রভৃতি মুদ্রনের হিড়িক লেগে গেছে। ফলে কুড়মালী ভাষা-সাহিত্য যে দিনে দিনে যে সমৃদ্ধি লাভ করে চলেছে সেকথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

কুড়মালী ভাষার ভাষা-ছাঁদ প্রসঙ্গে

চর্যাপদ প্রভৃতি বিভিন্ন কাব্য-সাহিত্যে প্রাপ্ত প্রাচীন কুড়মালির ভাষা ছাঁদের সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত কুড়মালীর ভাষাছাঁদের বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গতঃ 'কহ' , 'রহ' এবং 'হের' এই তিনটি ধাতু জাত ক্রিয়াপদের ভাষাছাঁদের উল্লেখ করা হল—

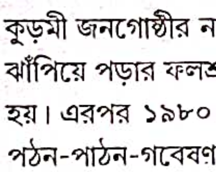

‘কহ’ ধাতু (বল)

কহ বল
কহই বলে
কহইতে বলিতে
কহত বল, বলে
কহতই বলিতেছে
কহতহি বলিতেছে,বলিবামাত্র
কহব বলিব
কহবে বলিবে
কহবি বলিবি(স্ত্রী)
কহলে বলিতে
কহন্তি বলে
কহয়ে বলে
কহল বলিল
কহলাহি বলিলাম,বলিল
কহলু/কহলুঁ বলিলাম
কহস বলিতেছে
কহসি বলিতেছ
কহায়সি বলাও, বলিতে দাও
কহোঁ বলিলাম প্রভৃতি।

‘রহ’ ধাতু (থাক)

রহ থাক
রহই থাকে
রহইতে থাকিতে
রহত থাকে, থাকিত
রহব থাকিব
রহবে থাকিবে
রহবি থাকিবি (স্ত্রী)
রহয়ে থাকে
রহল থাকিল
রহলু/রহলুঁ থাকিলাম
রহলা থাকিল
রহলি থাকিল(স্ত্রী)
রহুঁ থাক
রহুঁ থাকে, থাকুক
রহন্তি থাকে প্রভৃতি।

‘হের’ ধাতু (দেখ)

হের দেখ
হেরই দেখে
হেরইতে দেখিতে
হেরত দেখে
হেরব দেখিব
হেরবে দেখিবে
হেরবি দেখিবি(স্ত্রী)
হেরয়ে দেখে
হেরল দেখিল
হেরলু/হেরলুঁ দেখিলাম
হেরলি দেখিল(স্ত্রী)
হেরসি দেখিতেছ
হেরায়সি দেখাও,দেখিতে দাও প্রভৃতি।

পরিশেষে বলা যায় যে কুড়মালী মৌলিক সর্বনামের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যময় প্রত্যয়-বিভক্তি যুক্ত শব্দ ও ক্রিয়াপদের ভাষা ছাঁদের সমন্বয়ে গঠিত কুড়মালী ভাষার উল্লিখিত ভাষাছাঁদটি কাব্যোৎকর্ষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে হল অনুপম। আর তাই দেখা যায় এই ভাষাছাঁদের প্রয়োগের গুনেই বাংলা পদাবলীর মধ্যে মাধুর্য্যের চার ছাঁদের গৌরব। কাব্য এবং কবিতায় অনায়াস মাধুর্য সৃষ্টির মোহেই যে বাংলার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কুড়মালী ‘কহ’, ‘রহ’, হের’ ধাতুর সঙ্গে সঙ্গে কুড়মালীর ভাষাছাঁদ গ্রহন করেছিলেন সেকথাও বলতে কোন বাধা নেই।

অবসর প্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চাস কলেজ, চাস, বোকারো (ঝাড়খন্ড)

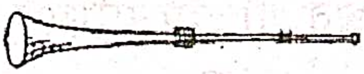

জাগো কুড়মি

জয় গরাম

বাঁধো জোটি

বেলমা গ্রাম পঞ্চায়েত

মালথোড়, পুরুলিয়া ২নং

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জন সাধারণের আশীর্বাদকে মাথায় নিয়ে এবং ভালোবাসাকে পাথেয় করে এই বেলমা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সংযোগকারী রাস্তাঘাট সহ পরিকাঠামো প্রথাগত ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পানীয় জল, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা, জমির উন্নয়ন ও সমতলীকরণ, ইন্দিরা আবাস যোজনা, সামাজিক বনসৃজন, প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণ সহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে এক মেঘমুক্ত রৌদ্রজ্জ্বল ফুটন্ত সকালের স্বপ্ন নিয়ে।

পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কুড়মী সমাজের ঐতিহাসিক মহাসম্মেলনের সফলতা কামনা করছি।

উপ-প্রধান
শ্রীমতী হিমানী মাহাত

প্রধান
শ্রী বুলেট চন্দ্র মাহাত

অভিমন্যু মাহাত

তঞ মকে সিরাই দেলে

তঞ মকে সিরাই দেলে
এসন পালা তর
সিরাই দেলে , অকর বাদে সভে দেলে
নাউআ জিনগানি

নেদিক সিঁআইড়ে কতেক ডুঁগরি
ছটঅ বাঁসরিএ ঢুকই বহি
কতেক রেগ বাজাউলে ঘুরি ফেরি
কাহে কহব এহে কহনি ?

তর লাগি
হামর মন
চলি গেলে ডহরে, কহি গেলে দমে
ছপলি উঠলি রেগ

হামর এহে মুঠাই
দেলে দিনরাইত,
কতেক জুগ চলি গেল
হেলেইক নিহি কাম

হামর গটা গাত তর আদরেঁ

হামর গটা গাত তর আদরেঁ
লগন হেইকে রহলিঅ দিনরাইত
সঁইআ, এতেক কাথা লিতই মনে আউতই
মর গাত চিকনাই রাখঅব

হামর মনে রহলি তঞ
সাঁঝবিহান
এহে কাথাক সেঁউরনে
সভে সঁচবে
ছামুই রাখব সভে পেঁদাকাথা

ছাতিঞ রহল তর আসন
হামর পিরিতি রাখঅব নিরমল

সভে করমে তর হাঁথ আহো
হামে করঅব সভে করমে
তকে জাহির

ভূপাল চনদর মাহাত

মাঁই ভাখি

মাঁই ভাখি মাই দুধ নি জুটেক তেঁহে,
মঞ বিসরি রহি টুতার ছোআ লেখেঁ।।
মাড়াই মাড়াই মঁই টুঁড় কন রাহে
ছাগ দুধ পিইকে পিআস না মিখে।।
কন বনে হেরালঁ যে জাঁহা সার নাই,
পরাস ফুর নি নি সারহুলেক সাস।।
বিহাক গিত নি, নি করমেক পাঁইত
মকরেক গিত জাঁহা কাঁহি না গাগাই।।
কিনা কেরম কিনা কেরম ভাবঁ মনে,
ঝাড় দেবি কহে কানে দেখঁজে সপুনে।।
জারে তঁই জারে তঁই সুনে তর ভাখি
পাউবে রতন রাজি পাঁসে আহো ঢাকি।।
কাথা তেঁহে খনি দেখঁ গাদা গাদা মনি,
ভুল মর খমে মর কুড়মালি ভাখি।।

পরদিপ মাহাত

কুড়মিক উচরন পছড়ন

জতেক জাইতেক আদি হেকেক এহে হামরাক কুড়মি।
নেগাচারে আইহেক সবুদ পাঅলাইহ টমরি।
হড়পপা মহেনজদাড়অ আদি কুড়ুম নদি
কুড়মিক বইসকইত রহে হেলা ইঁচরি দেখা জদি।
বন, জঁগগল নদির ধারে করে হেলা বইসকইত
গাহদি রহেতেলা সভে কামেক নেহি অসকইত।
উচার নাচার হেইকে সভে চিতরি গেলাহাত দেসে
নেগ নেগাচার পরব-তিহার চিনহাত ভেসে ভুসে।
২৭ কটি কুড়মি আহাত এহে ভারতেক মাঝে
নিজেক চিনহা মুদাই জাইহেক কহত নেহি লাজে।
সভে লাজকে সিঁকাই রাখি ২৭ সে সেপটেমবরে
গহদমে আউআ সভে টামনা-ডুঁড়কু মড়ে।
ইপাস-উপাস করে হেতেক কুড়মিক সমাবেসে
জেই নেহি পঁহচবেহে পসতাবাহাক সেঁসে।

শশধর মাহাত

'কুষ্ঠি'

"হাড়-মুড় যাত্তা- যা করে বিধাতা"
সে কথায় বলে কুড়মিদের কুষ্ঠি খাতা

বাহা-রে জিগিড়—
সুযোগে হিড়হিড়, হিবড়াঞ দিল—
হিঁচ্ছামতন কুড়া হদড়াং খালে
লটপটাঞ ছটপটা বাংলা জালে

কাড়া লড়াই, সাঁড়া লড়াই
জমি আর বাঁধ বাগান আর বুন্যাদের বড়াই
খড়াঞ খড়াঞ যা রা'ত নাচনীশালে-
থিথাঞ ভা'লে

কুষ্টিখাতায় পাঁতা পাঁতা ফাঁড়া
খাবার পাবি থাকবে হা-ফাড়া

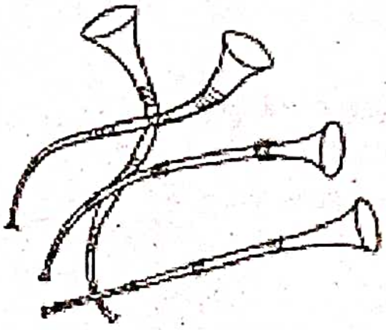

'আগলিকার'

"লেখাপড়া ঘোড়ার ডিম
চাষ করলে খাবি বছর দিন
মাছ খাবি ত বঁড়শি কিন'
পূর্ব্বুকালের সম্পত্তিবান কুড়মিকথা।

হাল হাথ্যার- চাষে আহার
রোদে গতরপোড়া, খেখড়া হলেও ঝাঁকড়াচুল রোদঠিকরা
কুদরা-শুধ্যাঞ শুধরা, মিল ছিল- মামলা ছিল নাই
ছাড়া হলেও বেঁড়াঞ্ছে কুচক্রের বেড়া

আগলিকার জিগিড়ঝিটা গোঁ
ছৌ নাচে মনে খিঁটায়েও দৌঁড়াধুপা
ভিখারিভুলা টুপা-ডালার আঁওজলা চাল
দহলা ভুঁই-এ গহলেছিল ছোঁট
লেখা পড়া জানা ছানার চাকরি-এ মানা

লাল্টু মাহাত

আলিস অলস

আড়ে হুলকে আড়ে ভালি, ঢেসনা দিয়ে বলি,
জুতো পুচকাই ছাতা সটকাই, লছনা করি চলি।
বন্ধু যেন বুঝতে লারে কেউ,
তর হামার ভালবাসা মনের মাঝে ঢেউ।
কমর বাঁধা আচর খুলে, বারে বারে ফেলি,
সঁগি জুড়ির সঙ্গ ছাড়ে, নজর কাড়ে ভালি।
মন থামে নাই ঘরে,
নাংসা দিয়ে থাক্যে যায় দেখা পাওয়ার তরে।
বাঁধন হারা ভালবাসা খঁপার চুলে বাঁধি,
চুপা প্রেমে চোখের কুনে লর টিপকাই কাঁদি।
ফুটা ফুলের গন্ধ যায় পড়ে,
জুয়ান বয়স ঢাকাই রাখি বেলা যাছে সরে।
বসে উঠে দিন গনে সেই দিনের আসে,
আযাড়ের ভরা নদী, উঁগা শুধু ভাসে।
আলিস অলস থকিত গাতে, মেদ মেদি ঘুম,
ঝরক লাগা হদকা বিরহে কেনে বা নিঝুম।

ASPECTS OF KUDMALI FOLK-SONGS
A Brief Evaluation.

Dr. Binapani Mahato

Kudmali folk-song is one of the richest folk-songs of Greater Jharkhand, comprising the area of Jharkhand; Purulia, Medinipur and Bankura districts of Bengal and Mayurbhanj, Kendujhar and Sundargarh districts of Odisha.

The title of this paper '*Kudmali* folk-songs' is comprised of two words: "*Kudmali*" and "folk-songs". Let us have a glimpse on these words prior to go through various aspects of it.

1.'*Kudmali*': '*Kudmali*' may be seen from two angles such as (a) songs in *Kudmali* dialect and (b) songs of the *Kudmi* community.

a. Kudmali as a dialect: *Kudmali* dialect was originated from and developed by the people of *Kudmi* community. But, it is not only spoken by *Kudmi* people alone. *Kudmali* is also spoken by the members of various other communities like *Bhumij, Kamar, Kumhar, Bagal, Dom, Tanti, Teli, Muchi, Badhai, Mahli, Dhobi, Ghasi* and even Muslim weavers of the region-*Jolhas*. It is used as the lingua-franca of the region since long. This shows the importance of *Kudmali* in the region as a dialect.

It is obvious that for a '*Kudmali*' song, it ought to be in *Kudmali* dialect. In support of this it may be said that *Kudmis* not only speak in *Kudmali* but also in *Rarhi* or *Jharkhandi Bangla, Khortha, Nagpuri, Panch-pargania, Jharkhandi* Odia and Hindi according to the places they live. If a member of *Kudmi* community sings songs in *Nagpuri dialect* or in Odia then the songs cannot be regarded as *Kudmali* songs.

b. 'Kudmali' as the songs of Kudmi people: *Kudmis* being the originator, preserver and the principal bearer of this dialect, it is natural for the songs to be vocal about the society and culture of the community. The songs not only depict about the Community but also about the nature on which they depend for their sustenance.

2. 'Folk-songs': Folk-songs are universally known as the songs of the folk or people. The salient feature of a folk song lies in the involvement of mass in it. In other words, folksongs are the songs of the people, by the people and for the people. They are the carriers of the culture and traditions of the societies concerned. These songs are extempore in nature. Once created, the songs are preserved for the benefit of the society and are transmitted orally from generation to generation.

Therefore, "*Kudmali* folk-songs" are the songs in *Kudmali* dialect which represent the culture and traditions of the *Kudmi* community along with mother-nature around.

Kudmi, the Pre-Historic community: It is a well accepted fact that *Kudmi* community belongs to Dravid, the Pre-historic Mediterranean race, migrated through Mesopotamia to Mehr-garh, one of the important Neolithic (7000 B.C. to 2500 B.C.) sites in Archeology lies in "Kachi plain" in Baluchistan. It is one of the earliest sites with evidence of farming and herding in South Asia. Mehr-garh is now seen as the precursor to Indus Valley civilization, (Wikipedia, the free encyclopedia). According to James Homeil: "The lattest theory about the origin of the Dravidian is that they belong to the Mediterranean race, that they lived for sometime in Mesopotamia and by pressure of the Akkadian or Semites, they pushed to India, by way of Balochistan (Where Brahui language mark their presence), and spread along the Indus and Ganges valley...", (The Origin and Ethnological Significance of Indian Boat-design: Memories of the ASB., 1920, Vol-VII,no-3,p.p.-27-28::, collected from The Origin and Development of the Kudmali (A brief History), Prof. Anadi Nath Mahata,2013, pg.33). They flourished Indus Valley civilization prior to the advent of Aryans. Aryans defeated them and by the pressure of the Aryans they further pushed to south-east and came to Jharkhand through the hilly tract of Vindhya mountain ranges. British and modern Indian historians are unanimous about this.

So also the case of their dialect *Kudmali,* which is originated in the dark-age in the remote past and can be said belongs to the early *Prakrit* language in which words are developed by imitating and reproducing the existing sounds in nature. After their clash with Aryan they migrated to Jharkhand through the hilly tract of Vindhya- mountain ranges. There are many old *Kudmali* songs which bear testimony to their early settlement as well as the rout of migration. The following *Jawa* song tells about the early settlement of *Kudmi* community near *Kudum* hill and by the side of *Kudum* river.

Jawa song:

Question: **1.** Kanere Karam Gosain anala newuti,
'Kurum' nedik dharin kanere karala kheti ?

Answer: 2. Tahari benaual khetin '**Kurumek**' pani,
Chhaua puta lehi Gasain, karale kheti.

Description: 3. Bhinsar hel mahan, Dala lei baharai,
Chala sabhe phula ladhe '**Kudum**'-Pahadi.

Apart from Greater Jharkhand, traces of *Kudmali* is found at present, in the tea gardens of Assam and North Bengal; Jajpur district of Odisha and even in Bangladesh (Dinajpur and Kurmi-tola area in Dhaka) where *Kudmis* settled down after their migration to those places due to various socio-political and economic reasons.

Kudmali songs and dances: Songs and dances are part and parcel of *Kudmi* people. They attach songs and dances to every sphere of their life to make the occasion special and memorable. Thus, diversity of songs and dances are in vogue in *Kudmi* community.

Kudmali dances are performed in groups. Performers dance in a chain. The chain is formed by joining one another's hands from elbow down wards up to wrists with clubbing of each other's palms. They dance anti clock wise in a semi-circular manner. Circular and semi circular dances are the primitive form of dances. People in remote past used to dance around the fire to remain awake and to protect them from the attack of wild animals. Representations of circular dances are found in the cave paintings and in Warli tribal paintings.

Kudmali songs and dances are accompanied by traditional musical instruments *Mandar or Madal, Dhol,* Dhamsa, *Karha, Chedpeti, Tuila, Ad-Bansi* and flute.

Classification of Kudmali folk songs: Various types of *Kudmali* folk songs are in vogue. They can be classified into Life-cycle oriented songs; Festival songs; Seasonal songs and miscellaneous songs. Let us have a glimpse of these songs.

1. Life-cycle oriented songs: Marriage songs dominate the life-cycle related songs. Very few songs related to the birth of a child are found in *Kurmali.* The death-related song actually is the yelling of grief stricken hearts and is not a song in its strict meaning.

Marriage Songs: Marriage is the most important event in a man's itinerary of life. In Kudmi community every ritual of marriage ceremony is accompanied with songs sung by the women folk. It is rightly said that: "*Ankh badiye Siar raja, Banek raja Bagh, Biha ghare Jeni raja, Ara-sara bhag*". Marriage songs are treated as sacred mantras through which various rituals are performed. In a *Kudmi* marriage ceremony there is no role for the *Bramhin* priest. It is because marriage as well as other rituals of *Kudmi* community are primitive traditions that were in vogue much prior to the advent of *Aryans.* That is why, marriage ceremonies are conducted through the sacred *Kudmali* marriage songs. Recently in some cases Brahmin priests are seen engaged for conducting marriage. Even then, certain typical rituals like *Kankhna-bandha, Amla-khawa, Am-biha, Mahul- Biha, Sinoy-Badal, Sala-Dhuti,* are performed through the marriage songs related to these rituals only.

Marriage songs are the domain of women folk. Women are the composers and performers of marriage songs. That is why nuances and emotions found vivid expressions in these songs. Specially, the mother's inner turmoil expressed in the '*Bar-Bahiran geet*' and the deep pathos of '*Bidai geet* 'are exceptional, which none other than women can create.

There are numerous marriage songs and every song has its own significance. Four songs representing three different stages of marriage are noted down below. The following song is a '*Bar-Bahiran geet*', sung at the bridegroom's house prior to the groom's departure for bride's house just after '*Am-Biha*'.

Bar-Bahiran Geet:

1. Dasa masa dasa dina udare dharali,
Puta! Deyin rakhen dudhekeri dhar.
2. Kia je debau Main gaw, dudhekeri dhar,
Main gaw! Ani debau janamek Kamini.

The next song is sung during the ritual of '*Sindra-Dan*'. *Sindra-Dan* is the most important ritual of the marriage ceremony in which bridegroom applies vermillion on the partition of the bride's head. With this ritual, marriage between a man and a woman completes. After *Sindra-dan*, it is customary for a woman to adorn vermillion, the sign of a married woman on her hair-partition. This, it is believed, would bring fortune to her husband. At the same time it would attach a social prestige and also acts as a social protection for the woman concerned. That is why married women wear vermillion on their hair-partitions and dots of it on their foreheads in the name of their husbands. It is customary to adorn vermillion till their husbands are alive.

The song mentioned below depicts the importance of vermillion. Application of only one packet of vermillion unites bride and bridegroom. They are husband and wife now and become one. After completion of the marriage ceremony, bridegroom's party returns

with bride. Brother-in-law of the bride can do nothing but see them going.

***Sindra-Dan Geet*:**

Eka pharua sindure milan hailo,
Jakar Bohu se leiye gela,
Bahnoi Babu bhali rahal gaw.

The following song brings out the bare truth of a woman's life. It is the fate of the daughters to leave their parent's house after their marriage. They need to abide by their destiny. So, the song says not to shed tears and advices them to make their in-laws' houses happy where they would live for the rest of their lives. Their husbands would be there who would always stand by them and extend support in their need.

***Kenia Bidai Geet*:1** Jahu beti sasur ghara, nahin go rodan
Sukhe-dukhe katabe samay, Saiyan apan,
Beti chhoa paradhina, Bidhi kar lekhan go.

The third song depicts the value of the daughter in a *Kudmi* family. Daughters are not regarded as burden in *Kudmi* community. Rather they are important and loving members of the family who enjoy a respectable status in the society. It is not the girl's father but the boy's father who comes to the girl's house to seek her hand. Instead of giving dowry the girl's parents receive bride price. It is because *Kudmi* society belongs to Matriarchal society. Under such a circumstance it is rightly depicted in this song that daughter is the soul of the house. The place of a daughter in a family is irreplaceable. The song further depicts that absence of a son does not make much difference till the daughter is there. But when the daughter leaves the house after her marriage, the house wears a deserted look in spite of the presence of other family members.

***Kenia Bidai Geet*: 2**

Ghara je bhae Beti, binu Bhaiye ho,
Haan haan, dandiyo phandaye Beti chali gela,
Hayre ghara sunya bhela.

Death related songs: Everything in this world is short lived, be it an insect or bird or animal or human being. Once a child is born, it is certain that one day he or she will leave this world. Death is inevitable. It is a universal truth, from which none can escape. When a person dies, the whole family breaks down with grief. Kith and kins and relatives arrive on or before tenth day .They join to perform the last rite for the peace of the departed soul. While performing various rites, they invariably burst into tears and lament by remembering the good deeds done by and love they received from the man or a woman they have lost. The deep yelling of near and dear ones reverberated all around and move the hearts of all present. The following song depicts a married daughter's grief when she arrives to attend her father's last rite. She burst out into yelling in the following manner.

Ho Bapgo! Ar tor name nahayle jay lagliyo, Bapgo!
Ho Bapgo! Aj kahan Bap hamar jay ninday sutalahe, Bapgo!
Ho Bapgo! Ar kahan hamar Bape aj chhadi delei, Bapgo!
Ho Bapgo! Aj tor name Bap aj nahay sinay basailahi, Bapgo!

2. Festival Songs: Festivals are part and parcel of human life. *Kudmi* community is no exception to it. Yearly celebrations of the festivals bring joy and freshness in them. All festivals are followed by singing and dancing. Celebrations rejuvenate them amidst their arduous life. Through the festivals they empower themselves with new energy and zeal to fight out the hazards that come in the itinerary of their life. *Akhain Jatra, Rohin, Jawa, Karam, Ind, Jitua, Bandna/Sohrai, Makar, Sarhul and Bhokta/Gajan* are the main festivals observed by the *Kudmi* community. Festivals are assigned with their characteristic songs and dances. It is beyond the scope of the paper to deal all of them. So, songs of few important festivals would be taken into consideration here.

i. Twin Festivals of Jawa and Karam: *Jawa* and *Karam* festivals are celebrated on the eleventh day of the moonlit fortnight of *Bhadra* month (September).

Jawa Festival: Though *Jawa* is celebrated with *Karam*, it has its own identity. The term "*Jawa*" refers to the germination of seeds. It is presumed that in remote past in the transition period from hunting and food gathering stage to settle with agriculture stage, germination of seeds from river sand might have been noticed and learnt. Since then *Jawa* ceremony is observed to high-light the importance of germination of seeds for the agricultural community.

Jawa festival is celebrated by unmarried girls. It is the domain of unmarried girls and only they can take part in *Jawa* rituals. Other women can participate in singing and dancing but not in the rituals. This suggests an invisible link between latent germination power of the seeds and the procreative power of virgin maidens. Both the seeds and the girls

are seen in the same way. As seeds are for the plants, so are girls for human beings. Unmarried girls, the potential and would be mothers are responsible for carrying forward the family legacy. Primitive societies belong to fertility cult in which people are concerned mainly about two things i.e. crops and off-springs. They need crops to sustain their lives and children to carry forward the legacy of their family. Thus, through *Jawa* rituals, *Kudmi* society made this arrangement to train the potential mothers about child rearing. The rituals they observe during *Jawa* festival would help them to understand how they should look after themselves and their babies in future. So, unmarried girls observe strict rules under the supervision of elder married women and take great care of the seedlings from the day of installation of *Jawa-Dali* to the end of the *Karam* festival.

Jawa preparations start seven, nine or eleven days ahead of the *Karam* festival. Girls gather in river side, take bath and sow various types of seeds of cereals and pulses such as paddy grains, *birhi, kurthi, mung* in the wet sand collected and kept in a bamboo basket or in an earthen shallow plate, *Saraa.* This is called *Jawa-Dali.* Then they sprinkle turmeric water on the seeds and dance around the Jawa-Dali two to three rounds and bring it home. They put *Jawa-Dali* on a stool kept in a place purified earlier with diluted cow dung. Since then, it is customary to sprinkle turmeric water on the seeds every day and worship by offering flowers, light etc. They invoke seeds for early and healthy germination and for their healthy growth. This is followed by singing and dancing around *Jawa-Dali* till late in the evening. Since girls are involved in *Jawa* ceremony, the songs reflect the pains and pleasures of their life. They are the creators and singers of these songs.

Jawa songs can be classified into *Jawa-Thapana geet* (preparation of *Jawa-Dali* and sowing of seeds), *Jawa Bandana geet* (invocation songs), *Dahar geet* (pathway/ street songs) and *Bibidh geet* (miscellaneous songs).The famous traditional *Jawa* invocation song is noted down below for the perusal of our readers.

Jawa invocation song:

Iti iti Jawa kia kia Jawa, Jawa jaonlan moin **Dhan** bahura,
Sehore Jawa ek pat le shaw pat, Jawa jaonlan moin **Dhan** bahura.

In this way the song will continue with the name of the other seeds replacing '***Dhan***', the paddy grains. The following song comes under miscellaneous category in which the menace of peacock has been depicted.

Miscellaneous song:

Dungarika dharin dharin bunalaw moin Gundali.
Dada re, Bhaiya re! Seho Gundali Mejurayen johi johi khay.

Karam Festival: *Karam* is the national festival of the *Kudmi* community. People worship God *Karam* for their well being and prosperity. It is believed that if people satisfy God *Karam* with their worship, He will bless them with bumper crop. At this time of the year, saplings in the paddy field grow up to two feet approximately in height. Usually paddy plants start flowering after September. This is right time for them to worship *Karam*, with whose grace, they believe, paddy-flowers will appear in abundance. Ultimately this would lead to good harvest and bring them prosperity.

Besides, there is a hidden wish for son also. One can make out this from the fresh and healthy cucumber kept as a symbol of son along with other items of worship. Girls address it as '*Beta*' or son. They lay their sons on the bed of cucumber leaves in *Jawa* baskets and pieces of clothes dyed in turmeric water on their sons as quilt. Girls also pray God to grant long life to their brothers.

In the evening of the festival day two branches of *Karam* tree (*Naucleaparvi folia*) are ceremoniously planted in the court-yard. Girls bring *Jawa-Dalis*. Then *Karam* branches and *Jawa-Dalis* are worshipped. After that all of them indulge in singing and dancing to appease God. In *Karam* dance, all can participate irrespective of their age and sex. Night long dance program starts from the invocation song in the evening and ends next day morning. Three categories of songs and dances like *Sanjhberia, Adhratia and Bhinsaria* are performed as per their sequence. Next day early in the morning *Karam* branch and other items are immersed in river or pond water. Two *Karam* songs are given below:

Akhada thapana geet:

Karam katikuti, Akhada thapana kari,
Gopin sabhe kare Ekadashi, Aij re Karama bhel rati.
Jali diha ga Dhani reshamek bati, Aij re Karama bhel rati.

Karam songs are also known as *Panta-shalia Jhumar* songs. One *Jhinga-phulia* song of *Sanjh-Beria* category is given below.

Jhinga-phulia geet:

Question: 1. Kanah katheer Khol kundol je? hanho Bhaya,

Kanah chhare anata chhahay?

Answer: 2. Chandana katheker Khol kundol je, Hanho Bhaya.
Mirgi chhare anata chhahay.

ii. Bandna / Sahrai Festival: Bandna is the festival of cattle worship. It is needless to mention the importance of cattle wealth for an agricultural community. It commences on the *Kartik Amabasya,* the moonless-dark night in November and continues for three days. In the evening of the *Amabasya* night candles are lit in front of the houses. A group of people known as *Dhenguan* or *Dhangda* visit every house in the *Amabasya* night to invoke cattle folk. They sing invocation songs and *Kapila Mangal* songs with the accompaniment of music instruments *Madal, Dhol, Dhamsa* etc. They get rice-cakes and a token amount of money from each house they visit.

On the second day, *Gohal* and *Garaia puja* i.e. worship of cowsheds and *Shiva,* god of agriculture and His consort Goddess *Parbati* (in the form of a round ball of mud and a red lily flower on it) are done. Cattle folk i.e. cows, oxen, calves, buffalos etc. are taken to pond and are washed; oil and vermillion are applied on their horns, paddy flakes with grains knitted as garland are tied on their horns as head gear and fresh grass are offered to them. House master and lady of the house worship them. Best and healthy cow and ox *(Siri-Gai* and *Siri-Balad*) of the house are worshipped first. The nature of the worship reveals that it is nothing but the marriage ceremony of the *Siri-Gai and Siri-Balad.* It is believed that, celebration of marriage anniversary of *Siri-Gai* and *Siri-Balad* during *Bandna* festival would increase their cattle wealth. Agricultural accessories like *hal, langal, joal* etc. are also washed and worshipped. Then sacrifice of a goat or sheep is done in front of the Basil plant-shrine (*Tulsi Mancha)* of the court yard of the house.

On the last day, one group of people visits houses with musical instrument *Mandar* and dry animal hides to make oxen and buffalos play. In front of eveybody's house, one strong ox or buffalo is tied in a pole with the help of a rope for the purpose.

Bandna songs: Songs sung during this festival are known as *Bandna or Ahira songs*. These songs can be categorized into *Dhenguan/Jagran* songs, *Daharia and Goru khelan* songs.

An invocation song has been given below. In this song importance of "*Jagran*" is high-lighted. Cows are regarded as Goddess *Parbati*. It is believed that if people remain awake the whole moon-less dark night of *Kartik Amabasya,* take care of their cattle folk and feed the cattle from time to time Lord *Mahadev* would bless their sons with cows double the number of sons.

Jagaran geet: Jaga ma Lachhmi, jaga ma Bhagabati, Jage to Amabasya rait.
Jageka patiphal debe ma Lachhuman (Mahadeb),
Panch putay dasa dhenu gai.

Ahira geet: 1

Question: Ahire! Kanehi ge Gai-i toke sirijalau Babu hau,
Konehi analau namhai?
Konehi ge Gai-i toke ghare ghare bantalau,
Marta bhume delau chhapalain?

Answer: Ahire! Issharen ge Gai-i toke sirijalau Babu hau,
Mahadebe anawlau namhain,
Lilabatien ge Gai-i toke ghare ghare bantalau
Marta bhume delau chhapalain.

Ahira geet:2.

Question: Ahire! Kon thine jagoye chand suruj re, Kon thine jaage Basmata?
Kon thine jagoye bans ka lora re, Kan thine jage dhenu gai re?

Answer: Ahire! Sarage hin jagoye chanda surujre, Patale to jage Basmata,
Ghare hin jagaye bans ka lora re, Gahale to jage dhenu gai re.

iii. Makar festival: *Makar*, the last festival of the year is celebrated in mid-January. Harvest was over by this time and granary of every house is full with crops. People's year long hard work of raising crops was rewarded with golden grains. Their happiness knows no bounds. With happiness allover they celebrate *Makar* festival with pomp and ceremony.

On the previous night of the festival day rice-cakes are prepared from rice flour with jaggery (*gud-pitha)*, stuffed and seemed rice cakes (*dumu-pitha*), sweet balls of sesame with jaggery (*til-laddu*) etc. On the festival day people take bath and wear new clothes in the early morning and eat cakes. A special dish prepared from rice flour and meat or '*mans-*

4

pitha' is a must for every house. They distribute rice-cakes among relatives and neighbors.
Tusu worship is the special attraction of *Makar* festival. Girls worships '*Tusu' with great zeal.* On the *Agahan Sankranti* day (last day of *Agahan)* girls install *Tusu* by keeping rice-*tush*, a ball of cow dung and wet rice-flour balls in a bamboo basket or in a burnt shallow plate of clay called *Saraa.* After month long worship they immerse *Tusu* on *Makar Sankranti* day. On the last day of the year, remains of the grains -'*tush'* is given farewell and was promised to bring back again in the same occasion. They bid farewell to the paddy grains symbolically because life-cycle of rice which began from the *Jawa*, the festival of germination of seeds ends after harvest before *Makar sets in.* Rice grains will be invoked next year again with *Jawa* festival. Keeping of cow dung, the best organic manure suggests the magic done for the healthy germination and better yield of the year to come. In the same way auspicious rice-flour balls are kept to protect them from evil eyes. *Tusu* here is the lovely daughter of the girls who worship it. When *Tusu* comes after one year, girls calling them *Tusu*'s mothers take care of *Tusu* in every possible way. In this way life-cycle of Paddy grains was celebrated through various occasions. Here are some examples of *Tusu* songs.

***Tusu miscellanious songs*:** 1. Kheil bhange lo sangatira, Maaiyen hamar dakeisahi,
Khelek gati ghuri deyin, Maain mor kandeisahi.
2. Bera uthe jhikimiki, Tusu kahe uthena,
Kahe Tusuk mon bhanklehek, Kholi ketha keha na.

Tusu Farewell song: 1. Jayin Tusu paniyn bahane,
Take anabon ghuri Aghane.

iv. Sarhul Festival*:* *Sarhul* is the festival of flowers. It is celebrated in spring, the queen of all seasons. The worship begins from the third day of bright fortnight till the end of *Chaitra* (March-April) month. During this period the ceremony is observed by different villages as pr their decision. This worship of Nature is performed in *Sarna* or *Jaher-than*. During spring *Sarai* or *Sal* (Shoria robusta) trees are decked with profuse flowers. Main items of offerings are *Sal* flowers, non-boiled rice *(Arua)*, *durba* grass, vermillion, ghee, and jaggery. Worship is followed by sacrifice of goat, sheep, cock etc. After the worship, girls and women adorn *Sal* flowers on their hair and men on their ears. Flowers are also kept on the thatched roof of the houses for the wellbeing and prosperity of the family. The worship is followed by singing and dancing in which both men and women take part.

Sarhul song1 ***Question:*** Ki phule seba Laya, Ki phule seba?
Answer: Salai phule Laya, Sarhul seba.

Sarhul song 2. De go mai, pata peinri, Dhura mai lagi geli,
E go mai, lil sadi ghame bhiji geli.

3. Seasonal Songs: There are two concepts of seasonal songs. The songs sung as per the spring, summer and rainy seasons of the year which depict beauty, bounty and fury of nature as well as feeling and emotion of men and women. Impact of spring, hot summer and rainy seasons leave deep imprint in the mind of people who acknowledge the changes in nature through their songs. Secondly, seasonal songs may refer to the songs associated with various festivals and worships which are sung only once a year at the time of occurrence of the festival concerned. These songs are functional in nature and are sung with certain purpose for the betterment of the society. Once the purposes of the songs are over, these songs are not permitted to sing for the rest of the year.

Kudmali songs may be seen in the light of the second concept. Basically *Kudmi* community is an agricultural community. The community celebrates agro-based festivals with some purpose, i.e. healthy germination of the seeds, invocation of rain, good harvest and so on. Songs related to *Jawa, Karam, Bandna, Tusu, Sarhul* festivals are seasonal in the sense that they are sung with their respective festivals once a year with certain purpose. Once the festival is over the festival related songs cease to be performed. For example *Jawa* songs are sung from the time of its preparations to the end of *Karam* festival. After that *Jawa* songs are not permitted to be sung. This is the case with songs of other festival too. It is believed that violation of this would cause breaking of epidemic in the region. We can trace descriptions of various seasons of the year from the festival and some ritual songs.

Descriptions of spring season: When Nature adorns a veil of green foliage with motifs of colourful flowers on it, when the vegetation of dry-deciduous forests of the region decked up with fresh twigs and light green leaves and at the same time exudes a riot of colours all over with green-*Sal* flowers, bright red forest-fire: *Palash*, crimson-*Simul*, orange-*Dhadki,* white-*Kudchi,* cream-*Champa* and *Gulaich* flowers catch the imagination of folk poets who burst into songs in their ecstatic moments.

Description of Spring:

Song: 1. Chait Baishakh mase, phutali Paras phul,
Padari re mahaki awoy bas.

Song: 2. Kahan kahan phuti gelain Pandari re?
Kahan kahan phuti gelain Nehari re?
Bane jhare phuti gelain Padari re,
Gadhain dhipain phuti gelain Nehari re.

Descriptions of Rainy season: Rainy season is no less beautiful than spring. *Asarh, Shraban*, and *Bhadra* months come under rainy season. Songs of rainy season are full with Nature's bounties as well as its calamities. Emerald colour exuding from the trees in the hills and valleys fills the heart of everybody with joy. At the same time hovering of dark-heavy clouds from one horizon to another, the gale of wind, rain accompanied by thunder and lightning and fury of monsoon all around create fear among the children and adult alike. Depiction of such situations and human emotions arising out of these situations are abundantly found in the *Panta-Salia Jhumar*. The following song is an example of this.

Description of Rainy season:

Song No.1. 1. Unaola keria megha, barasayain pani,
Rahi rahi johi dake eho Benga rani, bhai, barisa agama jani
Barasayain pani, bhai, barisa agama jani.
2. Megha sange khele, bhai, jeisana bijuri,
Piya sange khele teisan pranek sangini, bhai, barisa agama jani,
Barasayain pani, bhai, barisa agama jani.

The next song expresses the mental condition of a woman whose husband is way from home for Namal- work. *Asadh* and *Sraban* months of rainy season have passed. *Bhadra*, the third month of rainy season has started but her husband is yet to return home. Absence of her husband in the deadly rainy nights started haunting her.

Song No.2 1. Asadh Saraban mase, Pia rahal parabase, haire
Keisane rahaba pia bine, Bhadara barisak dine.

4. Miscellaneous Songs: Work related, philosophical, Jhumar, Dhua songs are taken in this category.

i. Work related song: During transplantation and harvest time in the paddy field, pounding of rice at home women sing songs to make their work enjoyable and minimize their fatigue. The following is a work related song.

Nihudi nigudi danda tuti, Ketikhan chhuti.
1. Dhenkire dhenki Bhachhya khatin mori,
Dhan sijha dhan kuta re, Keti khan chhuti.
2. Bun delau Jhulur dhan, Adhote khamare ban
Sabannakhay sinan kari re, Keti khan chhuti.
3. Rod pani rait kana, keisane sukhabau tena
Sabannakhay sinan kori re , ketikhan chhuti.

ii. Philosophical Song: Philosophical songs in *Kurmali* dialect are lesser in number. The song mentioned below gives a beautiful comparison between transitory human life and short-lived *Jhinga* flower. The unknown folk poet compares the short lived *Jhinga* flower with human life. The flower blooms in the evening and decays next morning. Similarly a man's life is also short lived. *Jhinga* flowers bloom and radiate bright yellow colour within such a small span of life and give pleasure to the eyes of their onlookers. Man should learn from this tiny, short-lived flower about the truth of life and should extend benevolence to his fellow brethrens. His good deeds would give him satisfaction and he would leave this world without any regret. Nature is always proved to be the source of inspiration to human being.

1. Manus janam Jhinga phuler kali re bhai,
Sainjhe phute bihane jai jhari.
2. Tao phul nache hanse, Pithim ke bhalo base
Jaek khane kandeini re mai.

iii. Jhumar songs: *Jhumar* songs are very popular among the *Kudmi* people. There are various types of *Jhumar* songs such as *Panta-Salia/ Karma, Bhadria, Udhawa, Nachni-salia* and *Darbari Jhumar* and *Rong Jhumar*. Apart from nature, *Jhumar* songs deal with various aspects of human life. Their social system; social and family life; economic perspective; their occupation, belief and faith; philosophy of life; love and hatred, happiness and sorrow etc. every possible thing can be traced from *Jhumar* songs. In short, relation between man and nature, man and man and man and supreme power all come under the purview of *Jhumar* songs. That is why *Jhumar* songs are like the life blood of *Kudmi* and people of other communities of greater Jharkhand. As there is no scope in this paper to deal all types of

Jhumar, only folk category of Jhumar songs are taken into consideration. One *Panta-salia-Karma Jhumar* is given below.

Panta-Shalia /Karama Jhumar :

Question: 1. Kone dela Karam Sari, Kone dela Karam Dala,
Io go! Kone go, Kone dela Sinthe ka Sindur ?

Answer: 2. Sasur dela Karam Sari, Sase dela Karam Dala,
Io go! Saiain go, Saiain dela Sinthe ka Sindur.

Description: 3. Karam sari chhinti gela, Karam Dala bhangi gela,
Io go! Rahi gela, rahi gela Sinthe ka Sindur.

Udhawa Jhumar is usually sung In the jungle, field and on the way out sides the village. These songs are characteristic of openness and direct expression of feelings. That is why these songs are not sung in the village *Akhda*. Here is an example of *Udhawa Jhumar:*

Question: Tilhai chadhi hank mare, Baradi- garikhia ho,
Hen ho! Kakar bihawa lele jai?

Answer: Ankhi tara je phutaye, Baradi-garkhiahon ho,
Apan bihawa lele jai re.

5. Characteristcs of Kudmali folk songs:

So far we have discussed in brief about various types of Kurmali folk songs. Now, various characteristics of *Kudmali* songs will be discussed under literary, musical and presentation heads.

i. Characteristics related to language and literature: *Kudmali* folk song is one of the primitive songs of India. It has certain characteristics of its own.

Nature of the songs: Songs are simple but deep in emotions. They are extempore in nature. The songs sprang from the core of the people's heart in the moments of their ecstasy. Therefore, traditional *Kudmali* folk songs like other folk songs lack poet's signature in them. Once created, songs rolled down from generation to generation. In this manner *Kudmali* songs were preserved till date in oral tradition.

Nomenclature of songs: Basically *Kudmali* songs are dance songs. That is why they take their names from the dances, they are attached with. For instance, songs attached with *Jawa* dance are known as *Jawa* songs and so on. There are also songs without dance. Ritual songs like marriage songs, *rumuj* songs etc. come under this category in which songs take names from the rituals they are attached with.

The dialect: The songs are in *Kudmali* dialect. *Kudmali* dialect is one of the ancient dialects (Early Dravidian Language), originated prior to the advent of *Aryan* people. It belongs to *Kudmi* community like Santali of Santal community. As discussed earlier, *Kudmali* is an independent and early *Prakrit* dialect which is also used as the lingua-franca of the region.

Forms of songs: Most of the *Kudmali* songs are found in 'question and answer' form. One may observe 'question and answer' form in *Ahira, Jawa & Karam* and *Jhumar* songs discussed earlier in this article. Some songs are in vogue in descriptive form too. The work-related song mentioned in this article- '*Nihudi nihudi danda tuti, Keti khan chhuti'* may be seen in the light of descriptive song.

Subject matter: The 'all-embracing' nature of *Kurmali* songs have an amazing store house of subject matters by incorporating all aspects of the life of *Kudmi* people and the nature under the umbrella of which they live since time immemorial. Subjects pertaining to their socio-politico-eco-cultural traditions, human emotions like love, affection, sympathy and hatred, pains and pleasures of life, belief and faith are vibrant in such songs. People's experiences of the beauties, bounties and calamities of Nature also found vivid expression in *Kurmali* songs.

Besides, some songs are important from the historical point of view which reveal about the early settlement of the community. The following *Karam* song reveals about the celebration of *Karam* festival in the Harappa's dance arena (Akhada).

Karam song: Tupa bharal jai, **Hadappan** Akhadain,
Hamra sabhe pujabau Karam Gosain.

The following *Karam* farewell song reveals about the old practice of calculating months in a year. In the *Kudmi* calendar there are six months only in a year. Each month of *Kudmi* calendar lasts for two months of the English calendar. Name of the six months as per *Kudmi* calendar are: *Madhu-mas, Khara-mas, Rapa/Barsa-mas, Niran-mas, Katin/Amal-mas and Jad-mas.* Reference about this is found in the following *Karam* song. The song tells that, God *Karam* is with them today. Tomorrow people would bid Him farewell and he would be at the other side of the river

Kans. After **six months** i.e. **after one year**, in the *Bhadra* month of next year they would bring God back again to worship.

Karam farewell song: 1. Aij tare Karam Raja Ghare duare,
Kail tare Karam Raja Kans nadi pare.
2. Jahu jahu Karam Raja eho **chhaw mas,**
Awata Bhadar mas anabau ghurain.

'Rasa' found in Kudmali songs: All the human sentiments, (*Naba-Rasas)* may be seen in Kudmali folk songs. The songs are deep in the sentiments like *Sringar (love)*, *Bhakti* (devotion), *Ghrina* (hatred), *Bhaya* (fear), *Batsalya* (affection), *Roudra* (heroic), *Karuna* (sympathy), *Hasya* (laughter) and *Shanta* (neutral or peace). One can refer to the '*Bandana*' (prayer) songs of various festivals and worship; '*Bidai*' songs and mother's love for her daughter expressed in marriage songs as the examples of *Bhakti, Karuna*, and *Batsalya Rasas* (emotions) respectively. *Shringar rasa* is found in the love songs of *Panta* and *Udhawa Jhumar* songs.

Rhetoric: Though the characteristic feature of *Kudmali* songs lies in its extempore nature, traces of rhetoric may be noticed in them. They are not created by any conscious effort rather occurred in the songs in a natural way. One may find 'simile' in the expressions like '*Phul jeisan hansi tahar*' or '*Chanda badani Dhani*', in which '*phul*' and '*chand*' are the '*upama*'; '*hansi*' and '*badani*' are the '*upameya*'. Similarly we can refer to the comparison drawn between '*megha*' and '*piya*'; '*bijuri*' and '*sangini*' in the song no.1 of rainy season songs mentioned above. These songs are found mostly in '*Muktak chhanda*'.

ii. Characteristics related to melodies: Under this head, musical notes, range of melodic movement and music-parts have been taken into consideration.

Notes: *Kudmali* folk songs have both types of notes, i.e. natural notes (*shuddha-swara*) and few flat notes (*bikrit-swara*). Among flat notes flat *Nishad* and *Gandhar* are usually found. The flat *Nishad* and *Gandhar* notes are represented by 'N' and 'G'. Use of flat N is there in the notation of the first line of the following *Jawa* song.

Beats: 1 2 3 / 1 2 3/ 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3/ 1 2 3 / 1 2 3/
Notes: P - - / N - - / S - - / S - -/ N - S / N D - / P - M / - - -/
Song : I ti . / i ti . / ja . wa / . . . / ki . a / ki a . / ja . wa / . . . /

Except flat N rest other notes are natural notes in this song.

In the following *Ahira* song one can find flat G and N. We can see this from the following notation. Flat 'N' and 'G' are used in the second division of the fourth and tenth line respectively. The divisions are shown by putting oblique (/)sign.

Ahira song: Ahire! Suddha lagi Gai-dhani ke sirijala re, Palan lagi anala namhai,
Dudha lagi Gai-dhani ke, Ghare ghare bantala,
Martya bhume dila chhapulayn.

Beats: 1 2 3 4 / 1 2 3 4 / 1 2 3 4 / 1 2 3 4, /
Notes: - - R M / P - - - / P. - - - / P - - -, /
Song: . . A hi / re, . . . / . . . . / . . . . /
Notes: R R M M / P P PD **'ND'** / P M M M / - - MG RS /
Song: Shud- dha la gi / Gai dha ni. ke. / Si ri ja la / . . re . /
Notes: S - R - / R R MG RS / S - - - / S - - - /
Song: Pa- lan la gi / a na la. na. / mha i . . / . . . . /
Notes: - SS R M / M - MG RS / S S R GR / S - S S /
Song: . **Dudha** la gi / Gai dha ni. Ke. / gha re gha re. / ban . ta la /
Notes: P PD P MG / R **'RG'** R S / S - - - / S - - - /
Song: Mar ta bhu me. / Di La. chha pu / lya . . in / . . . . /

Tonal range: Tonal range of *Kurmali* songs is generally found within one octave except some *Panta-salia Jhumar* songs, the melodic movements of which are found up to one and half octave. The tonal range of the above mentioned Ahira song for example is within one octave which spreads from Tonic note of the middle octave (*Sadja* swara of *madya Saptak*) to the tonic note of higher octave (*Sadja swara* of *Tar* Saptak).

Melodic parts: Generally *Kudmali* songs have two musical parts in the true sense of the term, *Kali* and *Dhua*. These music parts are shown in the following *Karam* song.

Kali: Padala Bhadara mas, Suna gaw mor Sasur Sas,
Eho mase karama parab.

Dhua: Sas gaw! Karama Parabe naihar Jab.

Starting Note of the Songs: Three types of beginning points are in vogue in *Kurmali* folk songs. Some begin from the Base or tonic note of middle octave (Sadja / S of Madhya Saptak), some from the middle notes (Madhyam/M or Pancham/P) of the same octave and some from the Tonic note of higher octave (Sadja/S of the Tar Saptak). The following examples may be seen for this.

i) Songs that begin from the tonic note of the middle octave: The song "*Am phale dhanka, dhanka, Tental phale banka*" noted below begins from the Tonic note of middle octave (S). Only the first line of the song is noted here and this served the purpose.

Note: - 'S' R / M P - / D S - / S S - / - - - / - - - /
Song: . A . / pha le . / Dan ka . / Dhan ka . / . . . / . . . /

ii) Songs starting from the middle note of the Middle octave: The famous *Panta-salia Jhumar,* "*Kahan Malin baje, joda re Dhamasa*" begins from the Madhyam note (M) of the middle octave.

Beats: 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 / 1 2 3 /
Note: 'M' - - / G M - / P - - / P - - / S - R / S N D / P D P /
Song: Ka han . / Ma lin . / ba . . / je . . / Jo da . / re dha . / ma sa . /

iii) Songs, starting from Tonic note of Higher Octave (S): Here is a *Panta-salia Jhumar* depicting famine which starts from the Tonic note of higher octave.

Note: 'S' - S / - S N / D N D / P P - / P - P / D P - / MG R - /
Song: Da . ru / . na . / a . ka / . le . / ne . hi / mi le . / dha . n /

Melody Types: Various types of melodies are in vogue in *Kurmali* songs. Melody is known as '*Reg*' in *Kurmali* dialect. Like *Raginis* in classical music, different types of Regs are there in *Panta-salia* or *Karam* songs. Some of them are *Jhinga-phulia, Khemta, Chhalkawa, Gadhowa* and so on.

On the *Karam* night numerous songs are danced away from dusk to dawn. But, songs are not performed in half-hazard manner. A sequence of performing different groups of songs i.e. *Sanjh-baria, Adh-ratia and Bhin-saria* is maintained throughout. Songs and dances of these three categories represent middle, slow and fast rhythms respectively. Again, in each of these three groups have their own melody types (*Regs*). *Jhinga-phulia, Chhalkawa Khemta* are the evening melodies (*Sanjh-beria*), *Gadhawa, Madawa Regs* are the mid night melodies (*Adh-ratia*) and *Thad-rinjha, Uda-khandia* etc. are the early morning melodies (*Bhin-saria*).

iii. Characteristics related to Rhythm: Rhythm plays an important role in a music composition. Rhythm is that plane on which music stands erect. Rhythm also controls the melodic and dance movements. Let us have a glimpse of various features of rhythm of *Kudmali* folk songs.

Indigenous Mnemonic Syllables: Rhythmic system of *Kurmali* folk songs has a special identity of its own. The mnemonic syllables comprise sounds like *dedang, didang, khlendang, Dang-dang, Da-dang, Dhating, Dinir, Dahan-tin, Tang, Tung, Ting, Tarr* and so on sprang from the indigenous sounds. These syllables are produced jointly by *Madal/Mandar, Dhol, Dhamsa* and *Chedpeti*. Various rhythmic syllables are played in a proper pattern as per the melody to make the Tala.

Lengthy Talas: Rhythm of *Kurmali* songs lack codified-syllables known as "*Theka*". Therefore, *Talas* become lengthy. Rhythm starts from the beginning of the song and ends with the song making it lengthy.

Asral / Khad-Bhanga piece of Rhythm: *Asral* or *Khad-bhanga* rhythm is that piece of mnemonic syllables or Boles with which a *Madal* player initiates rhythm. One piece of rhythm i.e. six beats in triplicate and eight beats in quadruplicate metres are played as an initial rhythm till a certain point. The instrument player warms up his fingers through this as well as waits for the exact place or *Ghat* from where he would start playing the *Kat*.

Ghat: *Ghat* is that particular place from which *Kat* is initiated.

Kat or Katan: '*Kat*' may be described as a garland of indigenous mnemonic-syllables which is played once before playing the main *Tal*. *Kat* or *Katan* has a very important place in the rhythmic structure of *Kudmali* songs. The song begins and also ends with the *Katan*. After the initial *Kat*, the main *Tala* is played with the *Kali*. *Katan* also separates *Kalis* from *Dhua*. Unlike '*Tihai*' of classical music, in which a piece of rhythm is played thrice, *Kat/Katan* of *Kudmali* folk songs is played only once.

Metres of Rhythm: Generally the rhythm of *Kurmali* songs is found in Triplicate (*Trai-matrik chhanda*) and quadruplicate (*Chatur-matrik chhanda*) metres. Rhythm of triplicate metre has three beats in each of its division, such as 1 2 3 / 1 2 3 and quadruplicate metre has four beats like 1 2 3 4 / 1 2 3 4 /. The sign of division is shown by placing an 'oblique' sign (/) after three beats in triplicate and four beats in the rhythm of quadruplicate metre. Metres of triplicate and quadruplicate rhythm may be seen from the notations of songs mentioned earlier. The rhythm of *Ahira* song given

above is in quadruplicate metre where as *Panta-salia Jhumar, 'Kahan Malin Baje....'* is in triplicate metre.

iv. Characteristics related to presentation: *Kurmali* folk songs have their own system of presentation, the originality and identity of which was time tested and was maintained through the passage of time. Let us have a look into this aspect.

Reverse order of singing: Two musical parts i.e. *Dhua* and *Kali* of *Kudmali* songs are like *Sthai* and *Antara* of classical music. The special character of *Kurmali* folk songs lies in the fact that they begin with '*Kali*' unlike classical and semi-classical music. '*Dhua*' follows *Kali* in the order of singing.

Singing pattern: First, the leading singer starts first Kali of the song. After that *Mandar* player starts playing *'Asral or Khad-bhanga'* rhythm to warm up and waits for *Ghat*- the proper place to come. From the *Ghat* begins the *Kat,* just like '*Uthan*' of classical music. *Dhua* is sung after the *Kali.* Other singers join in *Dhua* for the chorus singing. *Dhua* is repeated for some time. After playing the *Kat in the Dhua,* main *Tal* starts from the next *Kali.* The main Tal generally is played from the first *Kali* in case of a small song. In case of songs having more *Kalis it begins from the second Kali.* In this process the whole song is performed. The song ends with the last *Katan.*

Various *Talas* are played depending upon the nature of the songs. *Tal* of a *Khemta Jhumar* for example is not supposed to be played with a *Gadhua Jhumar* song. Similarly, *Talas* of *Ahira* songs cannot be played with *Jawa* songs and vice versa.

Conclusion: From the analysis of various aspects of *Kurmali* folk songs it can safely be concluded that the legacy of this very old and unique tradition is the prized possession of *Kurmi* community who created and developed so affectionately by nurturing it through the passage of time. Such an array of songs, gold-mine of subject matters, diverse rhythmic structure, innumerable melodic motifs and unique type of presentation speaks volumes about the richness of *Kurmali* folk songs: the cultural heritage of *Kudmi* community. It is neither achieved with ease nor in a day. It took thousands of years of arduous journey and contributions of our ancestors through generations to reach such a height of richness. Therefore, it is the duty of everybody to contribute his or her might for the promotion, preservation and propagation of the rich cultural treasure of *Kurmali* folk songs. Now-a-days collection, analysis and publication of *Kudmali* folk songs are found in progress. This good gesture is to be carried out nonstop to unfold the hidden aspects of our culture and tradition.

References:

1. Dr. Bankim Chandra Mahato : Jhadkhander Lok Sahitya ,Pratim Prakashan, Raghunathpur, Jhargram, Medinipur, West Bengal.
2. Dr. Binay Mahato : Lokayat Jharkhand,Nabapatra Prakashan, 8, Patuya Tola Lane,Kolkata-9.
3. Shri Radha Gobinda Mahato : Jhadkhander Kudmi,Indian publications,3, British Indian Street, Kolkata-69.
4. Prof. Anadi Nath Mahato : Kudmali Bhashar Utsa O Bikasher Itihas, Mulki Kudmali Bhakhi Baisi, Ramkrishna Pur, Purulia.
5. Dr. H.N.Singh. : Kurmali Sahitya: Bibidh Sandharbh, Kurmali Bhasha Parishad, Ranchi.
6. Shri Sadhan Mahato (editor) : Marang Buru, (Bandna), Second year, Vol.II. Maya, Chak Bazar, Purulia.
7. Shri Kirity Mahato. : Sindhu Sabhyatar Bhasha O Kudmali, Mulki Kudmali Bhakhi Baisi, B.T.Sarkar Road, Purulia, West Bengal.
8. Dr.Binpani Mahato. : Un-published Ph.D. These, Indira Kala Sangeet Vishwa-vidyalaya, Khairagarh, Chhattish garh.
9. Binapani Mahato : "A Glimpse on Jhumar: The Popular Folk songs of Mayurbhanj, Chhota-Nagpur and Purulia Region": **The paper read on the 10 th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Post- Plenary Session, Calcutta, 1978.**
10. Resource Persons. : Shri Shaktipada Mahato, Shri Upendra Nath Mahato, Shri Kiriti Mahato, Shri Prbhakar Mohanta, Shri Biranchi Mohanta, Dr. Adikanda Mohanta.

Head of the Department of Music (Retd.),
The Graduate School, College for Women, Jamshedpur And Ethno-Musicologist.

সগড়

কুড়মালি ভাষায় একমাত্র মাসিক পত্রিকা

কুড়মালি

মুলুক

পড়ুন ও পড়ান।।

যোগাযোগ : বি.টি.সরকার রোড, মিউনিসিপাল কমপ্লেক্স, সেকেন্ড ফ্লোর, রুম নং-২, পুরুলিয়া
ফোন :৯০০২৩৯৬৩৯৩ / ৮৭৬৮৭০৪৪৮৯ /৯৬৩৫৩০৩৪৪৩

কুড়মালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গে দু'চার কথা

সৃষ্টিধর বঁশরিআর

বৈচিত্রময় সংস্কৃতির দেশ ভারতবর্ষ। এখানে যেমন কালো, গোরা, মিশ কালো তামাটে নানা রঙের মানুষ দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি তাদের জাতি, ধর্ম, পেশা, ভাষা, খাদ্য, পোশাক, আচার, আচরণ ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় নানান সংস্কৃতির মানুষের বাস। এই বৈচিত্রময়তার মধ্যে কুড়মালি সংস্কৃতি অন্যতম ও প্রধান। এই সংস্কৃতি এতই মহান যে বর্তমান অশান্ত পৃথিবীকে শান্তির পথ দেখাতে পারে।

কুড়মালি সংস্কৃতির মূল ধারক ও বাহক জাতি হল কুড়মি জাতি কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না একমাত্র কুড়মি জাতিই নহে সঙ্গে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মানুষজনও আছেন। এই সংস্কৃতি হল এক জাতীয়তা। হড় মিতানদের নিয়ে ভায়াচারি সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির মানুষ অন্যদের জয় করে না, কখনো ছোট ভাবে না, বরং ভালবেসে আপন করে বুকে টেনে নিতে পারে।

কুড়মালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কুড়মি জাতি মূল ভারতবর্ষের মূল অধিবাসী। আদি বাসিন্দা অর্থাৎ ভূমিপুত্র। বলতে গেলে ভারতবর্ষে এককভাবে সর্ববৃহৎ জন গোষ্ঠীর মানুষ। এই সংস্কৃতি বেদ পূর্ব যুগের, অবৈদিক। প্রাগৈতিহাসিক অতিব প্রাচীন, সনাতন।

এই মহান সংস্কৃতির কিছু কথা আলোচনা করার প্রয়াস করছি। আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, সংস্কৃতি বলতে একটা জাতি বা গোষ্ঠীর সকল মানুষের সামগ্রীক জীবন প্রবাহের পূর্ণরূপ বোঝায়। সেই পূর্ণরূপের মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার ধর্ম বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন, আনন্দ-উৎসব, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, খাদ্য উৎপাদন, খেলা-ধূলা, নাচ-গীত, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি সবকিছু বোঝায়। অর্থাৎ একটা জাতিকে প্রবহমান থাকতে সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় ব্যবস্থা, আইন-কানুন যা কিছু প্রয়োজন সবই সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান সব কিছুই সংস্কৃতির অংশ এবং তাকে জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষ বর্তমানে স্বাধীন দেশ। কিন্তু এই ভারত পূর্ণ ভারত নয় খন্ডিত ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের মতই কুড়মালি সংস্কৃতির পূর্ণরূপ আমরা হয়তো পাবো না। অনেক আঘাত, অত্যাচার সহ্য করে যে টুকু ঠিক আছে সেই টুকুই আমরা বলতে পারি। লিখিত তেমন পুঁথিও নেই বললেই চলে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস পরাজিতের ইতিহাস। প্রথম পরাজয় আর্য জাতির কাছে। দ্বিতীয় পরাজয় মুসলমান জাতির কাছে। তৃতীয় পরাজয় ইংরেজ জাতির কাছে। বিজেতারা পরাজিতের উপর তাদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যারা মানতে চায় নি তাদের উপর কঠিন-কঠোর অত্যাচার হয়েছে। একথা অনুমান করে বলা নয়, ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার অতি বাস্তব কথা। কারণ রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ীভাবে নির্বিঘ্নে চালাতে গেলে, শাসন করতে হলে বিজয়ীর ধর্মনীতি, সমাজ-নীতি পরাজিতের উপর চাপিয়ে দিতে পারলে সহজ হয়। একথা মিথ্যা নয় কখনো। সত্যি কথা।

সহজেই বোঝা যায়, এক বছর নয়, দুই বছরেই নয় প্রায় আড়াই তিন হাজার বছর ধরে অত্যাচার সহ্য করে ভারতবর্ষের মূল আদিবাসী ভূমিপুত্রেরা বর্তমান কাল পর্যন্ত তাঁদের নিজ নিজ সমাজ সংস্কৃতিকে সচল, সজীব ও জীবন্ত করে রেখেছেন তাঁদের পায়ে আভূমি কোটি কোটি প্রণাম।

মহান মহান গবেষক, পন্ডিত, দার্শনীকদের কথা কোন জাতি তাঁর অর্থ সম্পদ, স্বাস্থ্য, ঘরবাড়ী এখন কি দেশ হারালে ফিরে পেতে পারেন কিন্তু তাঁর সংস্কৃতি হারালে অস্তিত্বও শেষ হয়ে যায়। কোন জাতির সংস্কৃতি হল মহামূল্য মাথার মনী স্বরূপ। মনী হারালে সাপ যেমন বাঁচে না তেমনি সংস্কৃতি হারালে জাতি বাঁচে না। অতএব এর গুরুত্ব অপরিসীম।

স্বাধীন ভারতবর্ষে ভূমি পুত্র আদিবাসীরা সত্য কথা বলতে পারেন? সব অধিকারের কথা শুনতে পারেন? ভুক্ত ভোগী মাত্রই এ কথা জানেন ও বোঝেন। বর্তমান স্বাধীন দেশে যদি এমন অবস্থা হয়, সেই সময় কেমন ছিল, সহজেই উপলব্ধি করতে পারা যায়। তবে দরদী মন নিয়ে ভাবতে হবে।

একটি কুড়মালি লোক কথা (কহ্নি) প্রায় সকলেই জানা ও শোনা। কহ্নিটি হল -"শিয়ান শিয়াল"। গল্পটি অতি সাধারণ মনে হলেও এর ভিতরের এক গভীর তত্ত্ব কথা আছে। যে সময় গল্পটি তৈরী হয় তখন মূল ভারতবাসী এতই পরাধীন ছিলেন যে সরাসরি কোন অন্যায় অত্যাচারের কথা মুখ ফুটে প্রতিবাদ করা তো দুরের কথা কোন কথা বলারই কোন ক্ষমতা ছিল না। সেই জন্য ভবিষ্যতে তাঁদের উত্তর সুরীদের জন্য ঈঙ্গিতে সাবধান হওয়ার ঈঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

গল্পটি এই রকম - এক যে ছিল শিয়াল। সে রোজ বাড়ী নাময় কুল খাতে আসত। কুল খাতে যাঁয়ে শিয়ালের নাকে কাঁটা ফুটে গেল। সে তখন

লাগিত ঘর গেল নাখের কাঁটা কাড়তে। কায়দা করে নাপিতের নরুন হাতিয়ে নিল। তার পর শিয়ান শিয়াল একে একে কুমারের ভাঁড়, বাগালের গাই, কুলুর বউ শেষে মুচির মাদ্যলও হাতিয়ে নিল।

সামান্য একটু ভেঙে দেখলেই সহজেই বোঝা যায়। শিয়ান শিয়াল আর কিছুই নয় ব্রাক্ষন্যবাদী সংস্কৃতির মানুষ আর্য জাতি। এই সংস্কৃতি লোক প্রথম ভারতের ভূমি পুত্রদের খাবার নিতে এল, এরা সহজে দিবে কেন? তাঁদের হাতে মজুত যেমন অস্ত্র ছিল তাই নিয়েই প্রতিরোধ করলেন। কুল হল খাদ্যদ্রব্যের প্রতীক। কাঁটা হল অস্ত্র। নরুন চিকিৎসা পদ্ধতি। ভাঁড় শিল্প প্রযুক্তি। গাই বল বীর্য চেতনা শক্তি। কুলুর বউ হল ইজ্জৎ। মুচির মাদ্যল হয় সংস্কৃতির প্রতীক। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মানুষ প্রথমেই সংস্কৃতি হাত দেয় নি। না না ছলে বলে কৌশলে খাদ্য, অস্ত্র ইত্যাদি শক্তি গুলি একে একে হাতিয়ে নিয়ে ভারতের ভূমি পুত্রদের সংস্কৃতিতে হাত দিয়েছে। এখন সব ওদের হাতে। তোমরা ওদের দাসতো বটেই জন্মদাস। গোলাম। যদি পারো ওদের থেকে দূরে থেকে সামর্থবান হও নিজেদের বাপতিয়া জিনিস উদ্ধার করে আন। "শিয়ান শিয়াল" হঁস দিশার সঙ্কেঁত চিহ্ন, মামচিত্র। সমাজ ও সংস্কৃতি এ সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে আলাদা করে বলা বড়ই কঠিন। কুড়মালি সংস্কৃতির কথা বলতে গেলে কুড়মালি সমাজ সামাজিকতার কথা বলতেই হয়। আগেই বলা হয়েছে কুড়মালি সংস্কৃতি পৃথিবীর এক অতি মহান সংস্কৃতি। বলতে গেলে এর সামাজিকতায় একে মহান করেছে। পৃথিবী জুড়ে অর্থ-সম্পদের বন্টন ভোগ দখল নিয়ে চলছে গোন্ডগোল, বিশৃঙ্খলা, নানান ছোট বড় কেলেঙ্কারী। কিন্তু কুড়মালি সামাজিকতায় ভোগ দখল, কন্টন নিয়ে কোন বিশৃঙ্খলায় স্থান নেই। আদিকাল থেকেই এই সমাজের ধন-সম্পদের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই সম্পদের সম বন্টনের মাধ্যমে গড়ে তুলেছিলেন সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা। সমাজের নীতি-নিয়ম ও শৃংখলা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। জমি-জমা, টাকা-কড়ি অন্যান্য সম্পদের উপভোগ, দায়-দায়িত্ব, শ্রম এমন কি সুখ, দুঃখের সামগ্রীক ভাগাভাগিকে বলা 'অজ'। প্রত্যেকের জন্য "সম-অজ" এই বন্টনের নীতি ও আদর্শ নিয়েই ভূমিপুত্র কুড়মালি' সংস্কৃতির মানুষ গড়ে তুলেছিলেন তাঁর সমাজ। "সম-অজ" (সমান ভাগ) থেকেই হয়েছে সমাজ। আর এই সমাজ সামাজিকতায় বিশ্বাসী বলেই কুড়মালি সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে আজও কোটিপতি ধনী, হাভাতে ভিক্ষারী ও পতিতা এই তিন পর্যায়ের লোক দেখা যায় না।

এই "সম-অজ' সামাজিকতা যদি বিশ্ববাসী গ্রহণ করেন তা হলে বিশ্বে ভোগবাদ, ধনবাদ, ফ্যাসিবাদ, সৈরাচার, ফাঁকিবাজী, আত্মকেন্দ্রিকতা, বিশ্বাস ঘাতকতা, ঘুষখোরি, বেইমানি, খুন, রাহাজানি আপনা আপনি কমে যাবে। এমনকি বন্ধও হয়ে যাবে।

কুড়ামালি একটি জাতীয়তা। এই জাতীয়তায় পড়ে সেই সম ভাবাপন্ন জাতি-গোষ্ঠীগুলি যেমন কুড়মি, কুইরি, কুমার, বাগাল, রাজোয়াড়, দেশওয়ালী, হাড়ি, মুচি, বডাম, ঘাসী, মাহালী প্রভৃতি। অত্যন্ত দুঃখের কথা হিন্দু সমাজে এঁরা জল চল নহেন। এমনকি হিন্দু সমাজের সব চাইতে নীচু সিঁড়ির শুদ্রদের কাছেও এঁরা অস্পৃশ্য।

কুড়মালি সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক কুড়মি জন-গোষ্ঠী। এই জাতি ও জন গোষ্ঠীর মানুষ তাঁদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর বংশ প্রতীক বা টোটেম শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ ও তার বিধি-নিষেধ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতি-পালন করেন। গাছ, লতা, পাতা, পাহাড়, পশু, পাখী, পতঙ্গ ইত্যাদি কুড়মি জাতির টোটেম। সেই অনুযায়ী বঁশরিআর, শাঁখোআর, টিড়োয়ার, কাটিআর, বানুআর, জালবানুআর, বাঘবানুআর, হাঁসোআর, কড়োআর, হিঁদোআড়, পুনুড়িআর, কেশরিআর ইত্যাদি সবে মিলে ৮১ (একাশিটি) গোত্র।

কুড়মি জাতির মানুষ মুলতঃ কৃষিজীবি। লোক ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করতে এঁরা ঘৃনাবোধ করেন। শরীর খাটিয়ে, গা গতর পুড়িয়ে, ঘাম ঝরিয়ে এঁরা আয়-উপায় করতে ভালবাসেন। না খেতে পেয়ে মরে গেলেও এঁরা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন না। ঘৃন্য বরপন এবং জঘন্য সতীদাহ প্রথা এই সমাজে কখনো ছিল না। বিধবা বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পুনঃবিবাহ (সাঁঘা) সমাজ— স্বীকৃত।

কুড়মি জাতির নিজস্ব ভাষা আছে, কুড়মালি ভাষা। ভাষার নিজস্ব শব্দ ভান্ডার আছে। আছে— নিজস্ব উচ্চারণ ভঙ্গি। আছে নিজস্ব ব্যায়াকরনিক বিশেষত্ব এবং সর্বোপরি সুপ্রাচীন ও লোক সাহিত্যের ভান্ডার। আছে নিজস্ব গননা পদ্ধতি। কুড়মালি ভাষার ছিল নিজস্ব লিপিও। অনেকে মনে করেন পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতার লিপিই কুড়মালি লিপি। এখনো কুড়মি জাতির বঁশ দাগ যা চিহ্ন যা নিজ নিজ গরুর পাছায় দাগা হয়, মা-বোনেদের শরীরে খদা বা উলখির দাগ, চৌকাঠের সিঁদুর দাগ, বিবাহ অনুষ্ঠানে দেওয়ালে চাল গুঁড়ির চোখ বা আলপনার দাগ হরপ্পা লিপির সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ দাবি করেছেন কুড়মালি ভাষার গবেষক ডঃ আদিকান্ত মহন্ত মহাশয়।

সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনায় জন্য কুড়মি সমাজের ছিল নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা। গ্রাম পরিচালনার জন্য গ্রামের মোড়ল বা প্রধান— "মাহাত"। পূজা পাঠের জন্য 'লায়া'। ডাক হাঁকের জন্য 'গড়াৎ'। অঞ্চল পরিচালনার জন্য 'পরগনৈত'। দেশের জন্য দেশ মোড়ল। সামাজিক নেগ-নেগাচার পরিচালনার জন্য "জন-জামাই-ভাগিনা'।

বাস্কে রাম সুন্দরম তাঁর "সাঁওতালি ভাষার আলোকে বিশ্ব সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে" বলেছেন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর কিছুই নয়, প্রাচীনতম আদিবাসী 'খেরোওয়াল' অর্থাৎ সাঁওতাল, মুন্ডা আদিবাসী এবং আদিবাসী দ্রাবিড়দের সংমিশ্রণের ফসল। (পৃঃ ১১০)

প্রভাত রঞ্জন সরকার তাঁর" রাঢ় ভূমি একাল ওকাল" গ্রন্থে বলেছেন বিশ্বের প্রথম জীবন আবির্ভাব হয় এখানেই। এরা অস্ট্রীক গোষ্ঠী ভুক্ত। কুড়মি মাহাতরা এঁদের বঁশধর। উদয় নারায়ন তেওয়ারী তাঁর "ভোজপুরি ভাষা আউর সাহিত্য" পুস্তকে কুড়মি জাতিকে অনার্য ও দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত এবং এদের মাতৃভাষা কুড়মালি (পৃঃ ২৮১)।

ডঃ সুধীর করণের মতে চম্পা দেশে মুন্ডা, বীরহোড়, সাঁওতাল কুড়মিদের 'খেয়োয়াল' বলা হত। এরা থাকত হিহিড়ি পিহিড়িতে, তারপর গেল চাই চম্পা। এই সময় সাঁওতাল মুন্ডা, বীরহোড় এবং কুড়মিরা

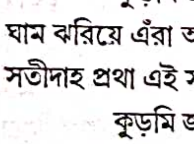

বিছিন্ন হয়ে পড়ে।

নরনারায়ন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'নামের মালায় মানভূম' (পৃষ্ঠা ৪৪, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬) তাতে খেরোয়াল বংশের বারোটি জাতির শাখা একটি সারনীর সাহায্যে— বোঝাতে চেয়েছেন। প্রণিধান যোগ্য সারণীটি নিম্নরূপ;—

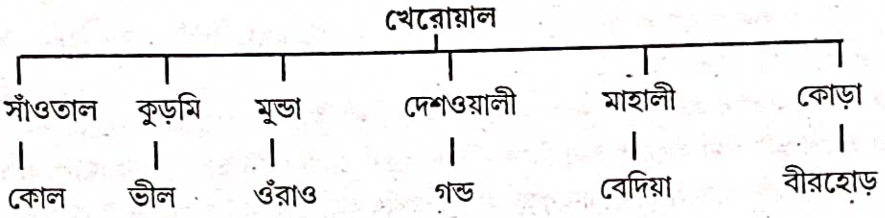

"ঝাড়খন্ডের কুড়মি" গ্রন্থে রাধা গোবিন্দ মাহাত মহাশয় বলেছেন— কুড়মিদের আদি বাসস্থান কুরুম দেশ। কুরুমদেশ থেকে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় প্রসারিত হয়েছেন। সিন্ধুর পশ্চিম সীমান্তবর্তী উপনদী কুরম তীরবর্তী এলাকা থেকে পশ্চিম ভারত, মধ্য ভারত, উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত-ঝাড়খন্ড বিহারে ছড়িয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন পদবী গ্রহণ করেন। উত্তর ভারতে এই জন গোষ্ঠীকে বলা হয় কুরমী। ঝাড়খন্ড জঙ্গলে কুড়মি। গুজরাট মহারাষ্ট্রে— কুনবি, অন্ধ্রে কাপু, এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে— কানবি, কুরাব, কুলামারি, কুলওয়াদি, প্রভৃতি। ঝাড়খন্ড মানভূমে এঁদের পদবি 'মাহাত' বা মাহাতো। এছাড়াও রায় মাঝি, সর্দ্দার, সরকার, বৈরাগী, চৌধুরী পরামানিক বলা হয়। উড়িষ্যায় এঁদের পদবী—মহান্ত।' বিহারের—পটেল, সিন্‌হা, সিং, কুমার, চৌধুরী প্রভৃতি। তবে পদবীর চল খুব প্রাচীন নহে। পদবী ধরে জাতি নির্ণয় করা কঠিন। যেমন 'মাহাত' পদবী কুইরি, কুমার, গরাঞ প্রভৃতি জাতির লোকেদেরও দেখা যায়।

আগেই বলা হয়েছে কুড়মি জনগোষ্ঠী মূলতঃ কৃষিজীবি। সেই জন্য জলের অবস্থান দেখে দেখে এঁরা বসত গড়েন বা বসবাস করেন। "জঁদে জঁদে পানিক সৎ, তঁদে তঁদে কুড়মিক্ জট"।

কৃষির উপযোগী - 'দঅ' বা 'দা' অর্থাৎ দলাশয় বা জলের স্রোতকে কেন্দ্র করে 'বিড়' অর্থাৎ বসতি তৈরী করেছিলেন। দহ+বিড় > দ্রাবিড় হয়েছে। দ্রাবিড় কোন জাতি বিশেষ জাতি নহে, একটি সভ্যতা। কুড়মি জাতি সুসভ্য কল-কুড়মি কড়া বেদ সাসতর ছাড়া' অর্থাৎ বেদ-বিধি বিশ্বাসী হিন্দু সমাজ সংস্কৃতির বাইরের আদিবাসী কুড়মি সমাজের লোক। এঁরা মহাহড় শিবের অনুগামী ও ভক্ত। এক সময় ভারতের সকলেই শিবের অনুগামী ছিলেন। শিবের অনুগামী ও বিধান পালনকারী অধিবাসী সকলকেই "হড়" বলা হত। আর্য জাতি ভারত দখলের পর আর্যদের সমাজ সংবিধান রচয়িতা মনুর নীতি জারি করা হল। মনুর বিধান পালন কারীদের 'মানব' বা 'মানুষ' বলা হত। পরে পরে এখন সবাই মানুষ নামেই পরিচিত।

কুড়মালি সংস্কৃতির মানুষ মহাহড় শিবকে আজও কেউ নাম ধরে ডাকেন না বলেন, - 'বুড়া বাবা' বলে। সত্যিই তিনি বুঢ়া বাপ অর্থাৎ কুড়মি জাতির পূর্ব পুরুষের লোক। তিনি অলৌকিক নহেন। তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ। ব্রাহ্মন্যবাদী আর্য জাতির মানুষ তাঁর শক্তিশালী বিধান ও দর্শন আত্মসাৎ করার জন্য এবং তাঁর অনুগামী লোকেদের মন জয় করার জন্য শিবকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির দেবতা বলে কুক্ষিগত করে নিয়েছেন। এটা ওরা ভালভাবে জানেন, শিব বা বুঢ়াবাবা আদিবাসীদের ধর্ম গুরু ও সমাজ প্রতিষ্ঠাতা। সেই কারণে গর-আদিবাসী সংস্কৃতির লোক গাঁজন উৎসবে কেউ ভগতা হয় না। তিনি সমাজ-সামাজিকতা ধর্ম, চিকিৎসা, কৃষি, আধ্যাত্মিকতা, শিল্প, নৃত্য-কলা ইত্যাদির প্রবর্তক ও প্রচলনকারী। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন তাই শ্রেষ্ঠ ধর্মমত বলে জ্ঞানী-গুনীগণ এক বাক্যে স্বীকা করেছেন। "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" অর্থাৎ শিব কর্ত্তৃক প্রবর্তীত ধর্ম সত্য ও সুন্দর। যা সত্য তাই ধর্ম। এই সত্য ধর্মকে কেউ বলেন সারি কেউ বলেন সারনা। ঝর থেকে যেমন ঝরনা, তেমনি সারি থেকে সারনা।

অনার্য আদিবাসী কুড়মি জাতি প্রকৃতি পূজক। এঁরা নকল মূর্ত্তি পূজায় বিশ্বাস করেন না। যার কাছ থেকে কোন উপকার পায় তাঁকেই এঁরা উপকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, পূজা করেন এবং তাঁর সুখ্যাতির গীত রচনা করে যৌথভাবে নাচ-গীত করেন। গাছ, পাথর, জল, জলাশয়, পাহাড়, নদী, পশু, পাখী ইত্যাদিকে এঁরা পূজা করেন। দেবতাকে এঁরা 'রাই', স্ত্রী দেবতাকে 'রয়া' বা সিনি নামে আখ্যায়িত করেন। সূর্য যে হেতু প্রধান দেবতা সেই হেতু তাঁকে বলা হয় "মহারাই" বা "ধরম"। ধরম পূজার (সূর্যাহি পূজা) আচার গীতিকে তাই বলা হয় "মাহারাইগীত" (কুড়মালি মহাকাব্য)। কুড়মি জাতির ধরম পূজা (পিঁড়ি পূজা) না করে কোন ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেওয়া হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতি কাজেই বিভিন্ন নেগাচারে সূর্য দেবতাকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আচার সমাজে প্রচলিত আছে।

এত কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য কুড়মি ও কুড়মালি সংস্কৃতি ও সমাজ সামাজিকতা আদিবাসী খেরোয়াল ও দ্রাবিড়দের সম্মিলিত সংস্কৃতি। পৃথক করে ভাবলে পূর্ণরুপ জানা বা বোঝা যাবে না।

প্রতিটি শক্তিরই তাঁর আপন সমাজ ও সংস্কৃতির কথা জানা ও বোঝা উচিৎ। কারণ এই গুলিই তাঁর মূল ইতিহাস। "যে ব্যাক্তি তার ইতিহাস জানে না, সে তার ভবিষ্যত নির্মান করতে পারে না। যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করি, তা হলে ইতিহাস উচিত শিক্ষা দিবে" (বি আর, আম্বেদকর)।

সগড়

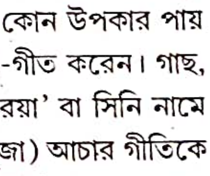

যে সমাজ বা সংস্কৃতি তার নারী সমাজকে সম্মান দেয় না সেই সমাজ ও সংস্কৃতি উন্নত হতে পারে না।
কুড়মালি সংস্কৃতিতে নারীর স্থান অতি উর্দ্ধে। ভালো মা না হলে ভালো সন্তান আশা করা যায় না। সমাজে ভালো সন্তান না হলে সমাজ উন্নত হতে পারে না। কুড়মালি সমাজ সংস্কৃতিতে ভালো মা তৈরী করার কথা প্রাচীন কালেই ভেবেছে। সেই কারণেই কিছু উৎসব ব্রত ও পূজার প্রচলন করা হয়েছে। সত্যি কথা, সন্তান জন্ম দিলেই প্রকৃত মা হওয়া যায় না। দেশ ও দেশের কাজ করার মত সন্তান যে মা তৈরী করতে পারেন তিনিই প্রকৃত মা। দশ ও দেশের কাজ করতে হলে সন্তানকে অতি অবশ্যই ধর্য্যবান, গুণবান, শ্রদ্ধাবান, বীর্যবান, নির্লোভি কৃতজ্ঞতা পরায়ন হতে হবে। এখন সন্তান পাওয়ার জন্য মাকেও দয়া, মায়া, মমতা, স্নেহ, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি প্রকৃত মায়ের যে ষোলটি গুণ তার তার অধিকারী হতে হবে।
কুড়মালি সংস্কৃতিতে একটি উৎসব আছে যার নাম 'জাওয়া করম'। এই উৎসবে সমাজের কুমারী মেয়েরা ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের পার্শ একাদশীর ৭/৯ দিন আগে ৯টি শষ্য বীজের দানা নিয়ে বাঁশের তৈরী ছোট ছোট ডালি টুপায় বালি ভর্ত্তি করে জাওয়া পাতে। সন্তান জন্ম দেওয়ার পর সন্তানকে সুস্থ রাখার জন্য মা যেমন কৃচ্ছ্র সাধন অর্থাৎ কঠোর নিয়ম পালনের মধ্যে থাকেন, জাওয়ার মা কুমারী মেয়েরাও অনুরুপ কৃচছ্ সাধনের মধ্যে থাকে। অর্থাৎ পরবর্তী কালে প্রকৃত মা হওয়ার জন্য সাধনার অভ্যাসের পাঠ গ্রহণ করে। কুড়মালি সংস্কৃতি মেয়েরাই এটা পালন করে। পৃথিবীর আর কোন দেশে আর কোন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে এখন প্রকৃত মা হওযার সাধনার ব্রত পালনের উৎসব আছে বলে জানা যায় না। আবার এই 'জাওয়া করম' উৎসব পৃথিবীর কৃষির সূচনা ও কৃষি সভ্যতা প্রতিষ্ঠার স্মরনেরও ঔৎসব।
কুড়মি সংস্কৃতি মতে আদি মাতা মহামাঞের আর এক নাম 'মা - ষষ্ঠী' বা জিতিয়া মা'। তিনি মাতৃত্বের পূণ ষোলটি গুণের অধিকারীনী। সন্তানবতী মায়েরা ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে ব্রত উপবাস ও পূজার মাধ্যমে "মা - ষষ্ঠী বা মা জিতিয়ার" নিকট সন্তান পালনের গুণ গুলি অর্জন করার ক্ষমতা প্রার্থনা করেন। প্রকৃত মা হওয়ার বাসনা কার না থাকবে? জাওয়া করম কুমারী মেয়েদের, জিতিয়া সন্তান বর্তী মায়েদের তেমনি 'টুসু' পূজা ও উৎসবও একান্ত ভাবেই নারী জাতির।
বৎসরের অগ্রহায়ন মাসের সংক্রান্তির দিন মেয়েরা খামার থেকে 'ডিনি' মায়ের ধান নিয়ে টুসু পাতে। সমস্ত পৌষ মাস ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় টুসুকে ফুল দিয়ে গানও গানের মন্ত্রে নিজেরা টুসু পূজা করেন। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন টুসুকে চৌড়লে চড়িয়ে গানে গীতে কোন বড় জলাশয়ে কিম্বা নদীতে বিসর্জন করেন।

" তিরিশ দিন রাখিলাম মাকে,
তিরিশটি ফুল দিঞে গো।
আর রাখিতে লাবর মাকে,
মকর আল বাদি গো"
"ছাড়ব না ধর‍্যে রাখব আঁচলে,
কেমন করে যাবে টুসু—
যাবে যবুনার জলে।।"—

বৎসরের জৈষ্ঠ মাসের ১৩দিনে 'রহিন পরব'। রহিনের মূল কাজ মাঠ বা ক্ষেত থেকে মাটি সংগ্রহ করে ঘরে তোলা, কুড়মালি সংস্কৃতি মায়েরা পুকুরে কিম্বা নদীতে স্নান সেরে সুদ্ধ শরীরে, পবিত্র মনে, ভিজে কাপড়ে মাটি সংগ্রহ করেন। ঝুড়ি ভর্ত্তি মাটি মাথায় নিয়ে মুখে কোন শব্দ কথা না বলে বাড়ীতে নিয়ে আসেন। পথে ঠোঁটে খাওয়া কিম্বা কোন মজার ঘটনা চোখে পড়েও দাঁত বার করে হাসা চলবে না। সেই মাটি তুলসী থানে, গোলাঘরে, শষ্য বীজে ঘরের চার কোন রেখে দেন। বিষ নাশে ও বাড়ীর মাঙ্গলীক অনুষ্ঠানে রহিন মাটী একান্ত দরকার। আবার ঐ দিনেই ভোরে বাড়ীর বাইরের চার দেওয়াল ঘিরে গোবর গোলা জলের নাতা দিয়ে বেড় দিয়ে দেন। বাসি মুখে, বাসি কাপড়ে গোবরের দাগ দিতে দয়। বিশ্বাস, কোম কু প্রভাব বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারবে না।
কুড়মালি সংস্কৃতির বিবাহ অনুষ্ঠানে কনের পিসীমা ছামড়া তলে চোখ (আলপনা) পুরে অনুষ্ঠান করার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য আরম্ভ করা যায় না। এই অনুষ্ঠান মাতৃ জাতীর স্থান সমাজে কোথায় তা সহজেই বোঝা যায়। আবার সমস্ত অনুষ্ঠান ঘিরেই মাও মায়েদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।
১লা মাস কুড়মালি সংস্কৃতি মানুষের কাছে বৎসরের প্রথম দিন। কৃষিবর্ষেরও প্রথম দিন। ঐ দিন প্রতি কৃষকের ঘরে ঘরে 'হাল পুহ্নার' কাজ। এই হাল পুহ্না অনুষ্ঠানে গৃহকর্তা কাজের আচার পালনের অধিকার ও দায়- দায়িত্ব প্রায় সমান সমান।
অক্ষয় তৃতীয়া কিম্বা রহিনে "বীজ পুহ্না"। পাঁচ আঁটির দিন (ক্ষেতে প্রথম ধান লাগার দিন) এই গুলিতেও পুরুষ না নারীর অধিকার বেশী বোঝা শক্ত।
'বাঁদনা পরব' কুড়মি ও কুড়মালি সংস্কৃতি মানুষেরা যে ইমানদার ও কৃতজ্ঞতা পরায়ন তার প্রদর্শনের এক বড় উৎসব। শষ্য উৎপাদনের একান্ত সাথী — মহিষ ও বলদ। তারা যদি পরিশ্রম দান না করত তা হলে জমিতে ফসল ফলানো অসম্ভব ব্যাপার ও বিশেষ করে ধান শষ্য করা। পাঁচ দিনের কৃতজ্ঞা জ্ঞাপনের মধ্য দিনে 'গরয়া' পূজা। এই গরয়া পূজা ও অন্যান্য দিন গুলির কাড়া গরু চুমার অধিকার বলতে গেল কাজের দায়দায়িত্বের ঝোঁক মায়েদের দিকেই বেশী পড়বে।

মাঠে ঘাটে হাটে, ক্ষেতে খামারে, আনন্দ উৎসবে কিম্বা ঘর গৃহস্থালীর কাজে মা ও মেয়েদের অধিকার ও সম্মান কোন ক্ষেত্রেই কম নহে। বলতে গেলে প্রায় সমান সমান।

যদিও একটি জাতির পরিপূর্ণ রহন সহনই তার সংস্কৃতি কিন্তু সাধারণ ভাবে সেই জাতির নাচ গীত, শিল্প সাহিত্য. পূজা আনন্দ অনুষ্ঠানকেই তার সংস্কৃতি বলে মনে করা হয়। আখ্যান থেকে মকর পর্যন্ত যেমন আখ্যান, ভানসিং, বাহা, সিঝান, সারহুল, গাঁজন, রহিন, জাঁতাল, মনসা, করম, জিতা, ছাতা, জিহুড়, বাঁদনা ও টুসু এই সকল পাল পার্বন ও পূজা গুলিকে সামনে রেখে সারহুল, ভগতা, জাঁত, জাওয়া, করম, এড়েহা, কাঠি, সহরাই, দাঁড়, পাঁতা, টুসু ইত্যাদি নাচ গীত। জনম থেকে মরন তারই মধ্যে বিহাগীত, ঝুম্যর গীত বনে জঙ্গলে পাতা ফুল ফল কাঠ সংগ্রহ করার সময় উধোয়া, কবি গান। পথ চলতে চলতে ডহরয়া গীত। ক্ষেতে লাঙ্গল চালাতে চালাতে হালবাহাগীত ধান লাগার সময় ধানলাগা বা রপাগীত। ছেয়ে ভোলানোর সময় ছেলেভুলা গীত । খেলার সময় ছড়াগান। এ ছাড়াও আছে রাত কহনি, কথাক্কা, জানকহ্নি, প্রবাদ (ডাক পুরুষের কথা) কাপ, মাছানী পালার নাচ ও গীত। নাচ ও গীত হয় যৌথ ভাবে। একক নৃত্য-গীত প্রায় নেই বললেই চলে। এই যুথবদ্ধ নৃত্য গীত অনার্য আদিবাসী কুড়মালি সাক্ষ বহন করে চলেছে।

'সম অজ' বা সমান সমান ভাগিদারী নারীর মর্য্যাদা দাম, প্রকৃত মা হওয়ার সাধনা মহান এই আদিবাসী সংস্কৃতি অমৃত তুল্য। যারা এই সংস্কৃতির নৃত্য-গীত, নিয়ম-নীতি, নিয়মিত তা করেন তাদের কখনো অসুখ বিসুখ হায় না। স্বাস্থ্যের পক্ষে যেমন সঞ্জীবনী সুধা সরুপ তেমনি ব্যক্তি পরিবারও গোষ্ঠীর দৃঢ় মেল বন্ধনের ফুলহার। ভাবনার কথা, যদি কোন মানুষের অমৃতে আরুচি হয়; অমৃত কি তার কোন কাজে লাগে? পূর্ব পুরুষের তৈরী পাকা রাস্তা ছেড়ে যদি গাঢ়ায় ঢুকতে চায়; তার কি পাকা সড়ক কোন কাজে আসে? সত্যি কথা, ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির নিত্য আগ্রাসনে এবং বৈজ্ঞানিক রিগিং ও মগজ ধোলায়ের চাপে পড়ে, তুচ্ছ লোভ ও মোহে পড়ে অনেকেই কুড়মালি সংস্কৃতির অরুচি রোগে ধরেছে। ভেজাল খেয়ে খেয়ে আর খাঁটি গাওয়াঘি হজম হচ্ছে না। বাজারে সস্তা দরের সংস্কৃতির রঙিন চশমা দেদার বিক্রি হচ্ছে। সস্তা রঙিন চশ্‌মা চোখে দিয়ে বিশ্ব ভূবনকে উদ্ভুত রঙিন দেখছে। রঙিন গোলক ধাঁধায় পড়ে দিশা হারা হয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে। কোন কিছুকেই আর মান্যতা দিচ্ছে না। না মানাটায় হয়েছে নাকি প্রগতি ও আধুনিক সংস্কৃতি। বিশেষ করে যুবক-যুবতী যারা আক্ষরিক কিছু শিখে নিজেদের শিক্ষিত বলে গর্বে মেতেছে তাদেরকেই এই না মানা বিসুচিকা রোগে বেশী বেশী ধরেছে।

মানুষের জীবনে ছোট হোক আর বড় হোক এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা তার হুঁস দিসার পরিবর্তন এনে দেয়। তখন দশম শ্রেণীতে পড়ছি। বিসুচি রোগে ধরব ধরব করছে। এমন সময় একদিন বোনের শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি। পথে এক মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা। কোথায় যাচ্ছি তিনি জানতে চাইলেন। বললাম,— "জামাইদাকে" দেখতে যাচ্ছি, তার নাকি কি অসুখ করেছে।" "বোনের স্বামী জামাইদা! তুমি এমন বলবে, আশা করি নাই।" সমস্ত রাস্তা ভাবতে ভাবতে গেলাম। কি ভুল বা অন্যায় কথা অজান্তে বলে ফেলেছি, বুঝতে পারছি না। ভুল না বললে এমনভাবে তো মাষ্টার মশায় বলতেন না। কাউকে কিছু বলাও যাচ্ছে না। মাথা ঘুর ঘুর; ঘোর কাটল বেশ কয়েকদিন পরে। বোনের স্বামী আমার চাইতে বয়সে ছোট। 'বহনই' কিম্বা 'ভগ্নীপতি' বললে এমন কথা নিশ্চয় শুনতে হত না। আর একটি ছোট্ট ঘটনা। এখন আর ছাত্র নয় রীতিমত অভিভাবক। আমার এক ভাইয়ের জামাই কলকাতায় চাকরি করে। ওখানেই থাকে। আমাদের বাড়ী এসেছে। কি একটা কাজে আমার ছেলের বউকে খুঁজছে। বলছে,— বউদি কোথায় গেল? জামাই যদিও সরাসরি আমাকে কথাটি বলে নি কিন্তু আমার কানে এসে বাজল। সঙ্গে সঙ্গে ডেকে বললাম,— "এ ব জামাই! আর ভুলও কবু "বউদি" ব'লঅ না। লোকে শু'নলে হাঁসবে। আমাদের কুড়মি সমাজের লোক শালার বউকে "বোন" কিম্বা "দিদি" বলে, বউদি বলে না।

চলতে ফিরতে এমনি কত ঘটনা, এখন অনেক বউ ভাল সভ্য কথা ভেবে শ্বশুরকে—"বাবা!" শ্বাশুড়িকে "মা" বলে সম্বোধন করে। অজান্তে কতবড় অসভ্যতার কথা বলে ভেবে দেখে না। কথাটির অর্থ করে ঘুরিয়ে বললে এতবড় বাখান হয়ে যায় যে, বাখানের জ্বালা বউটি সহ্য করতে পারবে না।

কুড়মালি সংস্কৃতির মানুষ যদিও মূর্ত্তি পূজা করেন না। কিন্তু যুব সমাজ সরস্বতী পূজায় মেতেছে। জ্ঞান-বিদ্যার পূজা তো নয়। অল্প বয়সেই পূজায় অংশগ্রহণ করার ছলে নেশা-ভাং করার জ্ঞান বিদ্যায় দীক্ষা নিচ্ছে। ভাসানের দিন প্রকাশ্যে অধিকমাত্রায় নেশা করে নিকট বাজনা সহযোগে যে যেমন পারছে এমন তাল মেলের নাচ করছে যে কারো সাথে কারো মিল খুঁজে পাওয়া দায় হচ্ছে। নাচের এমন অঙ্গ-ভঙ্গী ভাবুক অবিভাবকদের নাচ দেখে মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

মায়েরা ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির এখন বিপদ তারিণী ব্রতে মেতেছেন। কার বিপদ? কিসের বিপদ? কি কারণে এই ব্রতের শুরু কেউ খোঁজ করে দেখার দরকার তা বোধ হয় করছেন না।

অত্যন্ত ভাবনা ও দুঃখের কথা কুড়মি সমাজের একান্ত মেল বন্ধনের যে নাচ-গীত দাঁড়শালিয়া-পাঁতাশালিয়া, যা প্রতি গ্রামে প্রতিটি আখড়ায় দুত, এখন কোথায় হচ্ছে মাইক্রোসকোপ চোখে নিয়ে দেখতে হবে। মাঠে-ঘাটে পথ চলতে কোথাও অহিরাগীত দাঁড় গীত শুনতে পাওয়া যায় না। এমনভাবে অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে কুড়মি ঘরের মা-বোনেরা, জাওয়া পাতাতে, টুসু পাতাতে ভুলে যাচ্ছে। বিহাঘরে বিহাগীত গাইতে লজ্জা বোধ করছেন। হোক না অমৃত মাখা, হোক না অতিব মহান শ্রদ্ধা ভালবাসায় অরুচি হলে সমাজ সংস্কৃতি বাঁচবে?

ক্ষোভ দুঃখ যাই হোক, কুড়মালি সংস্কৃতি এখনো মরে যায় নি, বীজও হারায় নি। মনে রাখবেন,

স
গ
ড়

সত্যের একটা শক্তি আছে সত্য দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আবার স্বমহিমায় সচল হবে। আশার আলো দেখা দিয়েছে। সমাজের শিক্ষিত মানুষ ভুল বুঝে, ছোট ভেবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এখন সচেতন হয়ে শ্রদ্ধা করছেন, আপনার বলে গর্ববোধ করে ভালবাসছেন। সমাজ সংস্কৃতির কাছে সংগঠিত হয়ে কাজে নেমে পড়েছেন। বর্তমানে একান্তভাবে যা করা দরকার তা হল;—

(১) ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকতে হবে। পারলে ঘৃনাভরে বৈকট করতে হবে।

(২) গাঁয়ের আখড়াগুলি জাগাতে হবে।

(৩) সামাজিক অনুষ্ঠানে বাহুল্য বেশী বেশী খরচ না করে ঐ খরচের কিছুটা অংশ— সামাজিক কাজে লাগানোর নীতি-নিয়ম চালু করতে হবে।

(৪) সমাজ সংস্কৃতির বই কিনতে হবে, বই পড়তে হবে, বই লিখতে হবে। অন্যের বই প্রকাশনার জন্য অর্থ সাহায্য দিতে হবে।

(৫) সামাজিক উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য কৃতী-ব্যক্তিকে সম্মান-ময্যাদা, পুরস্কার ও উৎসাহদান করতে হবে।

(৬) সচেতনভাবে পড়তে হবে, শিক্ষিত হতে হবে, প্রতিযোগিতায় নামার উপযুক্ত হতে হবে।

(৭) বিভিন্ন বিষয়ে সমাজের দুর্বল ব্যক্তিদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য তহবিল তৈরী করতে হবে।

(৮) অঞ্চলে অঞ্চলে কুড়মালি ভাষার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

কাউকে খাটো করে দেখা কিম্বা, বিরোধ করার তেমন দরকার হবে না তবে ক্ষুদ্র সার্থ ত্যাগ করে আপন আপন সমাজ সংস্কৃতির উন্নয়নের কাজে এগিয়ে কেউ করে দিবে না। এখন আশা করাও ভুল। তবে যা কিছু করতে হবে ভেবে চিন্তা করতে হবে। "কাঁদতে বসলে সাত পুরুষ মনে পড়ে।" আর না। একটা ঝুম্যর গীতের কলি দিয়ে শেষ করছি।

"জাগায়েনঅ মাঞ গেধিঁ সামাই।
হুঁস দিসা দে হামরাকে গো।
ভাখিক বাখানে, চারিক গুমানে,
ফুলে-ফলে ঝবরাঞে তকে গো।।"

(নগেন পুনুড়িআর)

তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে লিখতে সাহায্য করেছেন—
(১) কর্মবীর মাহাত (জামবাদ) (বঁশড়িআর)
(২) চারিআন মাহাত (ফুসড়াবাদ, (বঁশরিআর)
(৩) তরনীতারন বানুহড় (অদরঅকুড়ি)

সাহায্যকারী গ্রন্থ পঞ্জী —
(১) মানভূম সাংস্কৃতিক স্মরণিকা (১ম সংখ্যা)
(২) বর্তিকা (জানুয়ারী — জুন ৮৭ ডাইনি সংখ্যা)

টুসু গীত ও কুড়মালি দর্শন

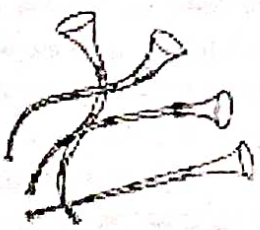

হংসেশ্বর মাহাতো

কুড়মি সমাজ ও সংস্কৃতিতে টুসু এবং টুসুগীত এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গল মহল, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা এমনকি স্থানান্তরিত আসামের কুড়মিদের মধ্যে টুসু আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তির সাথে পূজিতা। টুসু উক্ত এলাকার প্রাচীন জনগোষ্ঠী কুড়মি সম্প্রদায়ের মানস কন্যা। সে একাধারে কন্যা, ঘরের মেয়ে আবার আরাধ্যা দেবীও। তাই টুসু পরব কৃষিজীবি কুড়মিদের জীবনকে কত যে আড়োলিত এবং প্রাণের সঞ্চার করে তা বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ ডঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাতোর একটি মন্তব্যে যথার্থভাবে ধরা পড়ে। তিনি বলেছেন, "বাঙালীদের মধ্যে দুর্গাপূজাকে ঘিরে যে উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়, সমগ্র কুড়মি সমাজের মানুষের মধ্যেও অনুরূপ উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায় টুসু পরবকে কেন্দ্র করে। কৃষিজীবি কুড়মিদের কাছে দুর্গাপূজা শুধুই ঝলসানো রুটি ছাড়া কিছু নয়। তা মনের ক্ষুধা দূর করতে পারে না কখনোই। কুড়মিদের মনের ক্ষুধা দূর হয় তাদের আরাধ্যা কৃষিলক্ষ্মী টুসুর আরাধনায়। মকর পরবে রঙবেরঙের জামা কাপড়ে নতুন সাজে সেজে উঠায়।" ডঃ মাহাতোর মন্তব্য থেকেই বুঝতে পারা যায় কুড়মিদের কাছে টুসুর মর্য্যাদা ও মাহাত্ম্য কতখানি। টুসুকে ঘিরে তাদের কত কথা, কত গান। কৃষিজীবি কুড়মিদের সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, হাসি, কান্না, আশা, আকাঙ্খা, বাদ-প্রতিবাদ আরও কত কি? টুসু গীত কুড়মিদের কাছে তাদের অন্তরের কথা বৃহত্তর পরিমন্ডলে মেলে ধরার যেন এক প্রশস্ত অঙ্গন। অঘ্রান সংক্রান্তিতে টুসু থাপনার পর সারা পৌষ মাস জুড়ে চলে টুসু বন্দনা। সন্ধ্যা নামলেই ছোট-ছোট বাচ্চা মেয়ে থেকে বয়স্ক মহিলারা পর্য্যন্ত টুসু গীতের সুরে সুর মেলায়। যে সুরের মূল সুর ধরা পড়ে কৃষি ভিত্তিক জীবনের বাঙময়তায়। এক অনন্য সাধারণ সৃজনশীলতায় কৃষিজীবী কুড়মিদের সামগ্রিক জীবনচিত্র ফুটে উঠলেও টুসুগীতের মাঝে যে দার্শনিকতা লুকিয়ে আছে তা তামাম শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজকে অবাক করে দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। টুসুকে উদ্দেশ্য করে এই গান গীত হলেও আসলে তা মানবজীবনেরই বাস্তব প্রতিরূপ।

টুসু গীতের মধ্যে দার্শনিকতার ছোঁয়া বিশ্লেষন করতে গিয়ে বলে রাখি, যে কোন জাতি, সম্প্রদায়, লোক সমাজের সৃষ্ট গীতই কোন না কোন চিন্তার সুচিন্তিত প্রকাশ। সুরেলা কণ্ঠের যাদুজালে সেই গীতগুলিই কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে মানুষের মনে চেতনার ছাপ ফেলে। আর তখনই মানুষ বুঝতে পারে গীতগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। পৌষ পরবের টুসু মেলায় চৌড়ল হাতে মা বোনেরা যখন গেয়ে উঠে বিসর্জনের গীত তখন বাস্তবিকই গীতগুলির মধ্যে যে একটা সত্যতা আছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। এমনি একটি গীতে ধরা পড়ে সেই সত্য কথা।

তিরিশ দিন রাখিলি টুসু তিরিশটি ফুল দিঞে গো -
আর রাখিতে লারি টুসু মকর হল্য বাদী গো।।

আমাদের আদরিনী কন্যা টুসু কুমারী মেয়ে। উজাড় করা ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা দিয়ে আমরা তাকে বড় করি। একান্তই সে আমাদের আপন-ঘরের মেয়ে। এই মেয়েই ধীরে ধীরে শৈশব কাটিয়ে কৈশোরে প্রবেশ করে। বড় হয়ে মা হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করা। কিন্তু মেয়েরা তো আর বাপের বাড়ীতে মা হতে পারে না। সামাজিক নিয়মে তাদের শ্বশুর বাড়ীতে যেতে হয় এবং শ্বশুর বাড়ীই মেয়েদের একমাত্র মা হওয়ার সমাজ স্বীকৃতস্থল। তাই সামাজিক নেগাচার মেনেই আমরা আমাদের মেয়েদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠায় স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে। সেখানেই তারা মা হয়-হয় সন্তানের জননী। এই যে মা হওয়ার ব্যাপার-এটা দারুণভাবে ধরা পড়ে অন্য একটি টুসু গীতে-

জলে হলে জলে খেল জলে তুমার কে আছে?
মনেতে ভাবিঞে দেখ জলে শ্বশুর ঘর আছে।।

বিসর্জনের সময় এই গীত গাইতে গাইতে টুসুর মা সাজা মেয়েরা যারা একমাস ধরে করে এসেছে টুসুর আরাধনা তাদের হৃদয় এক বিষন্ন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। তবুও বিসর্জন দিতে হয় তাদের আদরের টুসু মনিকে। পাঠাতে হয় শ্বশুর বাড়ীতে। গীতের সুরে সুরে টুসুকে যেন মায়েরা প্রশ্ন করে 'জলের মাঝে তুমি কত আনন্দে খেলা কর- কর জল কেলি কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ - জলের মাঝে তোমার কে আছে? টুসুকে তারা মনে করিয়ে দেয় - 'মনে মনে চিন্তা করে দেখ ঐ জলেই আছে তোমার শ্বশুরবাড়ী- সংসার জীবনের আবাসভূমি।' সত্যিই এই গীতের রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে অবাক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। জলই যে জীবন - এতো বাস্তব সত্য। জলের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে সৃষ্টির রহস্য। জল (রজঃ + বীর্য) না হলে তো সৃষ্টিই অসম্ভব। আবার জলেই শ্বশুর বাড়ী হওয়াই টুসু পায় শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, স্বামী-সংসার। স্বামী সহবাসে মেয়েদের মা হওয়া জগতের নিয়ম। টুসুর ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই। এই টুসুই শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে সন্তানের জননী হয়ে সন্তান সন্ততিসহ পরের বছর অঘ্রান সংক্রান্তিতে ফিরে আসে ডিনি ঠাকুরান বা কৃষিলক্ষ্মী রূপে কৃষিজীবী কুড়মিদের ঘরে ঘরে। আর

এই ডিনি ঠাকুরান বা কৃষি লক্ষ্মীর আগমনের দিনটিকে আজও কুড়মিরা ডিনিবার বা লক্ষ্মীবার বলে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচার কৌলিন্যে কুড়মিদের এই ডিনিবার বা লক্ষ্মীবার এখন বৃহঃস্পতিবারে পরিণত হয়ে সর্বজনের স্বীকৃতি লাভ করেছে। অন্যদিকে কুড়মিদের ডিনিবার স্মৃতি হরণের (Memocide) কবলে পড়ে হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলান্ত গহ্বরে।

আসলে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার করাল গ্রাসে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছুই। আর এরই গতিপথ ধরে আশ্চর্য্য চেতনাপুষ্ট কুড়মালি সংস্কৃতির কালজয়ী চিন্তার ফসলও নষ্ট হচ্ছে এভাবেই। ধ্বংস হচ্ছে কুড়মিজাতির মহা মূল্যবান সম্পদ। অথচ এর মূল্য যে কতখানি আমরা শিক্ষিত কুড়মিরা তা বুঝি না বা বোঝার চেষ্টা করি না। আবার যারা বোঝে তাদেরই বা সাধ্য কত টুকু এই অমূল্য রত্নকে রক্ষা করার? তা সত্ত্বেও কেউ কেউ আপন খেয়ালে চেষ্টা করে চলে টুসু গীতের এই সর্বকালীন সত্যতাকে সকলের সামনে তুলে জীবন্ত করে রাখতে। কেননা টুসুগীতের এই শ্বাশ্বত বাণী আমাদেরকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। সেই রকমই ভাবনার উৎস আর একটি টুসু গীত-

ধন যৌবন কেবল আড়াই দিন,
ধনি নজর ভর্‌্যে মানুষ চিন।।

আমরা মানুষেরা অনেক সময় ধন ঐশ্বর্য্যের অহংকারে কিংবা যৌবনের মদ মত্ততায় মানুষকে মানুষ বলেই মনে করি না। অহংকার আমাদেরকে এমনভাবে গ্রাস করে যে অনেক সময় ধরাকে সরাজ্ঞান করে থাকি। ভূলে যায় মনুষ্যত্ত্ব, মানবিকতা, মূল্যবোধ, ভাতৃত্ববোধ, ভালোবাসা সবকিছু। উল্লিখিত আড়াই দিন অর্থাৎ খুবই স্বল্প সময়ের জন্য। এক অসাধারণ হিসেবী মন মানুষের জীবন চক্রকে সাত দিনে ভাগ করেছে। যার মধ্যে একদিন জন্ম এবং একদিন মৃত্যু। এই দু'দিন মানুষের কিছুই করার থাকে না। বাকি থাকে পাঁচ দিন। এই পাঁচদিনের মধ্যে আবার পাঁচ রাত অর্থাৎ আড়াই দিন মানুষ ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। কাজ করার সুযোগ থাকে মাত্র আড়াই দিন। এই আড়াই দিনের মধ্যে মানুষকে যা কিছু করার করতে হয়। এই যুগোত্তীর্ণ চিন্তাশক্তি কুড়মালি সংস্কৃতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ধন সম্পদ অর্থ যেমন আজ আছে কাল নেই, তেমনি যৌবন ও চিরস্থায়ী নয়। এগুলি জীবনের অংশ মাত্র। তাই প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, সৌভাতৃত্ত্বের দৃষ্টি দিয়ে মানুষকে দেখতে হয়, চিনতে হয়, ভাবতে হয় মানুষ বলে। অহংকারে মানুষকে মানুষ বলে না ভাবা মানবতার অপমান।

জীব সৃষ্টির তত্ত্বতালাস অনেকেই অনেকভাবে করে গেছেন। জানবার চেষ্টা করেছেন সৃষ্টির গুঢ় রহস্যকে। কুড়মালি পুরান মতে আদিপিতা বুঢ়া বাবা শিব আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিকতার পথ ধরে দেহ সাধনার মাধ্যমে অনেক সাধু সন্যাসী সতত একাজে নিমগ্ন। তাঁরা তাঁদের সৃষ্টি রহস্য ভাবনা ব্যক্ত করেছেন মানুষের মাঝে। শিখ শিখর নাগপুরের কুড়মি জনজাতি ও হড়-মিতান সামাজিক সভ্যতার মানুষেরাও নিজস্ব চেতনার আলোকে আলোকিত হয়ে অতি সহজেই উদ্ঘাটিত করে সৃষ্টি রহস্যের মর্ম কথা। সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনে তারাও যে কম যান না তার প্রমাণ মিলে নীচের একটি টুসুগীতে।

এক সড়পে দু মড়পে তিন সড়পে লক বলে।
হামায় টুসু মাসে চলে বিন বাতাসে গা দলে।।

এই জগৎ সংসারে সব মানুষের চলার পথ কিন্তু এক নয়। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে চলে। এখানে মানুষেরা চলার তিনটি পথের কথা বলা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পথ। এই তিনটি পথ আসলে স্বত্ব, রজ এবং তম। এই তিনটি গুনকে নির্দেশ করে বলা হয়েছে বুদ্ধিমতী টুসু আগের এবং পরের দুটো পথকেই এড়িয়ে গিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। কেননা সে নারী। আর নারী মানেই সৃষ্টির জননী জঠর। রজঃ গুনের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত। এদিকে নারীরা যখন রজঃস্বলা বা ধাতুমতী হয় তাদের শরীরে একটা শিহরন জাগে। আবার এই শিহরণের কারলেই বিনা বাতাসেই টুসুর শরীরে কম্পন অনুভূত হয়। টুসুর শরীর কাঁপতে থাকে দুলতে থাকে। এ সময় সমস্ত নারীর শরীরই কামোত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং দেহ মিলনের জন্য ছট্‌পট করে। আর এই মিলন থেকেই শুরু হয় সৃষ্টির ধারা।

সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটনের আরও একটি সুন্দর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় অন্য একটি টুসুগীতে।

বড়বাঁধ যাইহ না টুসু বড় বাঁধ ভর্‌্যে আছে
চার নয়নে ভাল্যে দেখ জবাফুল ফুট্যে আছে।
জবাফুলের বাসে টুসু দালান গেল ধস্যে গো;
সে দালান উঠাব হামরা সঁখসরির ঘাটে গো।
সঁখসরির লকে বলে ই দালানটা কার বটে,
তরঅ লয় হামারঅ লয় গো ঈশ্বরের দিয়া বটে।

উল্লিখিত গীতটিতে টুসুকে বড়বাঁধ যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আর নিষেধ করা হয়েছে একারণেই যে, বড়বাঁধ এখন জলে পরিপূর্ণ। সেই জলপূর্ণ বাঁধের মাঝখানে অবস্থিত প্রস্ফুটিত জবাফুল তুলতে গেলে টুসুর বিপদ হতে পারে। যদিও জবাফুল বাঁধে ফোটার কথা নয়- সে ডাঙ্গাতেই ফোটে। আবার দু নয়ন বা ত্রিনয়ের কথা আমাদের জানা আছে। কিন্তু এখানে চার নয়নের কথা বলা হচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে গানটি গভীর হেঁয়ালিপূর্ণ। গীতটি যে পুরোপুরি দেহ তাত্ত্বিক তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। যৌবন সমাগত হলে নারী দেহ হয়ে পড়ে ভরা কলসীর মতো। মাসে মাসে ঋতুমতী হয় তারা। মাতৃত্বলাভের অপারশক্তি জাগ্রত হয় তাদের মাঝে। আর এই জবাফুলের কথা বলা হচ্ছে তা আসলে জয়ায়ুর মুখ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ঋতুকালীন

অবস্থায় নারীদেহ থেকে এক প্রকার যে কাম গন্ধ বের হয়-তার প্রভাবে যে কোন সময় দেহ নামক দালানটা ধ্বসে যেতে পারে। দেহ মিলনের ব্যাকুলতায় ছিন্ন হয়ে যেতে পারে সমস্ত রকমের সামাজিক বাঁধন। কেবল মানুষ নয় প্রকৃতির নিয়মে যেকোন জীবের ক্ষেত্রেই যৌবনের আগমন ঘটে। আর মানুষের জীবনে যৌবনকালটা এমন একটা সময় যখন সে বাধা মানে না কোন সচেষ্ট, নীল আকাশে ডানা মেলে উড়তে চায় মুক্ত বিহঙ্গের মতো। এই বাঁধন নীল আকাশে ডানা মেলে উড়তে চায় মুক্ত বিহঙ্গের মতো। এই বাঁধন হীন সময়ে ঘটে যায় কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা। যৌবনের ডাক কে উপেক্ষা করতে না পেরে অনেক সময় যুবক-যুবতী পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে এবং শারীরিভাবে মিলিত হয় এবং যার পরিণতিতে জন্ম নেয় অবৈধ সন্তান যা লোক লজ্জার ভয়ে পরিত্যক্ত হয় আস্তাকুড়ে। প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী এই ধরণের কুড়িয়ে পাওয়া নবজাতককে ভেলায় করে ভাসিয়ে দেওয়া হত নদীর জলে। ভাসতে ভাসতে সেই শিশু সঁখ শরির ঘাটে পৌছালে সেখানকার লোকেরা তাকে ছেঁকে তুলে পরিচয় জানার চেষ্টা করে। কিন্তু নাম গোত্রহীন শিশুর প্রকৃত পরিচয় যখন পাওয়া যায় নি তখন শিশুটিকে ঈশ্বরের দান বলেই ঘোষনা করা হয়। গীতটি মধ্য দিয়ে হয় তো বা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যাতে করে এ ধরণের অনৈতিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং সামাজিক সুস্থতা চির অটুট থাকে।

LAXMI AUTOMOBILES

মহীন্দ্রা গুজরাট ট্রাক্টর শো-রুম।

সমস্ত স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায়।

(বিঃ দ্রঃ - আকর্ষণীয় ছাড় ও ফাইনান্সের সু-ব্যবস্থা আছে)

Mob.: 9153531751 / 9933666243

LAXMI STORE

এখানে রড় ও সিমেন্ট পাওয়া যায়।

Mob.: 9153531751 / 9933666243

LAXMI BRICKS & STONE CRUSHER

ইট, পাথর, বালির জন্য যোগাযোগ করুন।

Mob.: 9153531751 / 9933666243

আদিম জাতিসত্ত্বার করুন কাহিনী ও ভারতের কুড়মি জাতি

রক্ষাকর মাহাত

বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় দুই শতাধিকেরও বেশী রাষ্ট্রব্যবস্থা রয়েছে। এই সমস্ত রাষ্ট্রসমূহের নানাভাবে গড়ে ওঠার ইতিবৃত্তও বর্তমান। কোথাও poly-national state (বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্র), কোথাও এক জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা (mono-national state)। রাষ্ট্রগুলি যেভাবেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন প্রায় সব রাষ্ট্রসমূহে আদিম জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব বিদ্যমান। কোথাও কোথাও আবার তাদের ক্ষয়িষ্ণু চিত্রও বিশেষভাবে চিত্রায়িত হচ্ছে যাদের অস্তিত্ব, স্বীকৃতি নানাবিধ নিজস্বতা, করনকারন, ও ভাষা সংরক্ষনের মরিয়া প্রচেষ্টার সংগ্রামে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন তথা আন্তর্জাতিক স্তরের বিশেষ আলোচনার গুরুত্বপূর্ন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 9 th August International Day of the world's Indigenous people পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসী ও তা মেনে নিয়েছে।

এখন, এই আদিম জাতিসত্ত্বা বলতে যা বোঝায় তা বোধ হয় আমাদের সকলের একটু অবগত হওয়া ভাল। এরা হল মনুষ্য সমাজের বিবর্তনীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার আদি (প্রাচীন) বাসিন্দা—যারা বিভিন্নভাবে কোন উন্নত জাতিসত্ত্বার কবলে শাসিত হওয়ার নির্মম ভাগ্যের পরিহাসে শোষিত, বঞ্চিত, ঘৃনিত ও অবহেলার পাত্র। উন্নত জাতিসত্ত্বা গুলি নানা ছলনা, কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে আদিম জাতিসত্ত্বার সমস্ত বৈশিষ্ট্য গুলিকে সমূলে উৎপাটন পূর্বক তথা নানাভাবে বিকৃত করে পশ্চাৎপদতার শৈবালধামে এরা আক্রান্ত।

বর্তমানে এরুপ আদিম জাতিসত্ত্বাগুলির সুশিক্ষিত নিজস্বতার অনুভাবনা কেন্দ্রিক মনুষ্যগন ও তৎসঙ্গে কিছু বিশ্বমানব প্রেমিক মনুষ্যগনের তৎপরতায় নিজেদের স্বীকৃতি, সবকিছুর সুবিচার (সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক) পাওয়ার নিমিত্তে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে প্রবল চাপের মুখে ফেলে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ ও তাঁর Eastonion Model-এর মতো দাবি (Demand), সমর্থন (Support) ব্যবস্থাপক বিভাগের মাধ্যমে পরিবেশে প্রদানের খেলায় নিত্যরত। এরুপ অবিরত সংগ্রাম ও সমাধানের নিরন্তর কার্যক্রম রাষ্ট্রের তথা শাসকুলের কৌশলী খেলার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ভারতবর্ষ হল এক বহুজাতিভিত্তিক সমন্বিত রাষ্ট্র। এখানে উন্নত জাতিসত্ত্বার যেমন অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি আবার অনুন্নত আদিম জাতিসত্ত্বাও বিদ্যমান। এরুপ আদিম জাতিসত্ত্বাগুলির মধ্যে- সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুন্ডা, শবর, ভূমিজ, কুড়মি ও আরও অনেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব জাতিসত্ত্বা গুলি নানাভাবে উন্নত জাতিসত্ত্বা কর্তৃক বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে শোষিত বঞ্চিত থেকে কালাতিপাত করতে বাধ্য হয়েছে—যার অবসান তথাকথিত জনকল্যানকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা অদ্যাবধি কোন সম্পূর্ণ সুরাহা করতে পারে নি। অবস্থার খানিক উন্নতি ঘটলেও বলা যেতে পারে যেভাবে তা হওয়ার তা হয়ে ওঠে নি; কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদানের (সংবিধানগত ভাবে) প্রশাসকবর্গ জনরোষকে সাময়িক জব্দ ও সেই সঙ্গে বিশ্বমানবের নিকট জনকল্যানকামীরুপকে তুঙ্গে তুলে ধরার প্রচেষ্টার সবিশেষ প্রয়াসকে রক্ষনাবেক্ষন করে চলেছে— যেখানে প্রকৃত আন্তরিকতার অভাব সুস্পষ্ট। তাই আজও উক্ত আদিম জাতিসত্ত্বা গুলির প্রকৃত কল্যান সাধিত হয় নি। সত্যের অপলাপ না করে বলা যেতে পারে, তারা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই। আবার, একথা ও অতীব সত্য যে, চাকুরী, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উক্ত জাতিসত্ত্বা সমূহের কেউ কেউ বেশ ধনশালী হয়ে ওঠে নিজেদের আদিমতার নিজস্বতার যুক্তিসঙ্গত দিকগুলিকে অস্বীকার, অসংরক্ষন, না মেনে চলার মানসিকতাকে তুঙ্গে তুলে ধরে, উন্নত জাতিসত্ত্বার উত্তম শরিক রুপে পরিগনিত হতে চেয়ে নিজ জাতিসত্ত্বার প্রতি নির্মম কুঠারঘাত করছে— এতে তাদের প্রতিকূল আবহ আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

এভাবে একদিকে প্রকৃত উন্নয়নার্থে প্রশাসনিক আন্তরিকতার অভাব, অন্যদিকে আত্মজাতিসত্ত্বার অভ্যন্তরস্থিত আঘাতে আঘাতে এই জাতিসত্ত্বাগুলি জর্জরিত— যে কারনে তাদের সংস্কৃতির সংরক্ষন বিস্তার, ভাষার প্রসার করতে আর্থিক দিক থেকেও অন্যান্য দিক থেকে পশ্চাৎপদ এই সব জাতিসত্ত্বাগুলি সম্পূর্ন অপরাগ।

কিন্তু বর্তমানে, এর পরিবর্তনের সংগ্রামের অধ্যায়ের সূচনা সর্বত্রই দৃষ্ট হচ্ছে। উক্ত জাতিসত্ত্বার সুচিন্তিত, বিবেকবান, প্রকৃতভাষাপ্রেমী, সংস্কৃতি প্রিয় শিক্ষিত যুবক-যুবতী তাদের প্রকৃত সত্ত্বার স্বীকৃতি, সংস্কৃতির স্বীকৃতি, ভাষার প্রচার-প্রসার, শিক্ষালয় সমূহে পঠন-পাঠনের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে চাকুরী ক্ষেত্রে যেমন আত্মপ্রতিকার প্রচেষ্টায় রত, তেমনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য তাদের মরিয়া সংগ্রামে রাষ্ট্রের রাজ্যে, রাজ্যে পরিদৃষ্ট হচ্ছে— যা রাজ্যগুলিকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নাজেহাল হতে হচ্ছে ও তার স্বীকৃতি প্রদানে কখনো বাধ্য করছে।

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বুকে আদিম জাতিসত্ত্বার অন্তর্ভুক্ত কুড়মি জাতির পুনরায় তপশীলি উপজাতিতে অন্নর্ভুক্তি করনের দাবি একেবারেই অযৌক্তিক নয়, বরং সম্পূর্নতই যুক্তিযুক্ত। কারন এই কুড়মি জাতির যে ৮১ টি (একাশি) গোত্র— যার বহুল প্রচলিত প্রবাদ "দহড় কুড়মি একাশি ভালুক নেহরে বসতি"।—যাদের কোল, ভিল, মুন্ডা, ভূমিজের মতই সব বৈশিষ্ট্য বর্তমান এবং ভারত সরকার কর্তৃক

বিভিন্ন কমিশনের মাপকাঠির প্রমানের উপযুক্ত সাক্ষ্য বহন করে, আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে—সেই কাকা কালেলকার কমিশনের থেকে শুরু করে। তাহলে তাদের দাবী যে যুক্তি সংগত- সেই বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। সমাজ তাত্ত্বিক বর্গ, নৃ-তাত্ত্বিকগন, ঐতিহাসিকবিদ সকলেই তা স্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, ১৯৩১ সাল অবধি তারা তা ছিলই— অর্থাৎ ব্রিটিশাধীন ভারতবর্ষে তপশীলি উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি ছিল।

এরপর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এর পর ভারত স্বাধীন হল। কিন্তু সব তপশীলি উপজাতি তালিকাভুক্ত আদিম জাতিসত্ত্বাগুলিও পূর্বেকার স্থান পেলেও কুড়মি জাতিটিকে বাতিল করা হল কেন?— তার কোন সঠিক উত্তর ভারত সরকারেক নেই। তাহলে কি তাদের মেনে নিতে বাধ্য করা হবে যে ১৯৩১ এর পর British govt. ভারতে বেশ কিছু তাদের উন্নয়নার্থে গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপের Special Drive চালিয়ে ও আরও নানা প্রশাসনিক পদ্ধতি গ্রহন করে তারাকে উন্নত জাতিসত্ত্বার সমতুল্য করে তুলেছে?..... নিশ্চয় না। তাহলে তো সেই Meaninring Rods গুলি অঙ্গুলি প্রদর্শনপূর্বক প্রতিকারের পদক্ষেপ হিসেবে প্রদর্শিত করা যেতে; আর যেহেতু তা হয় নি— তাই তাদের সংযুক্তিকরনের দাবী নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট শান্তিপূর্নভাবে এ গনতান্ত্রিক দাবী আদায়করনের গনতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনার অধিকার থেকে নিবৃত্ত করার অধিকার তো কারুরই নেই। অচিরে, আমাদের রাষ্ট্র তা মেনে নিলেই মঙ্গল। সে ক্ষেত্রে,রাষ্ট্রের গনতান্ত্রিক মানু,র প্রতি সুবিচার ও গনতান্ত্রিক মর্যাদা, সম্ভ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে ২৭ কোটিরও বেশি মানুষ বিজড়িত। এ ভুল সংশোধনে করে বর্তমান রাষ্ট্রকর্তৃত্ব জাতিসত্ত্বাটির নিকট ক্ষমা চেয়ে.নিয়ে তপসীলি জাতির মধ্যে তার পুনরায় সংযুক্তিকরন করলে কোন অন্যায় হবে না; বরং অন্যায়রুপী পাপাচারনের পথ থেকে রাষ্ট্র নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয়ে প্রায়শ্চিত্তের পথকে প্রশস্ত করবে। এক্ষেত্রে সর্বপল্লী ডঃ রাধাকৃষ্ণানের চিন্তাধারা বিশেষ প্রনিধান যোগ্য। —যার মর্মকথা হল—অনুন্নত জাতিসত্ত্বার যাবতীয় পশ্চাৎপদতার স্রষ্টা হল উন্নত জাতিসত্ত্বাগুলি। তাদেরই তার যাবতীয় প্রতিকারের ব্যবস্থা করে পাপমোচন করতে হবে।

কিন্তু ,এরুপ দৃষ্টিভঙ্গির বড়ই অভাব। শাসককুলও তাদের এ ব্যাপারে উপরি উপরি (superticially) অন্তরশূন্য ভাবনার বারে বারে পরিচয় দিয়ে চলেছে এবং উক্ত জাতিসত্ত্বা গুলিকে শিশুবৎ নানা মনোরঞ্জনকারী খেলনা, টুপা (এক ধরনের বাঁশের তৈরী শি খেলনা), সুযোগ-সুবিধার লাল, নীল সবুজ কার্ড, দু-তিন টাকার প্রধান খাদ্যের ব্যবস্থা, A-B -তে ভাগ (obc-র ক্ষেত্রে) — এভাবে নান বিভাজনের আঁচড় দিয়ে তাদের শাসনকে দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টায় রত। —এতে তাদের সমসাময়িক বিভ্রান্ত করা গেলেও, Vote Ban শাসককুলের সাময়িক পক্ষে গেলেও— সেই রোগ কিন্তু নির্মূলের দিকে না গিয়ে শিকড় ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে Malignancy form করে দুঃসাধ্য ব্যাধিতে রুপান্তরিত হচ্ছে এবং রাষ্ট্রকে সেই জাতিসত্ত্বার সচেতন, বিবেকবান অংশ আপন ভাবতে পারছে না— যা হিংসা বিষম শিখাটিকে উস্কে রাষ্ট্রীয় বাতাবরনের চরম অশান্তির পথকে প্রশস্ত করছে। আর এতে রাষ্ট্রের সকল দিকের সমূহ অমঙ্গল।

এক্ষেত্রে, এ সবের একমাত্র প্রতিকারের পথ্ বোধ হয়—১) আত্ম প্রতিকার সমূহ, ২) প্রশাসনিক প্রতিকার সমূহ, ৩) ভারতে মহান মনীষীদের ভাবনার অনুশীলন যেমন স্বামী বিবেকানন্দের, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের, অন্যান্য মনীষীগনের, ৪)গনতান্ত্রিক সরকারে (সর্বস্তরের) সর্বান্তিকরনে অনবরত উন্নতকরনের প্রচেষ্টার ধারাবাহিক কর্মপদ্ধতির অনুশীলন প্রভৃতির—যা গনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য থেকে করতে হবে।

আর এরুপ যথার্থ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই সব জাতিসত্ত্বাগুলির প্রতি (উন্নত ও অনুন্নত) যথার্থ সুবিচার প্রতিষ্ঠা মাধ্যমেই সকলকে একাত্মতার বন্ধনে টেনে আনতে হবে। রাষ্ট্র ও যথার্থ Welfare state-এ পরিণত হবে; শান্তিতে অবিচল থাকবে। কি এক্ষেত্রে ,শাসকের কর্মধারাটি বিরামহীনভাবে বিরাজ করবে। স্মরণে রাখতে হবে গ্রীক দার্শণিক Plato-র সেই দার্শণিক রাজা'র (Philosophe king) কথা বাস্তবতার নিরিখে।

মানভূম সংস্কৃতি ও কুড়মি সমাজ

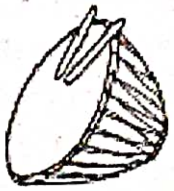

ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাত

বর্তমান পুরুলিয়া জেলা, বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা সহ তৎসংলগ্ন উড়িষ্যা ও ঝাড়খন্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কুড়মি জনজাতির বসবাস। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর যেমন - সাঁওতাল, হো, মুন্ডা, ভূমিজ, মাহলি, কোড়া, কামার, কুমহার, তাঁতি প্রভৃতি বাস থাকলেও কুড়মিদের জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। অতীতের মতো সাম্প্রতিক কালের ভারত সরকারের জাতি ভিত্তিক জনগননার প্রতিবেদনও সে কথায় প্রমাণ করে। জল-জঙ্গল-জমিন কেন্দ্রিক জীবনচর্যায় অভ্যস্ত কুড়মি জাতি 'হড়-মিতান' সমাজ ব্যবস্থায় অন্যান্য জনজাতিদেরকে নিজেদের কৃষিকাজের সহায়ক করে তুলেছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই কুড়মিরা গ্রামের পর গ্রাম একপ্রকার সামাজিক দিক দিয়ে আধিপত্য কায়েম করেছিল। কৃষি কেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কুড়মিদের সংস্কৃতিও লোকসমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। লোকসংস্কৃতি বিদ্‌গণ সকলেই স্বীকার করেছেন যে, সাবেক মানভূমের লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি কুড়মি জনজাতিদেরই দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ মানভূমের সংস্কৃতি মানেই কুড়মি জনজাতির আচরিত সংস্কৃতি।

কুড়মি জনজাতির উদ্ভব ও বিবর্তনের বিষয়ে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেছিলেন বিদেশি পন্ডিতেরা। যদিও তাঁদের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ ছিল, তবুও তাঁরা স্বীকার করেছিলেন কুড়মিরা একটি প্রাচীন জনজাতি বিশ্বের প্রাচীন জনজাতিগুলির মতো কুড়মিদেরও আছে নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব সংস্কৃতি। আছে নিজস্ব ধর্ম - 'সারনা' ধর্ম। এছাড়া অন্যান্য প্রাচীন জনজাতির মতো কুড়মিরাও মূলতঃ 'টোটেমিক' জনজাতি। তাদের 'টোটেম' (কুলতিলক) বিভিন্ন পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-লতাপাতা। প্রকৃতি-পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করে কুড়মিরা আত্মীয়তা অনুভব করে। ফলে কুড়মিদের আচরিত নানাপ্রকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মেও প্রকৃতি-পরিবেশের উপাদান বেশি বেশি করে জড়িত। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ অনুষ্ঠানে যেমন প্রকৃতি পরিবেশের ছাপ আছে তেমনি কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কুড়মিদের আচরিত বারো মাসের তেরো পার্বনেও প্রকৃতি-পরিবেশের ছাপ আছে। মূলতঃ কৃষিকে কেন্দ্র করেই কুড়মিরা একটা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল বা বাতাবরণে বছরভর বিভোর হয়ে থাকে। পাশাপাশি সহাবস্থানে বসবাসের ফলে অন্যান্য জনজাতির মানুষজনও এই সাংস্কৃতিক পরিবেশকে আত্মীকরণ করে নিয়েছে।

কুড়মিরা মূলতঃ কৃষিজীবী। চাষবাস তাদের মূল জীবিকা। 'কুড়মি আজ্জে চিনি, খায় পানি' মোটা ভাত, মোটা কাপড়েই তারা অভ্যস্ত। ফলে তাদের সংস্কৃতিও কৃষিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তাদের চেতনায় বার মাসের বদলে ছয়টি মাস - 'মধু-মাস', 'লিরণ-মাস', 'খরা-মাস', 'বধিলা মাস', 'কাটিন মাস', 'জাড়-মাস'। তাদের কৃষিবর্ষ শুরু হয় ১লা মাঘ 'আখ্যাইন যাতরা'র দিন থেকে। সাবেক মানভূমের প্রতিটি কুড়মি পরিবারের গৃহকর্তা এদিন নতুন হাল্‌-ফাল্‌-অঁদ্‌-বেইনি সহ কৃষি যন্ত্রপাতি দিয়ে নিজের নিজের চাষযোগ্য জমিতে 'আড়াই পাক' লাঙ্গল চালিয়ে কৃষিকাজের শুভসূচনা করে। একে বলে 'হালপুইন্যা'। এ উপলক্ষে তারা গরুর শিং-এ মাখিয়ে দেয় তেল-সিন্দুর, খেতে দেয় ধান। এ দিন থেকে সারা 'মাঘ মাস' জুড়েই গ্রামে গ্রামে চলতে থাকে 'ভানসিং-মেলা'। মেলায় বসে নানা দ্রব্যের পসরা। চলে কেনাকাটা। গৃহস্থের টুকিটাকি জিনিসপত্র সহ কৃষিযন্ত্রপাতি - হাল-জুয়াল, উদল, লিঘা-মই; গাড়ির চাকা চাঁচড়া, বাঁশের ছাতা, মাছ ধরবার ঘুঘি ইত্যাদি হরেক কিসিমের বেচাকেনা। তারপর চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হয় শিব-গাজন। শিব হল মানভূমের লোক-চেতনায় কৃষি দেবতা-কৃষির আদিগুরু। অতএব তাঁকে সন্তুষ্ট করলে কৃষিতে লাভ উঠবে। সে জন্য সারা 'লিরণ-মাস' জুড়ে চলে শিব-গাজন। আজ এ গ্রামে তো কাল সে গ্রামে। ভগ্‌তা (ভক্ত)দের সমবেত জয়-ধ্বনিতে শিব-থানগুলি সারা রাত মুখরিত। বুধপুরের 'বুদ্ধেশ্বর', আনাড়ার 'বানেশ্বর', চিড়কার 'গৌরীনাথ', গয়ায় 'গদাধর', প্রয়াগে 'মাধব', চোরচিতায় 'চোরেশ্বের', দেওঘরের 'বৈদ্যনাথ', তারকেশ্বরের 'তারকনাথ'-এইসব হরেক নামে পূজিত হয়। এ ছাড়াও বেড়াদার শিব, কোশজুড়ির শিব সহ গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন নামে পূজা পায়। চলে 'অম্ববতী' (অম্বুবাচি) পর্যন্ত। 'লিরণ-মাসে'র শিবের তান্ডব নৃত্যের মতো কালবৈশাখির ঝড়ের পরই নামে বর্ষা। এরই ফাঁকে জ্যৈষ্ঠের ১৩ দিনে 'রোহিন' উৎসব। 'বারঅ দিনে বারঅনি, তেরঅ দিনে রোহিন' ভোর বেলা থেকেই চলে কর্মতৎপরতা। ভোরবেলায় মুখ-হাত না ধুয়েই প্রতিটি ঘরে গোবরের বেড়া দেওয়া, রোহিন মাটি সংগ্রহ করা, বীজ বার করা, রোহিন ফল খাওয়া সর্বোপরি সন্ধ্যেবেলায় কচ্‌ড়া পিঠা খাওয়া। চাষবাস শেষ হলে ভাদ্র মাসের পার্শ্ব একাদশির দিন 'করম-পূজা', জাওয়া পাতানো। কুড়মি কুমারী মেয়েদের নিজস্ব সংস্কৃতি। প্রতি সন্ধ্যায় জাওয়া-ডালাকে ঘিরে 'জাওয়া-গান'। 'জাওয়া-গান'এ মুখরিত গ্রামের পর গ্রাম কুল্‌হির পর কুল্‌হি। পরের দিন 'ইঁদ্‌-পরব', বরাবাজারের ইঁদ্‌, ঝাড়গ্রামের ইঁদ্‌। তারপর ছাতা মেলা।

এরপর আশ্বিন মাসের জিতাষ্টমী পালন। কুড়মি বিবাহিত মহিলাদের একান্ত নিজস্ব পরব। পৌরাণিক নয় স্রেপ উৎপাদনশীলতা বা সৃষ্টিশীলতারই প্রতীক জিতা (জাত জন্ম)। শিয়াল, শকুনের মুখে ছাই দিয়ে 'আড়াই কামড়' দেওয়া আর যাই হোক জীমুতবাহন বোঝায়

না। কাঁকইড়-কে বেটা হিসাবে কল্পনা করা এই কুড়্মি সংস্কৃতির পক্ষেই সম্ভব। আর কার্তিক মাসের 'বাঁদনা' পরব তো কুড়্মিদের 'রক্তের ভিতরে খেলা করে'। কৃষি সহায়ক গবাদি পশু গরু-কাড়া সহ কৃষি যন্ত্রপাতির 'বন্দনা' একমাত্র কুড়মিরাই ভাবতে পারে। যাদের শ্রমে চাষির মুখে অন্ন জোটে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার। কুড়্মিরা সেটাই করে। মূলতঃ তিন দিন হলেও পাঁচ বা সাত এই বিজোড় দিন থেকেই গরু-কাড়ার শিং-এ তেল মাখিয়ে দেয়, হলুদ গোলা জলে পা ধুইয়ে ঘরে ঢোকায়। অমাবস্যার রাতে গোয়াল ঘরে মাটির হাঁড়ি ফুটো করে তার ভিতরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে শিকা দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় 'জাগরহাঁড়ি'। হাঁড়ির ফুটোর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা মায়াবি আলোয় গোয়াল ঘরে এক মায়াবি পরিবেশে ভরিয়ে তোলে। 'গরয়া পূজা'য় 'শিরি গাই' - 'শিরি বলদ'কে ধান-দুর্বা-তেল-সিন্দুর-কাজল দিয়ে বরণ করে নেয়। এই উপলক্ষে 'গরয়া-গুঁসাইরাঞে'র জন্য লালমোরগ বলি ও 'কুদরা' ঠাকুরের জন্য কাল মোরগ বলি। দ্বিতীয়ার দিন 'বুড়হি বাঁদনা'। সারা উঠোন 'পাইন্যা লতা'র জলে চাল গুঁড়ি গুলে 'চোখ-পুরা'। বিকেলে 'কাড়া খুটা' বা 'গরু খুটা'। অমাবস্যার রাত আর এই 'কাড়া খুটা' বা 'গরু খুটা'র মূল আকর্ষণ 'অহিরা গান'। কুড়মালি ভাষায় লোকসাহিত্য। এ গানের কোন বিকল্প নেই। মানভূম লোকসাহিত্যের অন্তর্গত মৌখিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

'বাঁদনা'র টুসু পরব। মানভূমের কৃষিবর্ষের সমাপ্তি। কৃষিদেবীর প্রতীকি বিজর্সন। 'চাঁউড়ি'-বাঁউড়ি'র পর পৌষ সংক্রান্তিতে তার বিসর্জন। কৃষিবর্ষের শেষ। আগামী বছরের জন্য আবার নতুন উদ্যমে কৃষি কাজের জন্য নেমে পড়া। নতুন 'গলা-ঘর', 'নতুন গাঁ-ঘর'। বর্ষে বর্ষে এ ভাবেই কুড়মিদের দিনযাপন। কবির ভাষায় 'কি মন্ত্র কহিলা ভিক্ষুকের কানে, ভিখারী চলিলা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে'। তাই কুড়মিরা এভাবেই বছরের পর বছর চাষবাস ও তাকে ঘিরেই নানা সংস্কৃতির চর্চা করে চলে। মানভূমের সংস্কৃতির আঙিনাকে সমৃদ্ধ করে। জয় কুড়্মি। জয় কুড়্মি-সংস্কৃতি।

আদিম কিরসি সইভতা আর কুড়মি সমাজ

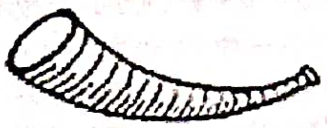

সসাঁক সেখর মাহাত

১৯২২ সাল তক ভারতেক ইতিহাস উচরন হেউএতেলেইক ভারতেক আইরজ সইভতাক কথা দেইকুহুন। মেনেক বদলি গেলেইক ভারতেক ইতিহাস হরপ্‌পা-মাহানজঅদাড় নিখরানেক বাদেই। মাটিক তর লে বাহারালাহেইক ডেড়সক লেউ ঢেইরগিলিন সহর আর বসকইত। ইতিহাসবিদ নিখা নাম দেলাহেথিক হরপ্‌পা সইভতা। ঢেইরগিলিনে নাম দেলাহেথিক সিনধু সইভতা কহিকেউ। আর হরপ্‌পা সইভতা লে সুরু হেলেইক ভারতেক মুল ইতিহাস। ঠাঁঞ পাউলেইক পিরথিমিক ইতিহাসে অইন পুরনা সইভতা গিলিনেক সঁগে।

এহে ঢেইর পুরনা সইভতা নিখরানেক মুলে রহেহেলাক বাঁগালি পুরাতাততিক রাখাল দাস বনদঅপাইধাই। আসলে এঁঞ অহঠিন গেরহে আলেকজানডারেক বিজই থামভা খজেলাই। ১৯১৮ সাল লে ১৯২২ সাল তক চাইর বছর টুঁড়ি বুলরহে। মেনেক আলেকজানডারেক বিজই থামভাক বদলে নিখরাউলাক নামজাইজকা এহে পুরনা সইভতা বদলি গেলেইক পিরথিমেক হড় সইভতাক ইতিহাস। এঁঞ কড়ি নিখরানেক কাম নিপটাই জাই পারেই নেহি। বাদে এহে কাম চালাউএই জন মারসাল, দইআরাম সাহানি আরঅ ঢেইর ঢেইর পুরাতাততিক নিখা।

বড় বড় পনডিতনিখা এক সঁগে সিকার করি লেলাহাত জে, হরপ্‌পা সইভতা পুরাপুরি দেসি সইভতা । একে কহা হেলাহেইক কিরসি সইভতা। একর সঁগে আরঅ তিনটা সইভতাক নাম পাউআইক। সুমেরিঅ/মেসঅপটেমিআ, মিসরিঅ আর মাঞা সইভতাক নাম। পনডিতনিখা অহে সইভতাক লিপি গিলিন পড়ি নিখরাউলাহাত। মেনেক হরপ্‌পা লিপি এখনউ পঢ়েই নেহি পারত। তা হেলে কহা জাই পারেইক পিরথিমেক পুরনা সইভতা গিলিন লে হরপ্‌পা সইভতা আরঅ ঢেইর পুরনা হেকেইক। হরপ্‌পাক মুলটুম হড়রপা। আখড় বিগড়নে হড়রপা লে হেলাহেইক হড়রপা-হড়প্‌পা-হরপ্‌পা টুমটাকে ভাঁগলে ডাঁড়াইক হড় আর রপা। টুম দিঅটা কুড়মালি ভাখিক। হড় কথাক মানে মানুস আর রপা কথাক মানে গাড়ামু(থাপনা) বা গাড়াইরহা। হড় কথাক মানে জে মানুস সেটা দু-চাইরটা কুড়মালি টুম ভেউরালেই জানা জাতেইক। জেসন-ছেছহড়। ছেছ মানে লভি আর হড় মানে জে মানুসটা। ডাঁড়াহেইক জে হড়টা লভি অকে কহা হেউএহেইক ছেছহড়। তেসনে ফুহড়, বেদহড়, চুহড়, তেঁদহড়, হেনতেন। এসনে ঢেইর ঢেইর টুম কুড়মালি টুমেক ভাঁড়ারে আহেইক। হড়রপা/হড়প্‌পা/হরপ্‌পাক ভেউরানিঞ মানুসেক পহিল বসঅতিটা হরপপাহিঁ কহা জাই পারেইক।

পিরথিমিক ডাগর ডাগর পনডিতনিখা কহলাহাত কিরসি সইভতাই পিরথিমিক আদিম সইভতা। একর আগু কনহ সইভতা নাঞ। জানা জাইক কিরসিক আধারেক মুল মুল সইভতাক নাম গিলিন হেলেইক মিসর সইভতা, বেবিলনিঅ সইভতা, মাঁঞা সইভতাক সঁগে হরপ্‌পা মাহানজদড়অ সইভতা। এহে গিলিনেক ভিতর কনটা আদি সইভতা পনডিত নিখা এক মত নেহি হেলেউ ঢেইর ঢেইর পনডিত নিখা হরপপা মাহানজদড়অ সইভতা সভেকাক লে পুরনা কহি মানি লেলাহাত। কাহে নঅ সভে সইভতাক জে লিপি পাউআলাহেইক হড়প্‌পা লিপি বাদে সভে লিপি পঢ়া গেলাহেইক। অহেলাই হড়প্‌পা সইভতাই সভেকাক লে পুরনা কিরসি সইভতা।

হড় নিখা পহিলে সিকারি জিঁবি রহেহেলো। ঢঁঢুআ ভাথা হর জিবেক লাই পরকিতিক দান। নউআ জনমইআকে সিখাই দেউএ হেউএইক নেহি কেসে খাতাক। পরকিতিক টানেই হড় বাদে সভে জিবে আপন মাঞেক থন খজি লেত। কাকেউ সিখাই দেউএ নেহি হেউএইক। জিবেক সঁচ কেসে কই ঢঁঢুআ ভাথাতেইক। ঢঁঢুআ ভাথাউএক খাতিরেই হড়ে জিব সিকার করে তেলা। ধিরি ধিরি সিখলা কিরসিক কাম। পেট ভাথা কিরসিক পহিলে জানলাহাত মেহেরারুরা। মসক পরকাসনিক "ফিওদর করোভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস, প্রাচীন যুগ' পথিঞ সেটা নিখরাউলাহাত। কহলাহাত—"মেয়েরা খাদ্য শস্য যোগাড় করতে করতে মস্ত বড় একটা আবিষ্কার করে ফেললো। তারা লক্ষ্য করলো , শস্যবীজ থেকে নতুন গাছ জন্মায় তখন তারা মাটিতে শস্য বীজ পুঁততে আরম্ভ করলো। এভাবে ধীরে ধীরে সংগ্রহ বৃত্তি থেকেই উদ্ভব হলো কৃষির।" কহা জাই পারেইক কুড়মি গঠেক মেহেরারুরাই পহিল কিরসিক কাম সিরজলাহাত। কাহে নঅ- কুড়মালি সমাজে এহে কিরিআটা এখনউ বছরি বছরি পালি আউঅহত। জেটা আর কনঅ সমাজে নেখেইক। এহে ঢঁঢুআ ভাথাক কিরিআটা সিরজেক তুরা দিল উদকি উঠলেইন। আর ভখে মরে নেহি হেতেইন। সেহেলাই হুব আর রিঝে নাচি উঠলা। হিআ খালাসে গাহলা গিত। অহে গিত গিলিন হাজার হাজার বছর ধরি এখনউ গাহি আউঅহত। গিতে আহেইক—

কনে রে করম গুঁসাঞ আনলউ নেউতি রে
কনে রে করম গুঁসাঞ রাখলউ উপাসি
গাঁউএকর মাঝি মাহতঞ করম গুঁসাঞ আনলউ নেউতি রে

করমতিঞ করম গুঁসাঞ রাখলউ উপাসি।
করমতিআরাঞ রাখথিক উপাসি।

মেহেরারুঞ জে কিরসি কিরিআটা পহিল সিরজলাহাত সেটা গিতেই জানা জাহেইক। করমতিআরাঞ রাখথিক উপাসি। পিরথিমিঞ জে সমাজে সেটা সিরজেই তাকরে ভাখিঞ অহে সামানটাক নাম হেউএইক। জেসন সাইকেল ।ইঁগরেজরা সিরজলাহাত তেসনে কহি অখরে ভাখি ইঁগরেজিঞ সামানেক নাম গিলিন আহেইক। পেডেল, হেনডেল্‌, রিম, বেরেক, টিউব, টাইআর হেনতেন। তেসনে কিরসি কাম পহিল জাখরা সিখলাহাত তাখরে ভাখিঞ কিরসিক সামান গিলিনেক নাম হেউআ দরকার চাসেক কামে দরকার হার, জুঁআইল, গাড়িক চাক, হাঁসুআ, কদাইর হেনতেন। দেখা জাক এখরাক খুচরা সামান গিলিনেক নাম।ইস, বুঁটা, পাট, সবধনি, ফার,পাসি, সইল, পালঅ, পাই পুঁইঠা, বঁদ, আরা (ছটকি, বড়কি, মেঝলি) অলহনি, নিঘা, পেছুআ, বাগিআ/তেঁতলা, পেঁছাড়ি (ঢাইড়, মাল) কেইড়লা হেনতেন। এতলা নাম কিনা আর কনঅ ভাখিঞ আহেইক? নাইখেক। কহা জাইক- কুড়মালি গঠেই সিরজলাহাত কহি কুড়মালি ভাখিহিঁ আহেইক।

পনডিতনিখা সিকার করলাহাত ভারতে বেদেক আগু একটা সইভতা রহেহেলেইক। উটাক নাম হড়প্পা মহেনজদড়অ সইভতা। অকে হড়প্পা সইভতাউ কহথিক। কিরসি সইভতাউ কহথিক। আরঅ কহলাহাত-দিকু আইরজ নিখা ঢাহান করলাহাত। দমতক লড়াই হেরঅহেইন। ছলেঁ বলে মুলবাসিরাকে ছিন ছিতরাই দেরহথিন। কেহু কেহু আপনে বস হেলা কেহু আর বনদি হেলা। বাইগ মানা আর বাদিরাকে লেই কনহ অখরা আপন সমাজ গড়লা। চারিঅ ভাগে বাখরা করলেথিন। বামহন, খতরিঅ, বইসিঅ আর সুদরঅ। জাখরা ছিন ছিতরাই গেলা তাখরা জাইত সততা বাঁচাউএ পারাই বুলে লাগলা। তাখরা কাখরা। সভে নেহি মরি সিরাত। ভারতেই কনঅঠিন নেহি কনঅ ঠিন আহাত। মিলাই দেখলেই হেতেইক।

ভারতে কিরসিক আধারে কন গঠেক লক কিরসি কামে সনজড়াই আহাত। এক কথাঞ কহা জাইক কুড়মালি গঠেক লক। ঢেইর গঠেক লকেই কহে পারত- হামরাউ তঅ কিরসি কামে আহঁ। হামরা কেসে নেহি হেউঅম। মেনেক কিরসি কামে রহলেই তঅ হেতেইক নেহি। তাখরাই হেতা জাখরা গটা বছর পরব তিহার, নেগ নেতি কিরসিক আধারে করত। জেসন জাউআ, জিতিআ, বাঁদনা, টুসু, আখান, হার পুইনহা, বিচ পুইনহা, রহইন, জাঁতাল, হেনতেন।

বেদেক আগুক সইভতা হড়প্পা হেলে সেই হড়নিখাক একটা ভাখি রহেহেলেইন। নেগ-নেগাচার রহেহেলেইন। রহেহেলেইন ধরম। ভাখিটা জে আদিম ভাখি সেটা অকর টুমেক ভাঁড়ারেই বুঝা জাইক। বেউরা পড়ি জানিঅ পহিলে হড়নিখা ববা রহেহেলা। মনেক ভাব ফইরছাউহেলা ইঁগগিতে। একর বাদে ভঁগগি। জখন রাউ ফুটলেইন তখন সুরু হেলেইক ভাখি। পহিল পহিল না উসরাঞ নাখেক সুরেই আহেইক। আর টুম গিলিন সিরজাই লাহেইক বেসিক ভাগে সবদ (sound) লে। সে পরকিতিক সবদ হেউঅইক চাই জে কনঅ জিবেক সবদ লে। জেসন ক, কঁ, কাঁ, কেঁ, গঁ, গাঁ, গেঁ, চঁ, চাঁ, চিঁ, চেঁ, হ, হিঁ, হঁ, পঁ, পাঁ, পিঁ, হেনতেন। পরে ঢেইর আখড় সঁজড়ি বড় বড় টুম বনলেইক। জেসন-হড়হড়, গড়গড়, চড়চড়, ফড়ফড়, সড়সড়, ফদফদ, লদলদ, গদগদ, হদহদ, করকর, চরচর, ঠকঠক হেনতেন। ধিরি ধিরি মনেক ভাব ফইরছাউএ খাঁটি ভাখি সিরজালেইক। কুড়মালি ভাখিঞ একটি বরনে বা আখড়ে দমা টুম (word) আহেইক। সেহেলাই কিরসি সইভতা আদিম সইভতা হেলে ভাখিটাউ পিরথিমিক আদি কহি কহলেউ ভুল নেহি হেতেইক। সেটা টুমেক ভাঁড়ারেউ নিখরাহেইক।

ভাখিটা পরকিতিক সিরজন। সভে ঘার পসুআ জিবউ বুঝত। জাকে জেটা আঢ়া হেউএইক তেঁহি বুঝত। ঘার পসুআ জিব হেকত, হাঁস, খুখড়ি, গরু-কাড়া, ছাগইর-ভেড়ি, কুকুর, পাইরা হেনতেন। কুকুরকে হাড়িক করলে পারাই। লই লই করলে পাস আউএই। অইন জিব গিলিন পাসে রহলেউ নেহি সুনত। ছঅ কহলে খুখড়ি টি পারাতি মেনেক তি-তি কহলে পাস আউতি। ভে-ভে করি ডাকলে ভেড়ি জতেক ধুরে রহউ ভেভাই ভেভাই পাস চলি আউতি। ঘার পসুআ জতেক জিব আহাত একে সঁগে রহলেউ জাকে ডাকা হেউএইক অহি সুনেই। কিরসি কামে গরু-কাড়াক আর অইন জিব গিলিনে কবউ দরকার আহেইক ।এখনউ এহে জিবগিলিনেক কুড়মালি সমাজে পসি আউএহেথিন আপন তাগিদে। হড়প্পা সইভতাঞ এখরাকর ফসিল পাউআ গেলাহেইক। আরঅ পাউআলাহেইক ধান, গহম, জউ, বিরহি, রমহা হেনতেন ফসলেক ফসিল। সেহেলাই কহা জাইক হড়প্পা সইভতাক সঁগে হালুক কুড়মালি সমাজেক মিল আহেইন সেটাঞ কনহ ভেল নেখেইক।

ইতিহাসবিদ নিখা পাথরেক জুগেক কথা কহলাহাত। কহলাহাত পাথরেক হাঁঞথারেক কথা। উ জুগে জে পাথর লেই খেইল কুন্দ রহেহেলেইক উ কথা কেহু নিখরাউঅত নেহি। পহিল সিরজালাহেইক কইত। ইটাঞ খেইলঅ চলেইক আর হাঁথাইরউ বনেইক। এসনে আহেইক বাঘ ছেঁকা ছেঁকি,তিহড়, চাইল-গুটি, গই-গুটি, কাঠ গুটি হেনঅতেনঅ। জে গিলা পাথর গুটি লেইকে খেইল হেউএইক। কহা জাইক পাথরেক জুগ লে আইজ তড়িক ই খেইলটা চলি আউএহেইক। এহে খেইল গিলিনে নিখরাউহেইক পাথরেক জুগেক লকগিলিন এখরাই হেকত। এখরাই কিরসি সইভতাউ গড়লাহাত। এখনউ কিরসি কামে কিরসিক আধারে নেগ নেগাচার পরব-তিহারে গটা বছর সঁজড়াই রহত। আহনাঞ আহেইক-

কল, কুড়মি; কড়া
বেদ বিধি ছাড়া।

আহনাক হিসাবে কহা জাইক এহে তিনটা গঠ বেদেক বাহিরেঁ। কিরসি উচরনেক আগু একেটা গঠে রহেহেলা। জেই কিরসি কাম সুরু হেলেইক সেহ কামেক হতেঁ তিনটা গঠে ভাগ হেই গেলা। তঅ কল কহা হেউএইক সাঁউতালকে। টুমটা কুড়মালি। সাঁউতা কথাক মানে জেঞ সঁগ বা জগান দেইন। এখরাক কাম হেলেইন

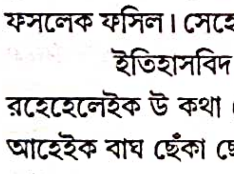

কিরসিক সামান গিলিন সাঁউতা বা জগান দেউআ। বিস সতাবদিক পহিল ভাগতক এখরা চাস নেহি করেতেলা। কিরসিক সামান আর কিরসি কামে কুড়মিরাকে সাঁউতা দেউএহেলথিন। কড়ারাক আপাভার রহেহেলেইন খেত গঠ,বাঁধ বেনাউএক। এখনউ মুদিরাক বাঁধ বিহাঞ একটা নেগ আহেইন এক ঝড়া হেলেউ মাটি ফেলেক। মুদি না হেলে বাঁধ বিহা হেউএইক নেহি। সমাজেক তরপে ই-নেগটাক আপাভার এখনউ এখরে আহেইন। আর কুড়মিরাক হেলেইন ফসল উবজা কাম। ধিরি ধিরি আরঅ মুল কুড়মিরাক ঠিন লে কামেক আপাভারে ভাগ হেলা কামার, কুমহার, লাপিত, ডম হেনতেন। আহনাটাক হিসাবেউ দেখা জাহেইক আদিম কিরসি সইভতাহুঁ কল, কুড়মি,কড়া আপন-আপন কামেক আপাভারেঁ একে সঁগ রহেহেলা আর এখনউ আহাত।

কিরসি সইভতা পিরথিমিক আদি সইভতা হেলে তখন পাঁজি পুঁথি রহেহেলেইক। রহেহেলেইক গনতি। হড়প্পা সইভতা বা আদিম কিরসি সইভতাক বিকাস টুইএ চড়রহেইক সেটা ইতিহাসেই জানা জাহেইক। জামিতি না জানলে এসন নগর সইভতা গঢ়াইতেলেইক নেহি। পনডিত নিখা সিকার করলাহাত- সুইননেক নিখরান আদিম ভারতিঅরাক। গনতি না রহলে কিরসি কাম চলে পারেইক নেহি। কখন বিহন ফেলে হেতেইক। কতেক দিনে লাগাই হেতেইক, কাটে হেতেইক। মইড়ে হেতেইক। না জানলে কিরসি কাম চলে পারেইক নেহি। মসমউ জানে হেউএইক। কন মসঅমে কিনা চাস হেতেইক সেটাউ জানা দরকার। কিরসিক বেপারে সেটা কুড়মালি সমাজে জানত। এখরাক পঁথি নাঞখেইন। আহেইন কিরসি আধারে নেগ-নিত, নেগাচার, আর গিত-ঝুমইর। এহে গিলিনেই ধরি রাখলাহাত আপন কিসটি (culture)। জেসন কিরসি কামে নামহেইক জে গিত রহেহেলেইক সে গিতগিলিন বঁগসঅ পরমপরা এখনউ গাহি আউঅহত।

(১)
আইজ রে করম গুঁসাঞ
ঘারে দু আইরে রে
ঘারে দু-আইরে।
কাইল রে করম গুঁসাঞ কাঁস নদিক পারে
জাঁহু জাঁহু করম গুঁসাঞ এহ ছউঅ মাস রে
আউঅত ভাদর মাস আনবউ ঘুরাই।

(২)
আজা, চাইর ধারিঞ চাইরঅ মুঠা খেড়উআরি
হামে হেলঁউ ঘারেক ভারি গঅ।

(৩)
ধনি গে পাঁচ পুতা কনে জগাই এ দেতউ
না নঅ জাঁঞ নইহর গউ।

দু-এক পাঁতা গিতে গনতি গিলিন দু-একটা ভেউরা হেলেইক। বিহা গিতে সুইননঅ গনতি পাউআ জাইক।

বাবা, সুখাইএ সুখাইএ ফুলা ঝড়ি গেলা
হাই রে বনা সুইননঅ হেলা, হাইরে বনা সুইননঅ হেলা গউ।

বিহাক কথাঞ আউলে— তেখাইর হেউএপারেইক কনে পিরথিমিঞ পহিল বিহাক চল সুরু কররহত। কেহু করে পারতা নেহি। মেনেক কুড়মালি সমাজেই কহে পারতা হামরাই করলাইহ। জাহাঁঞ কুড়মি তাঁহাঁঞ বুঢ়া বাপ বা আদি পুরখেইন। অকরে বিহা পহিল হেরহেইক। কহিএ বছরি বছরি অকরে বিহা হেউএইক। ফাগুন মাসে অকর বিহাক বাদে কুড়মালি সমাজে বিহা চলেই। হড় নিখা জেদিন লে সমাজ বেবসথা গঢ়লা সেদিন লেই ইটাক চল আহেইক। ই-টা হরপ্পা সইভতাহু রহেহেলেইক। না হেলে এতেক বড় নগর আর বসাগতিআ সইভতা গঢ়াইতেলেইক নেহি।

আদিম কিরসি সইভতা বা হরপ্পা সইভতা পিরথিমেক পুরনা সইভতা হেলে কুড়মালি গঠেক লকেই হেতা হকদার। কাহে নঅ কিরসি কামে আর কিরসিক আধারেঁ পরব-তিহার, নেগ-নেগাচারে, এখনউ সঁজড়াই আহাত। অইন গঠেক আর কেহু নেহি ই-কাম গিলা করত।

সাহাই পঁথি— হরপ্পার অনার্য গরিমা-প্রশান্ত প্রামানিক আর পৃথিবীর ইতিহাস,প্রাচীন যুগ-ফিওদর করোভোকিন।

জাগো কুড়মি

জয় গরাম

পাঁচে জেঠে

ঐতিহাসিক কুড়মি সম্মেলনের সর্বাত্মক সাফল্য কামনায় -

STAR TENT HOUSE

Bongabari More, Purulia

Prop. - Mahadeb Mahato

এখানে বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও যে কোন অনুষ্ঠানে প্যান্ডেল, লাইট, মাইক, বক্স ও জেনারেটর সুলভ মূল্যে ভাড়ায় পাওয়া যায়।

Mob.: 9932452515 / 9832588800

কুড়মি ও হড় সংবাদ

তরণি বানুহড়

জয়হড় বুঢ়াবাপ। জয়হড়ি মহামাই। শতকোটি ভক্তিপূর্ণ ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানাই এই পুণ্য এবং চিরপূজনীয়া বসমতা মাইকে। যে বসমতা মায়ের কোলে আশ্রয় করে লাখো লাখো কুড়মি সন্তান হারিয়ে যাওয়া আসল পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টায় তন, মন, ধন, দিয়ে মত্ত। আর করজোড়ে নত মস্তকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই, তাঁদের চরণে যাঁরা হাজারো হাজার বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, অমূল্য মানব সম্পদ (ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম) সঞ্চিত করে দিয়ে প্রকৃতি মহাশক্তিতে বিলিন হয়ে গেছেন।

২৫, ২৬ এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালের এই দিনগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে কুড়মি সমাজের ইতিহাসে। বীর শহিদ রঘুনাথ মাহাতর নামও জড়িত থাকবে এই ময়দানের মধ্যে। এই কুড়মি মহাসম্মেলনের স্মরণিকা গ্রন্থ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে চিহ্নিত থাকবে এই সমাজের বুকে। ইহাতে সমাজের বুদ্ধিজীবীবর্গ সমাজহিতে লেখনি লেখবেন।

আমার এই লেখনি লেখার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল "কুড়মালি" ভাষাতে কিন্তু বহু দুঃখ এবং কষ্টের মধ্যে এই বাংলা ভাষাতে লেখার চেষ্টা করলাম। কারণ পশ্চিমবাংলার বেশিরভাগ কুড়মি বন্ধুগণ বাংলা ভাষার আগ্রাসনে পীড়িত। কুড়মালি ভাষা সম্পূর্ণরূপে বুঝেন না। কি জানি, আমি বাংলা ভাষাতে লেখতে পারলাম কি, না? এই দেশে কুড়মি জাতির জনসংখ্যা অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদেশের মানব সমাজের মেরুদন্ড, সম্পূর্ণ মানব সমাজ ব্যবস্থা এই সমাজের উপর ভর করে টিকে আছে। কোটি কোটি কুড়মি জনগণের গণ মহাসাগরে একবিন্দু জলকণা হিসাবে আমি নিজেকে মনে করি। আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞান বিন্দু দ্বারা এই বিশাল সমাজকে সিঞ্চিত করার চেষ্টা করছি, সমাজের বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত গুরুজন বিচার করবেন।

ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্ম মানব সমাজের হিতসাধনে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সে বিষয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে বলে বুঝানোর প্রয়োজন মনে করি না। আমাদের এই কুড়মি সমাজের এক সতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্ম ছিল যে ভাষার নাম কুড়মালি এবং সংস্কৃতি ও ধর্মকে আদিবাসী নামে চিহ্নিত করা ছিল। কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে বহিরাগত দিকুর আক্রমণে এবং জঘন্য নির্মম অত্যাচারে এদের সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সারা ভারতের কুড়মিদের পীঠস্থান এই মানভূম, ছোটনাগপুর, ঝাড়খন্ডের কুড়মি সমাজের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে জীবিত আছে সেই ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতের গৌরবপূর্ণ কুড়মালি ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম। যাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি মহাশক্তির রূপকে ভিত্তি করে স্থাপিত।

বিদ্যান পণ্ডিত গুরুজনগণের উক্তি আছে যদি কোন জাতির সঠিক ইতিহাস বিলুপ্তি হয়ে যায় তাহলে সেই জাতি বা সমাজের ভাষা, সংস্কৃতির সূত্র ধরে তাঁদের আসল ইতিহাসে প্রবেশ করতে পারে। ভাষা সংস্কৃতিতেই তাঁদের আসল ইতিহাসকে বহন করে নিয়ে চলে।

আমারও মনে হয় আমাদের ভাষা সংস্কৃতির সূত্রের মাধ্যমেই আমরা ফিরে পাব আমাদের গৌরবপূর্ণ হারানো পরিচিতি। অত্যন্ত গম্ভীর এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে সঠিক বিশ্লেষণ করতে হবে। আমাদের ভাষা সংস্কৃতিকে, তার মধ্যে অন্বেষণ করতে হবে তার সঠিক উদ্দেশ্য।

বাংলা, হিন্দি, উড়িয়া, ইংলিশ ভাষাগুলি এই এলাকার কুড়মালি ভাষাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আগ্রাসিত করেছে। আমাদের নিজের সতন্ত্র শাসনভার না থাকার জন্য, পেটের দায়ে চাকরির জন্য এই বিভিন্ন ভাষাগুলির মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে বাধ্য হয়েছি। ক্রমশ ভুলে গেছি নিজের মাতৃভাষা, মাতৃসংস্কৃতি এবং আসল পরিচয়। আমরা কেহ কেহ বাংলা স্কুলে পড়লাম, জানলাম, বুঝলাম জীবজগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণীর নাম হচ্ছে "মানুষ", হিন্দিতে জানলাম "আদমি" ইংলিশ থেকে পেলাম "মেন" শব্দ এমতাবস্থায় সম্ভবতই প্রশ্ন জাগে একই প্রাণীকে কেন ভিন্ন ভিন্ন নামে সম্বোধন করা হলো? শাসন ক্ষমতার বিধানে কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং বিলুপ্তি ঘটে চলেছে। এই "মানুষ" শব্দের বুৎপত্তির বিষয়ে জানা যায় যে আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে আর্য আগমণের পর এই শব্দের ব্যুৎপত্তি ঘটে। আর্যগণ এই দেশ আক্রমণ করার পর এখানে স্থায়ী ভাবে শাসন এবং শোষণ করার নিমিত্তে এক বিধি বিধান রচনা করার ব্যবস্থা করেন। আর সেই বিধি বিধান রচনার মূল শ্রষ্ঠা যিনি ছিলেন তাঁর নাম ছিল "মনু" এই জন্যই তাঁর রচিত বিধানের নাম রাখা হয়েছিল "মনুসংহিতা" এবং সেকালের তাঁদের রাজ ক্ষমতা দ্বারা এখানের জনগণের মধ্যে ছলে-বলে-কৌশলে লাগু বা স্থাপিত করা হয় সেই মনু বিধান। সেকালে রাজার শোষণের ভয়ে, ধর্মের লোভে এবং রাজার প্রিয় পাত্র হবার লালসায় যাঁরা ঐ মনুবিধানকে জীবনে চলার পাথেয় হিসাবে মেনে নিলেন তাঁরা সেইকালে মনু নামের জন্য প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতে "মনুষ্য" এবং পরে চলতি ভাষায় "মানুষ " নামে অভিহিত হন। গীতা গ্রন্থে পরিস্কারভাবে লেখা আছে মানুষ মাত্রেই মনুর সন্তান। প্রায় দুই হাজার বছর মনু বিধানে দেশ শাসন চলার পর আবার এক বহিরাগত পরাক্রমী শক্তিধারী মোঘল গোষ্ঠী আর্য রাজাদের উপর আক্রমণ করে এবং ক্ষমতার জোরে তাঁরাই এখানের শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়ে তাঁদের নিয়ে আসা বিধান অনুসারে শাসন শোষণ করতে থাকেন। তাঁদের বিধি বিধান বা ধর্ম যিনি বিশেষ রূপে রচনা

করেছিলেন তাঁর নাম ছিল, "আদম" আদমের রচিত বিধি বিধান দর্শনকে যাঁরা নিজের জীবনে চলার অবলম্বন করেন, তাঁরা সেই সময়ের আদম নাম থেকে নিজেদের আদমি বলে পরিচিত হতে লাগলো।

ভারতের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে আর্যরা এই দেশ আক্রমণ করার বহু পূর্বেই এই দেশে এক উন্নতমানের মানব সভ্যতা স্থাপিত ছিল। সেইকালের সেই মানব সভ্যতা বিশ্বদরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অলংকৃত হয়েছিল। ইতিহাসে সেই সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতা বলে অভিহিত করেছে, স্থানগুলির নাম ছিল হড়প্পা, মহেনজোদড়ো ইত্যাদি।

এখানেও প্রশ্ন জাগে যে সেই আদি সভ্যতার ভাষা কি ছিল? এবং তখন তাঁরা মনুষ্য, মানুষ, আদমি এই সকল নামের বদলে কি নামের বা শব্দের প্রচলন করেছিলেন? আর যাহা ছিল কেন সেই নাম নেওয়া হতো।

আমাদের কুড়মালি ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের সাথে সেই আদি মানব সভ্যতার ভাষা, সংস্কৃতির এবং ধর্মের সাথে অনেক মিল আছে। অনেক বিদ্যান নৃত্বাত্তিক গবেষকের মতে সেই আদি সভ্যতারই অংশবিশেষ এই কুড়মালি ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম। কুড়মালি পণ্ডিতগণের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে তাঁরা বলেছেন তখন তাঁরা মানুষ, আদমি না বলে বলতেন "হড়" এবং বর্ত্তমানে হড় শব্দটিকে কুড়মালি ভাষাতে মানুষ বা আদমির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হয়। বর্ত্তমানে ঝাড়খন্ড রাজ্যের রাঁচি ইউনিভারসিটি, কোলহান, বিনোভাভাবে ইউনিভারসিটি কুড়মালি ভাষাকে দ্বিতীয় রাজভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে "হড়" শব্দের ব্যবহার হচ্ছে।

যখন যে শব্দের ব্যুৎপত্তি হয় তখন তার যে অর্থ থাকে, দীর্ঘদিন পরে সেই অর্থের অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন— যে অর্থে সেই সময়ে মনুষ্য বা মানুষ শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল তার অর্থ ছিল যাঁরা সেই সমকালে মনুবিধান বা মনু দর্শনকে জীবনে স্বীকার করে নিল। তাঁরা মনুবিধান অনুসরণ করার জন্যই তাঁরা মনুষ্য বা মানুষ। ঠিক তেমনই আদমের নীতি নিয়ম অনুসরণকারিগণ "আদমি" নামে অভিহিত হয়েছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা তার অর্থ পরিবর্ত্তন করে দিয়েছি এখন আমরা পড়ছি বা পড়াচ্ছি যে 'মেন' মানে মানুষ বা আদমি। মেন, মনুষ্য, মানুষ বা আদমি শব্দের অর্থের কোন পার্থক্য নাই সবই এক মানে। যেই মেন, সেই মানুষ বা সেই আদমিও। কিন্তু যখন ঐ সকল ভাষার ব্যুৎপত্তি হয়েছিল তখন সেগুলির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ছিল। এখন প্রশ্ন উঠে আমরা কুড়মিরা নিজেকে কি বলে সম্বোধন করব, মানুষ না আদমি বলে? আমরা কি মনুর বংশধর? নাকি! আদমের বংশধর, আমাদের আসল পরিচয় কি?

এখানে পরিস্কার ভাবে প্রমাণিত যে— কুড়মালি ভাষা সংস্কৃতি ও ধর্ম ঐ মনুরচিত বিধি বিধান বা আদম রচিত দর্শন শাস্ত্রের নীতি নিয়মের থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতা আছে। কুড়মালি নেগাচারে জনম, বিহা, মরণ এবং বারো মাসের পরব পার্ব্বনের নেগ, নীতি নিয়মে সম্পূর্ণ পৃথকরূপের এক উন্নতমানের হড় সমাজের সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম পরিলক্ষিত হয়, যাহা বিশ্বের মানব সমাজকে চিরশান্তির পথ দেখাতে সামর্থ্য। যাহা ঐ মনু বা আদমের দর্শনশাস্ত্রে নাই।

এখন আর প্রশ্ন জাগে যে যদি মনু থেকে মানুষ নাম বা আদম থেকে আদমি হয় তাহলে হড় নাম কোন নাম বা কার নাম থেকে হয়েছে? কুড়মালি ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের আদিগুরু বলা হয় বুঢ়াবাপকে যাঁর সঠিক নাম ছিল 'হড়' সেই হড় শব্দটি আর্যদের মুখে সঠিক উচ্চারণ না হওয়ার কারণে তাঁরা তাঁকে "হর" বলে উচ্চারণ করতে থাকেন আর দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের রাজত্ব চলার কারণে রাজভাষাতে স্বীকৃত পেল "হর" শব্দ, হর হর মহাদেব। কুড়মালি সংস্কৃতি অনুসন্ধান করলে সন্ধান পাওয়া যায় যে কুড়মিরা যেখানে যেখানে গাঁয়ের পত্তন করে বসতভূমি স্থাপিত করেছেন সেইখানেই মড়প নির্মাণ করে বুড়াবাপ বা বুঢ়াবাবাকে স্থাপনা করে বিধি বিধান হিসাবে পূজাঅর্চনা করে আসছেন। এই বুঢ়াবাপকেই বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন নামে সম্বোধন ও পূজা করা হয়। তাঁকেই বলা হয় মহাদেব, ভোলানাথ, শঙ্কর, শিব, অনন্ত, বোম ইত্যাদি অসংখ্য নামে ভূষিত করা হয়। কিন্তু কুড়মিরা সম্বোধন করেন বুঢ়াবাপ বা বুঢ়াবাবা বলে, এখানে প্রশ্ন উঠে কেন আমরা নাম ধরে ডাকলাম না, আর সব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বিভিন্ন নাম ধরে ডাকে। এতে কুড়মিদের সাথে বুঢ়াবাপের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার ভাব ফুটে উঠে। অন্যান্য নামগুলির মতো বুঢ়াবাপ শব্দটি কোন নামবাচক শব্দ নয়। আত্মীয়সূচক সম্বন্ধের পদবি, কুড়মালি নেগাচারে নিজের আত্মীয়দের নাম ধরে ডাকা হয় নাই। আমার ছেলে আমার নাম ধরে ডাকে না। সে বাপ বা বাবা বলে সম্বোধন করে। নাম ধরে ডাকে বাহিরের লোক যার সঙ্গে কোন প্রকারের আত্মীয়ের সম্বন্ধ থাকে না। এই 'বুঢ়াবাপ' সম্বোধনের দ্বারা বুঝা যায় যে তাঁর সাথে এই সমাজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সম্পর্ক জড়িত আছে। মনে হয় উনিই এদের পরম পূজনীয় আদিগুরু বুঢ়াবাপ "হড়"। তাঁরই সৃজিত নেগ, নীতি নিয়ম, বিধি বিধান শিরধার্য মেনে এরা সমাজের সাংসারিক জীবনযাত্রা শুরু করেন। আদিবাসি মতানুসারে নিজের পূর্বপুরুষদের মরণের পরে পাথর বা শিলা মাটিতে গেড়ে স্থাপনা করে তাঁর স্মৃতি বহন করে নিয়ে চলে। বুঢ়াবাপের মড়পেও এর ব্যতিক্রম নাই। এরা কোন প্রকারের মূর্তির উপাসক নয়। প্রকৃতি মহাশক্তির বাস্তব রূপকেই পূজা উপাসনা করে এসেছে। তাই এরা প্রকৃতি পূজক।

অনুমানের অনুভবে বুঝতে পারা যায় যে কুড়মালি ভাষার শ্রষ্টাও বুঢ়া বাপেই ছিলেন। কারণ এই সমাজের প্রায় সমস্ত নেগ নীতি নিয়ম বিধিবিধানের নামকরণ কুড়মালি ভাখিতেই করা আছে। যেমন চইত পরবের দিনগুলির নাম— প্রথম দিনকে বলা হয় 'হবিস', পরের দিনকে 'সঁজত' বা 'ফলহার', তারপর 'উপাস', তারপর 'ভগতাঘুরা' শেষদিনকে 'তেলহইলদা' বা 'ধুলাবাঢ়ান'। এই শব্দগুলি প্রত্যেকটি কুড়মালি ভাষা ভান্ডারের শব্দ। আরও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য কথা হলো এই বুঢ়াবাবার পবিত্রতম পরবে যাঁরা ব্রতী হন তাঁরাকে "ভগতা" বলা হয় এবং এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে পরবের ব্রতে কোন প্রকারের ব্রাহ্মণ জাতির লোক ভগতাতে ব্রতী হয় নাই। এই বুঢ়াবাপের ভগতাগণ এই উপলক্ষে পবিত্র শুদ্ধচিত্তে তাঁর উদ্দেশে যে

জয়ধ্বনি বা শ্লোগান উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত করেন, তা হলো "বম, বম, বুঢ়াবাবা, হর, হর, শিববাণী বহউ" এই বাক্যটির বম বম বুঢ়াবাবা, হর হর শিববাণী পর্যন্ত বুঝা যায় যে শিববাণী অর্থাৎ শিবের আদেশ বা তাঁর বিচার কিন্তু বহউ শব্দটিতে কি মানে বুঝাতে চাইছে? এই বহউ শব্দটি খাঁটি (আবগা) কুড়মালি ভাষা ভান্ডারের শব্দ। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত ভাষা ভান্ডারের শব্দ নয়। এতে প্রমাণ হয় যে শিবজী কুড়মালি ভাষা বুঝতেন বা জানতেন। বর্তমান সময়ে যেমন কোন পার্টির শীর্ষ নেতার উদ্দেশ্যে নারা দেওয়া হয় - অমুক জিন্দাবাদ, তখন সমর্থক সকলে জবাবে উত্তর দেয় জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ। এখানে জিন্দাবাদ শব্দের অর্থ হয় জিন্দা-মানে বেঁচে থাকা, বাদ মানে এক ধরনের বিধিবিধান বা দর্শন মতবাদ। অর্থাৎ ঐ পার্টির মতবাদ বেঁচে থাকুক। কুড়মালি ভাষার "বহউ" শব্দটিতেও সেই সমার্থক মানে বুঝাই, কুড়মালিতে বলা হয় - "লুগাটা ঢেরেই দিন বহলউ" অর্থাৎ কাপড়টা অনেকদিন টিকে থাকলো। অর্থাৎ বহউ মানে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা - তাই ভগতারা বলেন, শিবের মতবাদ (বাণী) মানব সমাজে দীর্ঘদিন জীবন্ত থাকুক। যাতে সমস্ত সমাজ সুখে শান্তিতে যুগ যুগ ধরে বসবাস করতে পারেন। এই সমাজের কোন গ্রামে রাম মন্দির বা কৃষ্ণ মন্দির নাই। এরা রাম, কৃষ্ণের ভক্ত ছিল না। এরা একমাত্র শিবের আরাধনা করে এসেছেন।

"হড়" শব্দটি খাঁটি কুড়মালি ভাষার শব্দ, তার প্রমাণ করে কুড়মালি ভাষা ভান্ডারের প্রত্যয় যুক্ত কতকগুলি শব্দ যেমন— 'সুগহড়' -সু+হড় = সুগহড়, মানে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। ফুহ্‌ড় মানে নোংরা ব্যক্তি। চুহ্‌ড় বা চুহাড় মানে চোর ছিনার ব্যক্তি। থেত্‌হড় মানে নির্লজ্জ ব্যক্তি। অল্‌হড় মানে বোকা, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি। বিহড় জঙ্গল বলা হয় জনমানবহীন জঙ্গলকে। এই উপরোক্ত সুগহ্‌ড়, ফুহ্‌ড়, চুহ্‌ড়, থেত্‌হড়, অল্‌হড়, বিহ্‌ড় এই শব্দগুলি প্রত্যেকটিই কুড়মালি ভাষার শব্দ, এগুলি বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, উড়িয়া, অসমিয়া ইত্যাদি কোন ভাষাতেই দাবী করতে পারবে না যে তাঁদের ভাষার শব্দকোষ। আর এই শব্দগুলিকে প্রত্যেকটিতেই ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র বর্ণন করে, কোন প্রকারের পশু, পক্ষী বা জানুয়ারের প্রতি ব্যবহার হয় নাই। দীর্ঘদিন পূর্বের ব্যুৎপত্তি শব্দ বিকৃতি হয়ে বিপরীত অর্থ ব্যবহার হচ্ছে। যে হড় শব্দের উৎপত্তিকালে তার অর্থ ছিল, সর্বগুনে ভূষিত সর্বজ্ঞানী তাঁকে বলা হত হড়। বর্তমানে সবথেকে নীচ বোকাকে বলে হড়। মনুষ্য বা মানুষশব্দের ব্যুৎপত্তিকালে তার অর্থ ছিল মনুর গুণের চরিত্রে গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হল মানুষ। বর্তমানে আদমের গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকেউ বলা হচ্ছে মানুষ।

কুড়মালি ভাষাতে "ড়" অক্ষরের মহত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই ভাষাতে 'ড়' অক্ষরের বিলুপ্তি ঘটছে বিভিন্ন ভাষার দাপটে। 'ড়' না থাকলে কুড়মালির ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, গণিত সব মিটে যাবে। আমার এই মাত্র ৬০ বছর বয়সের মধ্যেই দেখেছি এখানের কুড়মালি ভাষা থেকে অনেক শব্দ থেকে 'ড়' অক্ষরের বিলুপ্তি হচ্ছে। যেমন আমাদের জাতির নাম কুড়মি, অনেকে লেখছেন কুরমী, রাজোয়াড়কে বলা হচ্ছে রাজোয়ার, মড়লকে বলা হচ্ছে মন্ডল, পাঁড়েকে বলা হচ্ছে পাঁন্ডে। অনেক রাস্তা, স্থান, গাঁয়ের নামে 'ড়' এর পরিবর্তে র করা হচ্ছে। কুড়মালি ভাষাতে 'ড়' এবং 'র' দুটি অক্ষরেই ব্যবহার হয় কিন্তু। অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয় যেমন কড় মানে মাটি কুড়া আর কর মানে কিছু করা। খড় মানে পুয়াল, আর খর মানে উঁচা, গড় মানে পা আর গর মানে কিছু জিনিসকে ঘোলা, তেমনই চড় আর চর, ছড় আর ছর, জড় আর জর ইত্যাদিতে দেখা যার 'র' আর 'ড়' এর পরিবর্তনে সম্পূর্ণ মানে বদলে যাই। মানে পবিবর্তনের ফলে ভাব পরিবর্তন হয়ে দিসা দসা পরিবর্তনে লোকের নিজের গতিপথ থেকে বিভ্রান্তি ঘটে। গতি রুদ্ধ হয়ে পেছনে পড়ে থাকে।

যাঁরা একটি সতন্ত্র ভাষা রচনা বা সৃজন করার ক্ষমতা রাখেন। তাঁরাকে কম জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন মনে করা যায় না। বর্তমানে এই সমাজে অনেক উচ্চশিক্ষা জ্ঞানীগুণিজন আছেন আমরা শিক্ষিত হয়ে ধন, টাকা রোজগার করে ৩-৪টি অট্টালিকা বা ৫-১০টা গাড়ি কিনতে পারি কিন্তু একটা ভাষা রচনা বা সৃজন করার ক্ষমতা হয় না। হাজারো হাজার বছর আগে, অনেক জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন আমাদের পূজনীয় পূর্বপুরুষগণ অনেক ভাবনা চিন্তা করে আমাদের মাতৃরূপা মাতৃভাষা কুড়মালির সৃজন করে গেছেন। সেই কুড়মালি ভাষাতে 'ড়' অক্ষরকে অনেক মহত্বপূর্ণ স্থানে ব্যবহার করে গেছেন। যেমন— আমাদের শরীরের সব থেকে মহত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো যাকে বাংলা ভাষাতে বলা হয় মাথা। হিন্দিতে শির, ইংলিশে হেড তাঁরা কুড়মালিতে নাম করে গেছেন "মুড়"। বাংলাই যে অঙ্গকে পা, হিন্দিতে পৈর, ইংলিশে লেগ তাঁরা বলে গেছেন "গড়" এই অঙ্গটিও শরীরের কম মহত্বপূর্ণ অংশ নয়। তাছাড়া প্রত্যেক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কুড়মালি নামে ১০-১২টি 'ড়' অক্ষরের উচ্চারণ আছে। বাংলাই যাকে শুরু বলা হয় এই ভাষাতে বলা হয় অড় (সুতাটিক অড়টি খজিনি পাউলেক) শেষকে বলা হয় "মুড়া"। আমাদের আদিগুরু বুঢ়াবাপের স্মৃতি স্মরণ করা নিমিত্তে যে শীলাস্থাপনা করে তাঁকে ঘিরে যে ঘর নির্মাণ করা হয় তার নাম রাখলেন "মড়প", তাঁরা মন্দির বললেন না। এই যে এত মহত্বপূর্ণ স্থানে তাঁরা তাঁদের ভাষার মাধ্যমে "ড়" ধ্বনি উচ্চারণ করার ব্যবস্থা করলেন। মুড়ে, গড়ে, অড়ে, মুড়াই, মড়পে, শরীরের মুড়ে গড়ে যে কোন জায়গার শুরুতে এবং শেষে, আর আমাদের সকলের পূজনীয় পুণ্যস্থানে মড়পের মাঝে কেবলমাত্র 'ড়' টিকেই কেন স্থান দেওয়া হলো, অন্য কোন প্রকারে ধ্বনি বা অক্ষর দিয়ে ঐ স্থানটিকে পূরণ করা যেত, যেমন করেছেন আর সকল অন্যান্য ভাষাবিদ্যান বিশারদগণ। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে— যে ঐ 'ড়' অক্ষর উচ্চারণে বা ধ্বনিতে সমাজহিতের শক্তি সাধিত করার প্রথা নিহিত আছে। যাহা মহাযোগী, মহেশ্বর বুঢ়াবাবা কঠোর সাধনা করে প্রকৃতি মহাশক্তির রহস্য অবগত হয়ে তাঁর সন্তানদের সেই মহাশক্তির করুণালব্ধের পথ প্রশস্থ করে গেছেন।

প্রত্যেকটি ভাষা এক একটি ধর্মের সাথে সম্বন্ধ জড়িত আছে যেমন সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ আছে হিন্দু ধর্মের সাথে, উর্দু ভাষার সম্বন্ধ আছে মুসলিম ধর্মের সাথে, ইংলিশ ভাষার সম্বন্ধ আছে খ্রিষ্টান ধর্মের সাথে। আমার মনে হয় কুড়মালি ভাষার সম্বন্ধ আছে সত্য বা সারি সারনা ধর্মের সাথে। তাই মহাপুরুষগণ বলে গেছেন - সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।

স
গ
ড়

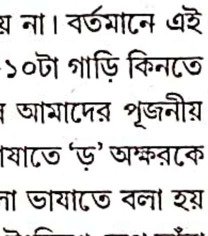

জহার মাহা মাঙ্ক

কুড়মি ঐক্য জিন্দাবাদ

জহার বুঢ়া বাপ

কুড়মি মহা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি—

নেপাল মাহাত

বিশিষ্ট সমাজসেবী

নেতাজি রোড, নডিহা, পুরুলিয়া

জাগো কুড়মি

"জয় গরাম"

বাঁধো জোট

বিশিষ্ট সমাজসেবী

অসিতবরন মাহাত

গ্রাম ও পোঃ - চাতরমহুল
চেলিয়ামা, পুরুলিয়া

Mob.: 7602461489

কুড়মালি ভাষা প্রসঙ্গে কিছু কথা

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

কুড়মালি ভাষা নিয়ে ইদানীং কালে মাত্রাতিরিক্ত চর্চা ও আলোচনা শুরু হয়েছে। যে ভাষা নিয়ে এত সোচ্চার গণকণ্ঠ ভাষাটির সাংবিধানিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় প্রায় আন্দোলনমুখি, সেই ভাষার উৎস সন্ধানে বিভিন্ন সময়ে সামনে এসেছে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেছেন, বিশ্বের যে পাঁচটি আদিম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে, ভারতের সেই সিন্ধু সভ্যতার যুগের ভাষা এটি। কিন্তু অন্যান্য সভ্যতার যুগের প্রচলিত লিপির মর্মোদ্ধার সম্ভব হলেও কুড়মালি ভাষার ক্ষেত্রে তা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেছে। ফলত, তেমন মতামত সামনে এলেও ভাষাটির কোনো লিপিকৃত রূপ পাওয়া যায়নি। তবে সিন্ধু সভ্যতার যুগের যে-সব দেওয়ালচিত্র বা লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের কয়েকটির সঙ্গে নাকি বর্তমান সময়ের পরীক্ষামূলক লিপির অনেকটাই সাদৃশ্য আছে। সে বিষয়ে পরে আসছি।

সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাস বর্ণনা করা আমার মুখ্য মনোযোগ নয়। আমার মনোনিবেশ তথাকথিত এই ভাষাটির ভাষাতাত্ত্বিক অভিমুখটিকে কিঞ্চিত উন্মুক্ত করা। অনেকের মতে কুড়মালি ভাষা একটি উপভাষা,এবং তা বাংলা ভাষার অপভ্রংশ । অনেকে বলেন, উপভাষাটি ওড়িয়া ভাষার অপভ্রংশ। বিশিষ্ট গবেষক ও প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুকুমার সেন এই ভাষাটিকে অবশ্য বৃহত্তর ঝাড়খণ্ডি এলাকার উপভাষা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

কুড়মালি ভাষা সম্পর্কে জনসাধারন্যে মানুষের এ যাবৎ যে ধারনা তা হল এই ভাষা কুড়মি সমাজের অতি বৃহৎ জনপদের কথ্য ভাষা। অর্থাৎ, কৃষিজীবি কুড়মি জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে থাকে তা-ই কুড়মালি ভাষা। কুড়মি জনজাতি বলতে সাধারন ভাবে 'মাহাত' জনজাতিকে বোঝালেও ভারতবর্ষের মধ্যে অন্তত ছয়টি রাজ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রায় দু' কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে থাকেন। সেই রাজ্যগুলি হল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িযা, অসম এবং ছত্তীসগঢ়। আর , কুড়মালি জনগোষ্ঠী মানে শুধু 'মাহাত'-ই নয়, বিভিন্ন রাজ্যে সমগোত্রীয় ও সমলোকসাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন আরো অনেক আঞ্চলিক জনজাতি ও আছে। সেই নিরিখে ড. সুকুমার সেনের মতামতকে অধিকতর মান্যতা দেওয়া যেতে পারে। তবে ভাষাটি যে অনেকটাই প্রাচীন, তা নিয়ে তেমন দ্বিমত দেখা যায় না। কুটুম্বিন, কুরুম্বা, কুরুমান, কুরুবা, কুড়বি, কুনবি ইত্যাদি নানা অভিধায় এই কুড়মি জনগোষ্ঠী সারা ভারতেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

তৎকালীন বৃহৎ জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত এলাকাতেও এই ভাষাটির প্রচলন যে ছিল তার বহু নজির আছে। অন-আর্য অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাবজনিত কারণে ও ই সব জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষাও যুক্ত হয়েছে এই ভাষায়, তাও বলে থাকেন অনেক আঞ্চলিক গবেষক। তাই ভাষাটির বহমানতার সঙ্গে-সঙ্গে সময়ের পথ ধরে ভাষাটিও কুড়িয়ে নিয়েছে অন্য ভাষাভাষী কিছু জনপদের উপভাষা। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বিভিন্ন পদে কুড়মালি ভাষার সাবলীল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যদিও বাঁকুড়া জেলায় কুড়মালি ভাষার তেমন ব্যাপক ব্যবহার প্রায় নেই-ই তবুও চন্ডিদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কুড়মালি ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করে আঞ্চলিক ইতিহাস-গবেষকরা অনেকেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন, তাহলে কি চন্ডিদাস আসলে পুরুলিয়া ভূখন্ডের (জঙ্গলমহল) কোনো এলাকার মানুষ ছিলেন।

বৃহত্তর জঙ্গলমহল ও পরবর্তী মানভূমের সাম্প্রতিক পুরুলিয়া জেলায় এই ভাষাটির ব্যাপক প্রচলন এখনো রয়েছে ওই সব জনগোষ্ঠীতে, মূলত 'মাহাত' সম্প্রদায়ের মধ্যে। আছে বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর(অবিভক্ত) জেলার কিছু জনপদে। সেই ভৌগলিক ধারাবাহিকতায় তা এখনো আছে বিহারে, ঝাড়খন্ডে এবং ওড়িযায়। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী ওই জেলাগুলি থেকে ওই ভাষাভাষী কিছু মানুষ নানা কারনে রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই কিছুটা হলেও ছড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরা অবশ্য বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজস্ব ভাষাটিকে ব্যবহার না করলেও নিজস্ব ঘরানায় কথাবার্তার বিনিময় করেন ওই কুড়মালি ভাষাতেই। যেহেতু এই ভাষার কোনো অনুমোদিত বর্ণমালা এখনো পর্যন্ত নেই, বা লিপিকরনের পদ্ধতি নেই, তাই সেই রাজ্যে বসবাসকারী কুড়মালি জনপদে সেই প্রাদেশিক সরকারি ভাষার হরফেই ভাষাটি লিখিত হয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে ভাষাটিকে সেই রাজ্যের ভাষা বলেই মনে করে থাকেন ওই ভাষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ মানুষজন। যেমন, বিহার-ঝাড়খন্ডে দেবনাগরী (হিন্দি), ওড়িযায় ওড়িযি বা পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার হরফে লিখিত হয়ে থাকে কুড়মালি ভাষাটি। আগে সাঁওতালি ভাষাও নিজস্ব প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত হত। অলচিকি হরফ আবিষ্কারের পরে এবং ভাষাটি সাংবিধানিক ও সরকারি ভাবে স্বীকৃত হওয়ার পরে এই ভাষার পঠন-পাঠন ও শুরু হয়েছে অলচিকি হরফে এবং ভাষায়।

কিন্তু এই ভাষার বর্ণমালা বা হরফ না থাকলেও এই কুড়মালি ভাষাটির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা কিন্তু অনেক জায়গাতেই আছে জনজাতিটির সংখ্যাগত আধিক্যের সৌজন্যে। পশ্চিমবঙ্গে কুড়মালি ভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আগে না থাকলেও ইদানীং কালে পুরুলিয়ার সিধু-কানহু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তন করার ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। এবং তা এই রাজ্যের প্রধান ও সরকারি ভাষা অনুসারে বাংলাতেই হবে বলে জানা গেছে। ঝাড়খন্ডে অবশ্য এই ভাষাকে অনেকটাই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ওই রাজ্যে বারোটি দ্বিতীয় সরকারি

ভাষার যে স্বীকৃতি আছে, তাদের অন্যতম হল কুড়মালি ভাষা। বিগত বেশ কয়েক দশক ধরেই এই ভাষাটিকে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে 'ক্ষেত্রীয় আদিবাসী ভাষা' হিসেবে। পরবর্তীকালে চাঁইবাসা ও হাজারিবাগ বিশ্ববিদ্যালয়েও এই ভাষাকে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে না হলেও ঝাড়খন্ড রাজ্যের অনেক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেনি থেকে পড়ানো হচ্ছে কুড়মালি ভাষা ও সাহিত্য। তবে শিক্ষার মাধ্যম সেই হিন্দিই।

আমাদের রাজ্যে, মূলত পুরুলিয়া (আগের ছোটনাগপুর এলাকার মানভূম) জেলায় ভাষার স্বীকৃতি বা বর্ণমালার অস্তিত্ব না থাকলেও বাংলার লিপিকরণেই সৃষ্ট হয়েছে অজস্র লোকসাহিত্য, লোকগান আর গল্প-কাহিনি-উপকথা। লোকপার্বণিক আবহে ও লোকসংস্কার নির্ভর সামাজিক উৎসবে যে সব গান রচিত হয়েছিল বা হচ্ছে এখনো, সে সব গানের কথা অতি সমৃদ্ধ। তবে এখন সেই সব গানের কপিকরন করতে গিয়ে বানানগুলির পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে অহরহ। তাই, তেমন কিছু গানের উদ্ধৃতি দেওয়ার আগে কুড়মালি ভাষায় বর্ণ ব্যবহারের বৈচিত্রটুকু একটু দেখে নেওয়া যাক।

* কোনো শব্দের শেষে 'অ' উচ্চারিত হলে (যেমন, মাহাত(mahata), বিবাহ (bibaha) শেষে 'অ' যুক্ত হয়ে এমনি ভাবে লিপিকৃত হয়— মাহাতঅ, বিবাহঅ ইত্যাদি।

* দীর্ঘ উচ্চারনের জন্য আলাদা স্বরবর্ণ নেই। তাই দীর্ঘ 'ঈ'-র ব্যবহার নেই। সব শব্দেই 'ই' -যোগে উচ্চারিত বা লিখিত হয়। যেমন, নদী-নারী-নীল-ভীম-জীবন ইত্যাদি শব্দগুলি উচ্চারণগত বৈশিষ্টকে প্রাধান্য দিয়েই লেখা হয় যাথাক্রমে নদি-নারি-নিল-ভিম-জিবন। খুব আশ্চর্য লাগছে, তাই না! ইংরাজীতে যেমন 'ঈ' উচ্চারণকৃত শব্দে '*i*' হয় সম্ভবত তেমন ভাবেই শব্দগুলি লেখা হয়ে থাকে।

* উ এবং ঊ হিসাবে পৃথক স্বরবর্ণ নেই। তাই সব শব্দই 'উ'-যোগে উচ্চারিত বা লিখিত হয়। এ ক্ষেত্রেও সম্ভবত ইংরাজিতে যেমন 'ঊ' উচ্চারণকৃত শব্দে '*u*' হয় তেমন ভাবেই শব্দগুলি লেখা হয়ে থাকে। তাই পূর্ব লেখা হয় পুরবঅ, নূতন লেখা হয় নুতন, মূর্খ লেখা হয় মুরখঅ ইত্যাদি।

* ঐ এবং ঔ হিসাবে পৃথক স্বরবর্ণ নেই। তাই সব শব্দই 'এ' এবং 'ও' -যোগে উচ্চারিত বা লিখিত হয়। যেমন, মৈ-কৈ-হৈ-দৈ লেখা হয় মই-কই-হই-দই রুপে। আবার, বৌ-ছৌ-মৌ লেখা হয় বউ-ছউ-মউ রুপে। এই সব শব্দগুলি এখন অবশ্য বাংলা ভাষাতেও এরকম বানানে লেখা হয়। অবশ্য স্বপন চন্দ্র মাহাত তাঁর 'কুড়মালি চিসেক চিনহামুদা' গ্রন্থে যা দেখিয়েছেন, তাতে সব মিলিয়ে কুড়মালি ভাষায় স্বরবর্ণের সংখ্যা মাত্র পাঁচটি। অ, আ, ই, উ এবং এ। 'ও' নেই। সে সব ক্ষেত্রে জানা যায়, কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ও' স্বরবর্ণ যুক্ত শব্দটির উচ্চারণও 'অ' বা 'উ' হয়। যেমন, 'কোথায়' না হয়ে হয় 'কথায়'। তেমনি কোনো' হয় 'কনঅ' ইত্যাদি।

* জ এবং য উচ্চারণগত ভাবে একই বলে শুধু 'জ'-ই ব্যবহৃত হয়, 'য' হয় না। যেমন, যমুনা হয় জমুনা, যুধিষ্ঠির হয় জুধিসঠির।

* ন এবং ণ- এর আলাদা লেখ্য রুপ নেই। শুধু 'ন' দিয়েই দুই ক্ষেত্রেই বানান লেখা হয়। যেমন, কারণ-বারণ-গণ-তরুণ-রাবণ প্রভৃতি শব্দ লেখা হয় যথাক্রমে কারন-বারন-গন-তরুন-রাবন রুপে।

* শ, ষ, স- স উচ্চারণে সব ক্ষেত্রেই 'স' ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হয়। আলাদা ভাবে শ ও ষ -র ব্যবহার নেই। যেমন, মানুষ,দেশ, দশ হয় যথাক্রমে মানুস; দেস, দস ইত্যাদি। ('দস' কোথাও দশ, কোথাও দোষ-প্রয়োগবিশেষে তা বুঝে নেওয়া যায়)।

* স্বরবর্ণের মধ্যে '৯' এখন আর বাংলাতেও নেই। কুড়মালিতে ঋ, ৯ দুটোই নেই। লিপিকরণের উচ্চারণের সঙ্গে সংগতি রেখে সেগুলির বিকল্প হল 'রি' এবং 'লি'। তাই, 'ঋষি' লেখা হয় রিসি।

*যুক্তাক্ষর নেই। প্রতি ক্ষেত্রেই যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ বোঝাতে শব্দ বা যুক্তবর্ণকে ভেঙ্গে লেখা হয়। যেমন, চন্দ্র (*chandra*) লেখা হয় চনদরঅ, সূর্য(*surja*) লেখা হয় সুরজঅ, কণ্ঠ(*kantha*) লেখা হয় কনঠঅ, ষষ্ঠ(*sastha*) লেখা হয় সসঠঅ, উদ্ভিদ (*udvid*) লেখা হয় উদ্ভিদ ইত্যাদি।

* র-ফলা, য-ফলা, রেফ এ-সবের লিপিকরণগত প্রয়োগ নেই। যেমন, ভদ্র(*vadra*) হয় ভদরঅ, ধার্য(*dharja*) হয় ধারজঅ, তর্ক(*tarka*) হয় তরকঅ, কর্ম(*karma*) হয় করমঅ ইত্যাদি। তিন ক্ষেত্রেই 'র' যোগ যায়।

*সংযুক্ত বর্ণের যেখানে উচ্চারণ উহ্য থাকে সেই বর্ণ ব্যবহৃত হয় না। যেমন, স্বপন(*swapan*) না হয়ে হয় সপন(*sapan*), স্বর্গ(*swarga*) হয় সরগঅ(*sarga*), স্বাধীনতা(*swadhinata*) হয় সাধিনতা ইত্যাদি।

* স্বপনচন্দ্র মাহাত (বেগুনকুদর, পুরুলিয়া)-র 'কুড়মালি চিসেক চিনহামুদা' গ্রন্থটিকে মান্যতা দিলে দেখা যায়, কুড়মালি ভাষায় মোট ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ২৯ টি। তাতে 'ঞ' থাকলেও 'ঙ' নেই। তবে চন্দ্রবিন্দু আছে। সেগুলি হলঃ ক, খ, গ, ঘ , চ, ছ, জ,ঝ, ঞ, ট,ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ,ধ ন, প, ফ , ব, ভ, ম, র, ল, স, হ, ড়, এবং ঁ। তাঁর আবিষ্কৃত বর্ণমালা অবশ্য এখনো সরকারি ভাবে স্বীকৃত নয়। তবে অল ইন্ডিয়া কুড়মালি চিসইঅ সোসাইটি-র সম্পাদক জয়ন্ত মাহাত (ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর)-র তৈরি করা কুড়মালি হরফ 'কুড়মালি চিসই' সরকারি ভাবে স্বীকৃত না হলেও পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িষার চুয়ান্নটি ব্যক্তিগত ও বেসরকারি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কুড়মালি ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে পড়ানো হচ্ছে। তাঁর নির্মিত হরফমালায় সর্বমোট তিরিশটি অক্ষর আছে। এগুলি হলঃ অ, ব, আই, আ, গ, ত, এ, স, ন, ই, ক, র, ম, হ, ড়, উ, দ, ল, ও, ঞ, অঙ, চ, জ, প, অঁ, অয় , অড, ট, জড়হ, শিসঅ। প্রাপ্ত হরফমালায় অবশ্য স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভাজন নেই, একই সঙ্গে মিশে আছে। স্বপনচন্দ্রের ' কুড়মালি

চিসেক চিনহামুদা'-র সঙ্গে জয়ন্ত মাহাত-র তৈরি করা 'কুড়মালি চিসই'-এর বৈসাদৃশ্য ও বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। মিল নেই এমন অক্ষরমালার সঙ্গে সাদৃশ্য নেই। স্থানাভাবে সেগুলির ফটোকপি দেওয়া গেল না।

ওপরের যে সব শব্দের লিখনরীতি দেখানো হয়েছে সে সব শব্দের কুড়মালি রূপান্তর বা প্রতিশব্দও থাকতে পারে। উল্লেখিত শব্দগুলি উদাহরণ মাত্র।

অতি সম্প্রতি জনাধিক্যের নিরিখে কুড়মালি ভাষাটিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে জোরালো দাবি উঠেছে। তার জন্য সব থেকে আগে দরকার সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃত বর্ণমালা। সে যাই হোক, আগেই বলা হয়েছে, পূর্বতন জঙ্গলমহল থেকে আজকের পুরুলিয়া বা মেদিনীপুর পর্যন্ত কুড়মি (মাহাত) অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ জনপদে কুড়মালি ভাষায় সৃষ্ট হয়েছে অনেক সাহিত্য। বেশির ভাগই আবর্তিত হয়েছে জনজাতিটির সামাজিক সংস্কার ও লোকাচার, জনজীবন-কেন্দ্রিক পালা-পার্বণ ও উৎসবকে কেন্দ্র করে। কালের বিবর্তনে এবং লিপিকরণের ভিন্নতায় সে সব কিঞ্চিত আধুনিক বাংলার রূপ পরিগ্রহ করলেও মূল যে সৃজনশীলতা তা পড়েও কিছুটা অর্থোদ্ধার করা সহজ নয়। 'চললেই নাচ', বললেই গান' যে লোকসংস্কৃতিক ভূমিখন্ডে সেখানে লোকসাহিত্যে মূলত নানান পার্বণিক সংগীত প্রাধান্য পেয়েছে। তেমন কিছু উদ্ধৃতি—

হুঁসিআর কুইরি কুড়মি কুমহার ভুমিজ
আর সাঁউতাল হউ
হামরাকে করতা কাঙাল হউ
মানভুমকে করেহেথিক বাঙাল।...

এটির রচনাকার মানভুমের কুড়মি সমাজে বহুমানভাজনীয় লোকসাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিধর সিংহদেও কাটিআর। তাঁর রচনা রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলেও জানা যায়। আগেই বলা হয়েছে, 'য়'-র প্রচলন নেই এই ভাষায়। ইংরাজি '*s*'-এর উচ্চারণ-যুক্ত শব্দ তিন ক্ষেত্রেই 'স'। তেমনি '*u*'-এর উচ্চারণ যুক্ত শব্দ দুই ক্ষেত্রেই 'উ'। তাই হুঁশিয়ার লেখা হয়েছে 'হুঁসিআর'। 'ভূমিজ' লেখা হয়েছে 'ভুমিজ'।

কিংবা, সঁজতি মাহাত'র গান—

চইত বইসাখ রাজা, বসি গঁউআঁউঅলে
ভাদর আসিনে সিকার চড়হলে...

লক্ষ্যনীয় যে, 'আশ্বিন'-এর শুধু উচ্চারনে অনাবশ্যক 'ব'-ই বাদ যায়নি, 'শ'-ও হয়েছে 'স'। তেমনি 'শিকার' হয়েছে 'সিকার'। এমন অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। স্থানাভাবে তাই নমুনা সংকোচন করতে হল। উপরোক্ত গানগুলির পূর্ণাকার রূপ এই নিবন্ধকার -সম্পাদিত 'পুরুলিয়ার কঠিন মাটি' গ্রন্থে (১৯৯৯) সংকলিত হয়েছে।

কুড়মালি জনগোষ্ঠীতে আবহমান ধারায় চলমান লোকোৎসব অনেক, গানও অপরিসীম। নিচে শুধু করম ও বাঁদনা এই দুই রকমের গানের এক টুকরো করে উদ্ধৃতি দিচ্ছি।—

১. কনেরে করম গসাঞ আনল নেউতি
কুরুম নেদিক ধারিঞ কনেরে কেরল খেতি
তহরি বেনাউঅল খেতিঞ কুরুমেক পানি
চালা সভে ফুলা তড়ে কুরুম পাহাড়ি
২. কুরুম পাহাড়েকেরি কঁচি কঁচি বাঁস রে বাবু হউ
হড়দিপি নগরেকর ডমিনি
সরু সরু বেতিআঞ সুপ বুনতউ হউ
সেহ সুপে গেইআনি চুমাই।

গানগুলির ভাষাও উচ্চারণ সংক্রান্ত বৈচিত্র বাদ দিলেও গানগুলি কিন্তু ওই প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার প্রসঙ্গকেই উসকে দেয়। দুটি গানেই যেমন কুরুম বা কুড়ুম পাহাড়ের বাঁশ এর উল্লেখ আছে, তেমনি প্রথম গানটিতে আছে কুরমু নদীর পানি (জল) ও দ্বিতীয় গানটিতে আছে হড়দিপি নগরের ডোমিনি (মহিলা ডোম)-র কথা।

একদম হাল আমলের এই ভাষার কবিতা দেখুন।—

কাহে কুইলিই বছর সালিই
দুখ দেতউ তর কুলে।
করেঁ হদিস ভরম হেজই খিস
কুড়মিক লেখে না টুঁলে।

এখানে লেখকের নাম 'কিরীটি'-ও 'কিরিটি', পদবি 'পুনুরিয়ার'-ও 'পুনরিআর' হয়েছে ভাষাগত

সগড়
F8

বৈশিষ্ট্যের কারণেই। এই ভাষার লিপিকরণ এখনো পর্যন্ত এই পশ্চিমবঙ্গে বাংলা হরফে হলেও ভাষাটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা না থাকলে তাঁদের কাছে পরিচিত বাংলা বানানগুলির ভুল লিখিত রুপ প্রতিপন্ন হতে পারে।

বড়ু চন্ডিদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখিত হয়েছে কুড়মালি ভাষা প্রসঙ্গে। তাঁর কাব্যে মোঞে, মোকে, তোঁহাক প্রভৃতি কুড়মালি সর্বনামে প্রয়োগ । যেমন—

১. মোঞে সুন্দরী রাধা,

২. দেহ বৈরি হৈল মোকে এরুপ যৌবন,

৩. থাকিব যোগিনী হইয়া তোঁহাক লাগিয়া।

মধ্যযুগীয় কাব্যে 'র' বা 'এর'-যুক্ত শব্দ যা 'কের' হয়েছে তা আসলে কুড়মালিরও বিভক্তিতে আছে। চন্ডিদাসের কাব্যে তেমন প্রয়োগঃ-

১. লাখেকের মুদড়ী দিবোঁ হাথ দান,

২. রাতির স্বপন যেন নদীকের বান।

তাঁর কাব্যে কিছু ক্রিয়াপদের সঙ্গে কুড়মালি ভাষার ক্রিয়াপদেরও খানিকটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যেমন— মধ্যযুগীয় বাংলা/কুড়মালি—করলোঁ/কেরলঁ; করিলেহে/করিলেহেঁ; করিল/কেরল। (অতীত কাল)। সমগ্র কাব্যটিতেই তেমন নজির আছে অসংখ্য।

রামায়ণেও যে আদিম জনজাতির উল্লেখ আছে সেই শবর জনপদের বিরাজমানতা আছে পুরুলিয়া-মেদিনীপুরেও। তাদের কথ্য ভাষার সঙ্গেও কিঞ্চিত সাদৃশ্য আছে কুড়মালি ভাষার। তবে তা বিচারসাপেক্ষ।

এত সব বলার পরেও যা বলতে হয় তা হল, এই সময়ে কুড়মালি ভাষায় ওই সামাজিক বলয়েও কথোপকথনের বিষয়টি ক্রমশই ক্ষীয়মান হয়ে আসছে। ঝাড়খন্ড রাজ্য ছাড়া মেদিনীপুরের কিছু অংশ আর পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-আড়শা এবং আরো দু-একটি জায়গা বাদ দিলে কুড়মিদের মধ্যেও এই ভাষায় কথা বলার প্র্যাকটিস প্রায় বিরল হয়ে যাচ্ছে,। তথাপি দাবি উঠেছে ভাষাটিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার। কুড়মালি ভাষার সপক্ষে সোচ্চার হওয়া প্রবক্তাদের তৈরি করা ভিন্ন-ভিন্ন হরফমালা কি দাবিটির সম্ভাবনাকে মন্থরতা বা বিলম্বের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে না? সবার আগে প্রয়োজন একটি অভিন্ন ও সর্বজন স্বীকৃত লিপিকরণের বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি। তা না হতে পারলে কুড়মালি ভাষাটি সুপ্রাচীন হলেও তার স্বমহিমায় অধিষ্ঠান অনতিবিলম্বে যে সম্ভবপর নয় তা মনে করছেন কুড়মালি সম্প্রদায়েরই অনেক গুনী-পন্ডিতজন। যেহেতু অনেক আগের থেকেই ঝাড়খন্ডের বহু স্কুল-কলেজে এবং একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। কুড়মালি ভাষা পাঠ্যতালিকায় এসে গিয়েছে। তাই ঝাড়খন্ড সরকার তখন থেকেই সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিক বার আবেদন জানিয়েছে। বৎসরাধিক কাল আগে বাংলার সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তর-পর্বে বিষয়টিউথাপন করে কুড়মালি ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবি করেছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও বিভিন্ন কুড়মালি সংগঠন দাবি-সনদ করেছে। কুড়মি সম্প্রদায়ের লোকসামাজিক আবেগকে মান্যতা ও সম্মান দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে যথোচিত বিবেচনার উদ্যোগ নেওয়া।

ÂDIBÂSI KURṂI
THE PRESENT OPPORTUNITIES

Anâdi Kumâr Tiṛu`âr

The Kurmi are the tribal. Is it a matter of debate whether they are so or not? Except some of us who have acquired some sort of education, all say, Yes, the Kuṛmi are surely the tribal. And the people belong to other castes and tribes, who are much more educated than us, shall say, the Kurmi claim themselves as tribal. They seem to be tribal on observation of their social behaviour, daily livelihood, language and culture, but they are yet to obtain recognition as a tribe. So how could we call them tribal? I shall not go on debate since I am unable to perform debate. But I shall discuss few words. The Constitution of the Country has provided for "Protection" and "Development" of some tribes on the basis of their recognition by the Governments. It does not necessarily means that tribe and backward races having no Governmental recognition are not Tribes or down-trodden. It is to be kept in mind that Governmental recognition for a tribe has been accorded on the exclusive basis of their caste/ tribe. Even then, when we go to speak on our tribe, some of our own educated people and people of other castes become irritated. Some of our educated people suffer painfully to comment, "What a big talk! Are you going to revert to living in forests or hills? Are you going to consume roasted flesh of wild animals and birds again? Would you cultivate thisi, kutthi, gundlu, kada'a, gunjâ again? Would you bathe using Kacâ oil on the body? What a rubbish thinking!" And the other people continue to shout, "The Society is being divided in parts on the issue of casteism/ tribalism. And the national unity shall be in danger. "Nânâ bhâsâ, nânâ mat, nânâ paridhân, bibidhçr mâjhç dçkha milana mahân'" Indians have diverse languages, opinions, garments, and unity in diversity is very noble aspect professed in India. I shall later discuss on the comments of some of our own educated people. For discussions, I say to other people, "Yes, I definitely agree to. India has diverse castes/tribes, languages, religion or garments and we all should live together unite without hesitation. Let you come forward to ask the Government to amend the Constitution to omit the Articles 15(4), 19(5), 23, 29, 164, 330, 332, 334, 335, 338, 338(A), 339(1), 371 (A), 371(B) and 371(C). Those Articles of the Constitution provide for "Protection" and "Development" of some tribes on the basis of their recognition by the Governments on the exclusive basis of their castes/tribes. Now, it is our own people. What does worth your education? You could go through such provisions of the Constitution. The "Protection" and "Development" of some tribes are based on their recognition by the Government. Thus, demanding such recognition of the tribe does not mean to live at jungles. Our assets may agree to the fact that the Sântâls and Mundâs are recognised tribes in India. Are they compelled to live in forests and jungles? The fact is that they are recognised by the Government for their identity as tribes. There are many tribes in the country that are yet to be recognised by the Government; and they are still striving for obtaining their recognition of identity as tribes from the Government. During introduction, it was said that I shall not go into any debates. So what is said so far are the points of discussion.

The Kurdmi are the tribal. It is not a matter of debate whether they are so or not. It is a matter of realization, a matter of experiencing, a matter of obeying and a matter of thinking.

It is not necessary to read the rest portion of the essay if drops of tears do not have at your eyes on listening the tune of Jhuma'ir from the *tirinrimgâ* (high pitched) flute of the cowboy coming from the foot of the hillock. If tears do not flow on your cheek on listening "Ghumimâ kurhâñ âli munu, Châmchâ dha'irç .âm[hâli, Kâr dusaman chili munu, Mu[hâgâmç bikâli" or "Dâdâ jç rç jânlâñchili, ramdhçr jhâmmi jhâmkç , Â'ij kçnç kânda'a dâdâ rç, sâlâ dhuti kândhç" [In Kurdmâli marriage song, the neighbours address the bride that She is good enough but sold to Mu[hâgâm at any conspiracy of unknown enemy. The bride-daughter is so good that she usually takes rest with the support of the end border of the hut on her returning from collecting cow-dung from the field. OR, the bride-sister reminds her elder brother that once he beat her severely with the fence stick and now he is weeping at the verge of his sister's farewell on marriage keeping the gifted sâlâ dhuti on his shoulder.]

When a village woman spontaneously sings out on the border of a big farm at the bank of a stream during the month of Bhâdar-

"Tar lçkhçn
çmphu'â marad nâ'i-
Rç khâlbharâ-
Tar lçkhçn
çmphu'â marad nâ'i.
Kulhi kulhi jâtç'çchili

Tuni khâlbharâ hânkâni dili-
Hâmkç gharçr lakç mç'ikatç dichç nâ'i
Rç khâlbharâ-
Tar lçkhçn
çmphu'â marad nâ'i"

[A village woman blames his illicit male relative as he called her out loudly when she was passing through the small road near her home, and listening his call the members of the family always tease her and place her in an embarrassing situation at home.] If such song does not melt your heart, then it has no worth to read the rest of the essay. It is not useful to read the rest, I swear, if your brain storming does not start even listening to the following:

"Jâhu jâhu Karamrâjâ, çha cha'ô'a mâs ga'u
Â'û'ata bhâdara mâs â'inba'a ghumrâñ"

or

"Â'ij ta'a rç Karamrâjâ ghare du'are ga'u
ka'il ta'a re karamraja sank nadik pare"

[We are bidding farewell to the karamraja and inviting Him to come back after six month in the month of Bhadar; OR Today the Karamraja is at our home, and when the festival would be over, tomorrow He will be staying at the bank of the Shyok river(presently in Pakistan)]

If your feet do not oscillate with the rhythm of hâmasâ mâdal listening "Kâmhâ kâmhâ bâjç hôla dhama'asâ bâjç, Mâ'â'âlini ga'u, Kç'isan kç'isan bâjç karatâl", then no need to read rest of the essay.

BUT if the tears appear, the heart melts or the brain storming starts, then the discussions may continue. The Ku[mi are the tribal. It is not a matter of debate whether they are so or not. It is a matter of realization, a matter of experiencing, a matter of obeying and a matter of thinking. Firstly we have to know, to realise why a group of people is tribe. There are some definite and distinctive features to identify all tribes of the World. If we think and compare the features of the tribes with those of the Ku[mi to find them identical, it would be comfortable to accept the claim.

To start with, quoting a learned person is better. Mr. Bijoy Basak has posted in **Indian Society** on 25th November, 2013 an essay, a part of which is reproduced below:

"*A tribe is a group of people, usually staying in jungle areas, in a small locality, absolutely illiterate poor, hardly clad in clothes, usually dark and frail, fully living within their own community whose marriage always takes place among themselves, engaged in hunting and searching for roots, shoots and fruits as their veg food and roasted animals as non-veg food, completely oblivious of the country's political and economic condition, resisting all efforts of development and have a strong dislike for strangers and educated modern community.*"

He further wrote:

"*The chief characteristics of a tribe are the following:*

- *Common definite territory, common dialect, common name, common religion and common culture.*
- *They have strong sense of unity and any stranger is attacked with bows and arrows.*
- *All tribe members are related by blood, have their own political organization which has a chief who exercises authority over all the members, even recommending marriage of young boys with girls whom they have found suitable for marriage.*
- *Each tribe is guided by their own religion which is based on totemism, magic and fetishism i.e. believing in god being embedded in a special piece of stone, a special tree or a peculiar strange animal.*

A tribe is an endogamous group, as distinct from a clan who is exogamous, have common name and is engaged in worshipping strange objects, hunting of small animals, and resists entry of any outsiders inside their territory"

Thus, the matter is the Anthropologists and Social Scientists concern to **eleven specific characteristics** of a group of people to be identified as Tribe or aboriginals. What are those characteristics? We may now discuss those in brief.

1) Definite Common Topography – Tribal people live in an occupied definite common topography with all members of the Tribe. In case they do not live together in a definite and common place, they may lose their basic characteristics of tribal life, common culture, common language, common life style, common religious belief etc.

"*SiA-sikhar-nâgpur, Âdhâ'âdhi kha[agpur, Âsâm-mâldâ-dinâjpur; Dhôl-dhamsâ çka'a'i*

surç bâjç............ jâgç rç, jâgç rç, Ku[um dçs jâgç". This jhuma'ir is often sung by Nagen Punri'âr, by Salâbat dâdâ, by Kiriti and by thousands of people. It is a song of Life, song of History, song of Identity.

2) Sense of Unity - All tribes in the World have a sense of unity to live in a group. In their social functions, Festivals, in well and woe, they depend on their sense of unity invariably necessary for their tribal livelihood. The *Karmatis* of a village come up sharp on listening the call *"Â'isa'a hç karmatirâ"*. When to declare birth of a baby at the house of a Ku[mi, the hut shed is hit by a large heavy stick to sound audible to the neighbours, all the neighbours come swiftly to see the new born baby at once. During any inter-tribe or intra-tribe dispute or attack, united all resist and resolve. Unless the Ku[mi have the sense of unity, was it possible?

3) Endogamous group – Marriages in all tribes in the World happen within the Tribe. Except own totem, marriages with other totems of the tribe are customary.

The Ku[mi have the same custom. However, in the present days, some of the educated young boys and girls are being married to other tribe due to their due to their staying outside for their profession and also for emotional attitude. In such cases, Ku[mâli culture provides remission by extending Tribal Feast by the related Bride/ Groom. Is there in any tribe the unique feature of *Ka'inâpan* as prevailed in the Ku[mi tribe? The we find in the *bihâgit* (marriage song) "*Ghumimâ ku[hâñ âli munu, Châmchâ dha'irç âm[hâli, Kàr dusaman chili munu, Mu[hâgâmç bikâli*". [In Ku[mâli marriage song, the neighbours address the bride that she is good enough but sold to Mu[hâgâm at any conspiracy of unknown enemy. The bride-daughter is so good that she usually takes rest with the support of the end border of the hut on her returning from collecting cow dung from the field. The matter of selling the Bride is prominently proves the aspect *of Ka'inâpan*]. The parents of the Bride accepts *Ka'inâpan*, and so the question of selling the bride comes up. Further, in *Tusugit*, we observe to describe the plight of the father of the marriageable daughter before *Tusumani*,

"Khil jami'ç dhâna'a nâhi pâ•a,
Bâpçr bimi bikâ bçdam dâ•"

No paddy is harvested from the uncultivated land (for draught or so) and then it is very difficult to sell his daughter (for marriage).

4) Common Dialect - All tribes in the World have their own mother tongue or dialect. It is a must; otherwise the tribe group may not maintain the sense of unity.

Mother tongue of the Ku[mi is Ku[mâli. In many colleges and Universities, Ku[mâli is being taught at ease. But, however, living along side some other tribes/ groups of people caused admixture with their language (like Bengali, Assamese, Hindi, and Oriya) to some extent. As such some of the Ku[mi are now forgetting the proper use of Ku[mâli. Under such situation, Kesab dâdâ ((Kçsaba Candara'a Ti[u'âr, Karmâi, Jhç'ildâ, Puru'ilâ) had to write a jhuma'ir (sitting at the residence of the author at Bankura) *"Ku[mâli mâñbhâkhi .... Sikha'a âr sikhâ'ô bhâ'i sçha'a bhâkhi"*.

5) Ties of Blood Relationship – All tribes of the World have their inter-tribe blood relationship intact. The Ku[mi have also such ties of blood relationship intact due to their marriage between two of 81 totems (clans).

6) Awareness for Protection – All tribes of the World remain very much aware for the protection of the people belonging to the tribe. The Ku[mi tribe has identical awareness for protection of the members of the tribe and thus they introduced the system of *Mâhta'a or Ma[al* and in case of dispute with other group of people of different village or tribe, at the guidance of *Mâhta'a or Ma[al, they settle it to protect their members.*

7) Distinct Political Organisation – To be a tribe, all tribes of the World must have a system of distinct political organisation. The Ku[mi have a distinct system of political organisation in their society comprising *Mâhta'a or Ma[al* as the leader of a village, *Parganâ'it* as the leader of a block of 12 villages, *Pamla'î* as an aide to the *Parganâ'it, Dçsma[al* as a leader of a block of two Pargana*'s or* 24 villages. Since the Democratic political Parties in independent India hold a considerably high power in their hand, the importance of such social system of political organisation is gradually decreasing day by day.

8) Common Culture – Alike distinct dialect, common culture is also a must for every tribe of the World. The common culture of the Ku[mi has grown up originating from distinct language, own religion, common occupation and common socio-political organisation. The Ku[mi have their unique festivals and social functions like *Bicpunni'â, Hâ'irpunni'â, Gara'i'â, Rahin, Jâmtâl, Dharam pujâ, Kar, Jiti'â, Dasamî, Bâmdnâ, Kâ[âkhummâ, Dçni, Tusu, Çkhâ'ina (la'itana barasçra pahila dina), Bhçjâbimdhâ, Bha'igtâ.* They have a distinct count of year consisting six months, viz., *Nira, Bç'irsâ, Bhâdar, Kâmçn, Jâ[and Madhumâs.* As such, the Ku[mi can sing at the time of emersion of *Karamdâl* in the month of *Bhâdar-*
"Jâmhu jâmhu karamrâjâ, çha cha'ô'a mâs ga'u

Â'û'ata bhâdara mâs â'inba'a ghumrâñ"
At the time of emersion of Karam idol, the *Karamdâl* in the month of *Bhâdar* the Ku[mi invite the Karamrâjâ to come after six months back in next *Bhâdar.* Keeping consistency with the Summer Solstice and the Winter Solstice, at the end of *Pôs,* the Ku[mâli year ends and at the beginning of *Mâgh,* the year begins on the day of *Çkhâ'in.* All the counting of days, months or the festivity were originated from and inseparably connected to the principal occupation of agriculture and farming.

9) Importance of Kinship – This feature of importance of kinship is also a must for all tribes in the world. The Ku[mi have eighty one totems (clans). People belonging to a totem are all kins to each other. *"ham[ku[mi çkâsi, Bhâla'a'ik mâsçk bçsâti".* People belonging to all the eighty one clans prefer to consume curry of meat. They used to take the meat of *hâms-khukh[â, châgal-bhç[â, sa[sa'i[i'â, khâ'upcâ pçmcâ, '—âhuk, pâ'irâ, pam[ki, ku'icâ, kâchim.* For example, when a person belonging to *Ti[u'âr* clan visits the house of another *Ti[u'âr* , it is customary that the legs of the guest *Ti[u'âr* must be washed with the blood of a cock by the host *Ti[u'âr.* All the 81 totems of the Ku[mi have their distinct totem represented by any natural object like animals, birds, domestic or wild beasts, insects, trees and plants, serpents etc. The kinship in the Ku[mi is so strong and healthy that in case of death of the elder brother the bachelor brother inherits the elder sister-in-law. Again, in case the wife is dead prematurely or suffering from incurable disease or proven to be incapable of begetting a child, then the husband get right to marry the bachelor sister of that wife (subject to consent of both). Further, it is very prominently seen to have mutual divorce in case of any complexity of adjustment between the bride and the groom. Thus, the importance of kinship is not less perfect than those of any other tribe of the World.

10) Egalitarian Social values – It is also a mandatory feature of all tribes in the World that they must have egalitarian values in their society. In the Ku[mi society, all are equal,. There is no discrimination among the people and between a male and a female- all are equally honoured by the society. The jobs relating to the principal occupation of farming and agriculture are accomplished jointly by both the male and female members of the family. While the male ploughs the land, the female uproots the paddy plants. While the male does the necessary dressing of the border line of the land, the female throws bundles of plants to distribute on the ready land for sowing. The plants are sown by both of them. Both of them perform jointly the duties of de-weeding, cutting matured crops and making bundles and taking the bundles to home. It was learnt from Lakkhidâdâ (Lakkhikânta'a Mutru'âr, Ku[â Bhamd[a'a, Bakhâra'a, jhâ[khan) through a discussion that in the year 326 BC (means 2331 years earlier than today), Alexander, the King of Macedonia, Greece had come up to India during his wars to conquer the World. Just after crossing the Indus River, he defeated Porus, an Indian King. Alexander arrested Porus and made a query to know who the king of his next neighbour was. Porus reacted to reply, "There was no King in that region. All the men and women are the King there. They had *Mâhta'a or Ma[al, Parganâ'it, Pamla'î, Dçsma[al or* Jag-tâlçbar, but all the males, females or even the children fight together in case of any attack on them. It is very much difficult to defeat them". The General and other soldiers of Alexander opined that they should turn back to save their lives. So, the male and female of the Ku[mi society are equal in social status and there was no discrimination of jobs among them. All are able to accomplish all jobs equally.

11) Rudimentary Type of Religion – The tribes base on the Nature and animate objects to profess their religious activities. The Ku[mi are entirely worshiper of the Nature-God. The clans numbering 81, they worship their own Totem and on the basis of such totem they formulate their Taboos. They have no priest, they themselves are priests for worshiping. On the day of *Çkhâ'in,* the first day of the year, they worship Dharam (The Sun). Actually on the day of *Çkhâ'in,* the Summer solstice begins. On the day, *Hâ'irpunni'â* is performed. The worship of the oldest mother Goddess Jâhirâ is also performed on the day. As it is for the well being of all the villagers, it is also called as Garâm Pujâ. The main festivals as performed are the marriage of Bu[hâbâbâ-Mâhâmâñ, Bâraha'in, Ca[a'ak, Raha'i?, Mansâ pujâ, Karam, Jiti'â, Gahâ'il pujâ, Sahra'i-Bâmdnâ, TusuDçni etc. And the religion of the Ku[mi is named as Sârnâ. The former Head of the Department of Bengali in Chas College, Mr. Anâdinâth Ka[a'i'âr has kindly shown how the word 'Suraj' has become 'Sârnâ' philologically. It is –
"Suraj-a'in-â>sura'a'a'inâ>sa'ura'inâ>sara'inâ>saranâ>sârnâ ". (Sârnâ means the worship of the Sun-God).

The worship of Karam is performed only by placing a branch of Karam tree on an altar. At the start of actual marriage ceremony, the groom weds a Mango tree (*Mangifera Indica)* and the bride weds a Mahuâ tree (*Basia Latiafelia).*

What Mr. Bijoy Basak noted in his essay in English are the summary of these eleven characteristics of a tribe. Learned men think alike. To identify a tribe, all the features are to

be considered by all and sundry. In spite of the Ku[mi securing hundred out of hundred marks, it a matter of irritation to allow them "Recognition" as a tribe.

From the above discussions, we have realised that the Ku[mi are having all the characteristics of a tribe identical to those of all tribes of the World. Why, then, the Ku[mi shall not be recognised where all other get recognition?

The Ku[mi were recognised as "aboriginal tribe' during the period from 1913 to 1931.

GOI Home Department Notification No. 550 Simla, the **2nd May of 1913** which ran as "Whereas the tribes known as the Mundas, oraons, Santhals, Hos, Bhumij, Kharias, Ghasis, Gonds, Kandhas, **Kurmis**, Male, Saurias and Pans, dwelling in the province of Bihar and Orissa have customary rules of succession and inheritance incompatible with the provisions of Indian Succession Act 1865 and it is inexpedient to apply certain of those provisions of that Act to the members of those tribes."

Again, it may be observed –

Regulation, Orders, Notifications Rules etc. issued by the Governor of Bihar and Orissa and by heads of the department Judicial Department Notification dated the **8th December 1931** ran as ""Whereas the tribes known as the Mundas, oraons, Santhals, Hos, Bhumij, Kharias, Ghasis, Gonds, Kandhas, **Kurmis**, Male, Saurias and Pans, dwelling in the province of Bihar and Orissa have customary rules of succession and inheritance incompatible with the provisions of Indian Succession Act 1925 (XXXIX of 1925) and it is inexpedient to apply certain of those provisions of that Act to the members of those tribes."

Some of us had severe irritation on observation of the above stated Ruling/ Notification. In 1931, they managed to convince the British Government that the Ku[mi are never a tribe. There were people to restrict them but they did not gather reasonable courage to combat them. Though many of our leaned persons have already discussed on the matter, a few words are to be added now. Some of us had then started to practise flattery of the British power during the British rule for about three hundred years and they got gratification from the British. The British realised it beneficial to extend their Rule over the common man. They were, therefore, allowed some concession in rent of tenancy to make them virtual slave against the common man. Some of them were made Jamindars or Kings of a territory. Such persons belonging to the Ku[mi had been visiting the places of the British Administrators. It is a fact that some of the Rajas and Jamindars had fought against the British Raj, to the contrary. But maximum of them had proudly declared that the Ku[mi are not tribe. The British Administrators wiped out the name of the Ku[mi from the list of "Aboriginal Tribes". The long-cherished identity of the Ku[mi was carefully kept in big earthen pot and a meager portion of the Ku[mi had made a big hole in the pot.

In Chutia Nagpur (Chhoto Nagpur), Purulia, Bankura the Judiciary had pronounced in many occasions that the Ku[mi are tribe. Those kept the Ku[mi in the same boat of the Sâmôtâl, the Munâ, the Karâ and the Oraon. A few example can be cited –

1) Kirtibas Mahato vs Budhni Mahatani (AIR 1925 Patna 733) –Justice Mcpherson observed "the parties are Kurmi Mahatos of Manbhum Parganas of Manbhum District. —— Now it does not admit of finest doubt that the Kurmi Mahatos of Manbhum District are racically an Aboriginal Tribes. ——"

2) Ganesh Mahato vs Shiv Charan Mahato (AIR 1931 Patna 305) - Judgement by Justice Jwala Prasad and Justice Kunawat Sahani- " Parties admitted they are aboriginal tribes".

Then even after 1931, such pronouncements relate to-

3) Haraknath Ohdars vs Ganapat Rai and others (AIR 1941 Patna 625) – Judgement by Chief Justice Hanis and Justice Manohar Lal—" The family of Kurmi Ohdars belong to an aboriginl tribes in Chhotanagpur and in absence of other evidence , custom is ordinarily governed by the rules and customs appertaining to that tribe and not by Hindu Law."

4) Mohari Mahato vs Mokram Mahato (AIR 1963 Patna 306) Judgement by Justice K. Ahmed admittedly the properties in suit were originally owned and possessed by one Bodhnath Mahato of Chhotanagpur, that means, a member of aboriginal tribes of non-aryan descendents...."

5) Bilam Bhumij vs Ganesh Mahato: Judgement dated 14.05.1977 at the High Court, Calcutta: " As per C.N.T (W.B. Amendment) Act, 1991 (XX of 1961) Bhumij (ST) and such Kurmi (Mahato) are same group of Rayat".

6) Order in Misc. Petition No. 16/1978 by Additional Deputy Commissioner, Purulia : Ganesh Mura vs. Gopal Mahato and Brothers : "Mura (ST- Bhumij) and Mahato (Kurmi) belong to same tribe."

7) Order in Misc. Petition No. 16/1978 by Additional Deputy Commissioner, Purulia : Ganesh Mura vs. Gopal Mahato and Brothers : "Mura (ST- Bhumij) and Mahato (Kurmi) belong to same tribe."

8) Order dated 11.11.2005 by the B.L.L.R.O, Sarenga, Dist. Bankura in a case under section 50(6) of the W.B.L.R. Act for updation of Khatian, "in terms of T.S. Case No. 76/1989 by Ld. Civil Judge (Junior Division), Khatra, T.A.Case No. 49/1998 by Ld. Civil Judge (Senior Division), Bankura and the Civil Rule 3477/1981 (*please refer to the case under Sl. 7 above*) by Hon'ble High Court, Calcutta, it has been held that the "Mahatos" are "Kurmis" who belong to the scheduled tribe community and as such the females are not entitled to have shares in their Father's landed property. —— "

Are the Central Government and the State Governments ignorant of these matters? Are the learned persons of the Country ignorant of those matters? Everybody knows everything. We shall not able to fill in the Pot with our tears. Hole was made in 1931 in the pot by the agents of the British Rulers in order to demolish the identity of the Ku[mi.

About twenty years earlier, In Purulia town, an old man would regularly go in to the narrow streets shouting repeatedly "Hô .... i – Chçm-dâ-mum-dâ bamhç — ârç bhu-luk-mum-dâ bamhç"(It is the repairer of the holes.) And the ladies would come out from home with metal pots having holes for repairing. In a few minutes, the old man would repair the holes up to the satisfaction of the ladies.

But our pot has got so many holes. We need a man like the Bhulukmumdâ Chçmdâmumdâ old man. That old man needed some technical know-how. But our man of Chçmdâmumdâ needs only the concern to the own tribe, courage, and zeal for working leaving personal interests behind. How many Chçmdâmumdâ persons we need? We, the lakhs of people, are ready. No, brothers. No need of lakhs of people. A few are sufficient. If not available, only one will suffice. Yes, only one. If, keeping the perception of actions clear, feeling real (not to be falsely demonstrative) concern for the tribe and leaving behind personal interests at own home, any one of us comes to keep the steering straight forward, it would be sufficient. The opportunities of farming on the land are going to pass. What are the opportunities?

Though known to many of us, it may be re-iterated that last year at the initiative of one Ku[mi M.P., Central Government sent Memos to the State Governments of Jharkhand, West Bengal and Odisha to forward the report on ethnic characteristics of the Ku[mi to enable them considering recognition of the Ku[mi as tribe. None dares to invite difficulties. Between the Governments, so many Memos are written and all do not get equal importance. The Government machinery sometimes adopt "Seen and File" approach which could not be traced out from outside. But if we not demand we shall not get any benefit. The position of Odisha is not accurately known to me, but In Jharkhand, deputation to the Government was given first by the Âdibâsi Ku[mi Samâj demanding the State Government to forward the ethnic report on the Ku[mi. The position in West Bengal is better known. On 12th November, 2014 a deputation was given by Purbâncal Âdibâsi Ku[mi Samâj. Discussions of our Leaders with honourable Minister, Dr. Upen Biswas were held twice (once at his Salt Lake Office and another at his Chamber at the Assembly premises). [*Not as a leader, but as an aide to our Leaders, I was there. The Minister Saheb expressed to me a valuable comment. Begging pardon of Him, I need to publicise it. He told, " Do not try to convince me. I have secured First position in First Class in Cultural Anthropology with a Gold Medal in my possession. I have completed my Doctoral thesis also on the subject. I know, the Ku[mi are tribal. But until the Cultural Research Institute (CRI) reports in favour of ethnic characteristics and the Report be approved in the Council of Ministers, there is nothing for the Government to do."*] This year, in the month of February, C R I has conducted an extensive survey for preparing Ethnic Report on the Ku[mi in selected Blocks of the districts of Paschim Medinipur, Bankura and Purulia. It is made known to us that such surveys are conducted at an interval of twenty years. So in case we skip to utilise the opportunities arisen in this year, we have to stand still for further twenty years. It is a matter of concern to decide whether the steering is to be held now or to wait for further twenty years. It would be very much justified, if any non-political person approaches forward to hold the steering with the zeal of the Chçmdâmumdâ old man. Is there anybody else? Otherwise the opportunities shall pass by.

Two lines of a tusugit written by me in 1980 are quoted below:

"Dçsç â'ila'a Manal Kamisan,
su'inç cimhkç umhç bâbujan..
Dçskç jârâ sâsan karç bu'ijhtç lâri tâdçr man,
Ç'i hâmsç, âr ç'i kâmdç ga'u, raA badulâ'a ghançghan".

Unless the steering is held at the right opportunity, we, O my brothers and sisters, cannot reach to our target. So long iron is hot, we need to hammer it. Then we may enjoy privilege.

INDIGENOUS ART OF JHARKHAND

PURNENDU MAHTO

I am highly thankful to the Asiatic Society of Kolkata for giving the privilege to address the august audience of the International Seminar on Indigenous Peoples -2005 about the Indigenous Art of Jharkhand. Here I would like to allocate my feelings that I have felt intensely as an indigenous of Jharkhand studied fine arts and travelled in Europe. It is well said by Dr UN Biswas "No organized effort has so far been made to study and categorize the heritage of indigenous peoples whose history is seldom studied, and, if studied, is often misinterpreted." Thus, my main aim is to emphasize the nuances of Jharkhandi Art.Here Jharkhand means not alone the newly separated state from Bihar but the ancient one as described in Moghal documents or in the Bhavishwa Purana as 'Varahbhumi' that is embracing the adjacent districts of neighbouring states of West Bengal and Odisha. The Indigenous people of Jharkhand mean the earliest known inhabitants of the region. The idiom is generally useful to the original or native inhabitants of an area, so contrasting to intrusive communities from other states or colonials and their offspring.

The United Nations has celebrated the 'International Year of World's Indigenous Peoples' in 1993 and 'the demographers shattered the myth that India was civilized by the Indo-Aryans, who invaded India'. Unfortunately, Jharkhandis are ignorant of their importance even after 75 years of the epoch making news. Thanks to the mute media.

As all indigenous peoples have been affected by the current evolution, which has dispirited and devastated them, Jharkhand is a typical example. Here indigenous peoples are addressed as *adim jana jati*, *adibasi* and *mulbasi. Adim Jana Jati means* the Primitive Tribes such as *Asur, Birhore, Paharia, Kharia*, assumed to have appeared in Chalcholithic Age. *Adibasi* and *Mulbasis* belong to later age but who is latest of them is marred in controversy. However, *Adibasi* means the Scheduled Tribe, as *Santhal, Ho, Munda* and *Oraon.* Others are *Mulbasi;* mainly the *Kurmis.* Despite having majority and inheriting the time honoured tribal tradition in habit and habitation *Kurmis* had been descheduled, dubiously. But the art remains with them as scheduled.

Nevertheless, the artistry of Jharkhand was in practice for time immemorial but now it is a dying art. Until last few decades, the appreciation for this unique artistry was intact as the earliest manifestation of Jharkhandi culture as well as communication (Referring to the 'Cave Paintings', I think the visual language is earlier than the vocal language). May be its accurate meaning is not positively known, we at least witness to a strong aesthetics means and artistic ability of artisans who follow deep rooted traditional method and materials allied with the plateau in particular, in the course of paintings, sculptures, tattoo, marks on the livestock, motifs on the house wares, etc.

During the *Bandna* festival on *Kartik Amabasya* that falls in October is a time when, as if, the entire region displays its annual art exhibition.

Naturally, the fair autumn with deep blue sky, bright moon and whitish horizon with *kanshi* flower stimulate the imagination of simple living peasants of Jharkhand towards beautification of their houses. Leisure after arduous agriculture task of monsoon crops and the grand festival of the *Karam* as commemoration of crop growing people begin the preparation for *Bandna*, another grand festival of Jharkhand to honour the domestic animals. Goroya, a part of the mega fest, as if, is to pay gratitude and wishing well-being for the animals that have helped them in sustenance, particularly in their agricultural task.

The unique significance of indigenous art of the plateau emphasizes itself through this Bandna or Sohrai. People clean their houses and surroundings, cutting off the rain-grown coppice and Underwood, fill the ditches and then level the floor and walls of the houses with clay plaster. *Santhal* houses derive distinctive look, in particular. They give an impact to their works by using unified colour and shape. The assortment of contrast colours of earth pigments, broad and bold lines with geometric forms maintaining the space visually attractive, which is characterized with concepts and is not recognizably figurative nor representational. Here, one may remember the painting of Abstract Expressionists *Mondrian* and *Nicolas De Stael.*

Whereas *Kurmi (Mahto), Bhumij (Munda)* and other communities have tradition of fresco painting and floor decoration as well. The women folk accomplish this hard work. They paint special kinds of clay on the wall called *chhanch mati*, which is rather coarse soil. An impression of forms and lines develops itself by rubbing fingers on the wet surface of the walls. Besides creating attractive patterns, they fill the visually important spaces with floral and figurative forms. The self-developed impression on the surface seem to be soothing monochromic painting.

The front side or prominent place of the house is set aside for fresco. Preparation method and materials for fresco are also the traditional. First, the ground layer is made with sticky clay mixed with pieces of jute or paddy husk. When it dries, several layers of alluvial and coarse clay are plastered. At length, the surface is smoothened by rubbing shiny pebbles and squeezing *chihar bakar,* the dried skin of wild large beans. A layer of finest clay slip or excreta of small earthworm collected from paddy field are used to finish the ground. Now begins the painting before the surface dry hard. A primer or background colour is applied evenly. Thus the space for painting is prepared. The painting begins at the centre, generally, and then covers all the picture space with various forms and patterns. Subject may be floral decoration or narration of a story supported by abstract forms and figurines. Boarder areas are made at the final stage, accordingly. Basic forms and geometric patterns look interwoven and dominate the whole picture. Among the popular forms are; *chakri* (composites circle or circles intersecting each other), *susni pat (*a square shape intersect diagonally), jara *pat*, (star shape), *saluk*, (lily flower), *amlaki* (stamp impression of palm edge) etc. Abstract figurative forms drawn here and there as required. Frame or border is made of broad flat colour or colours or sometimes a set of zig-zag lines and forms.

As the plateau is dominated by primitive tribes, spiritual belief and magic has a major role in their life, such as certain gesture and posture, words or abstract symbols invokes direct assistance to their necessity of propitious 'grain and child'. The enigma of life and death provokes esoteric practices, *where* female fertility and its enhancement lead to certain mystic and occult customs for excelling procreative powers. These primitive instincts are very potent in their art. So the abstraction of primitive art is sustained in *Worli* painting of Maharashtra and *Pithora* art of Gujarat others. Here the artists narrate the full range of experiences, yielding to a narrowly geometric stylization, in which the artist tended rather to shut himself off from the wealth of experiential reality. Instead of representations true to nature with loving and patient care devoted to the details of the object, from now on we find everywhere schematic and conventional signs, indicating rather than reproducing the object, like hieroglyphs. Instead of concreteness of actual living experience, art now hold fast the idea, the concept, the inner substance of things to create symbols rather than likeness of the object. The Neolithic drawings merely indicate the human figure by two or three simple geometric patterns, as for instance by a vertical straight line for the body and two semi circles, one facing upwards, the other downwards, for the arms and legs". In Jharkhand, the same figure is drawn with *bhela* oil. ritually, bhela is considered antidote of evil power.

Alpana, a floor decoration for ritual purpose is widely in vogue as well. Mainly the Harvest Goddess's feet print or the sign of fertility is elaborated with floral design. A particular type of floor design called *chowk pura* is painted with a mixture of rice powder and glue of a creeper called *panialata*. The solution is taken on the palm and spread by swinging of hand, hence the liquid dripped by the fingers draw a series of lines at ease and derive large size of geometric shapes on the black floor plastered with cow dung. *Chowk* means square and *pura* is to fill it. A unique approach to painting involved interlacing lines of dripping paint that seem to extend unending arabesque. It is a quintential artistry of Jharkhandi women folk. Hoernes connects the whole geometric character of Neolithic art with the female element. 'The geometric style is a feminine style' – he thinks – it is feminine in its character and at the same time bears the marks of discipline and order.

However, the conventional motifs have been stylized in certain areas particularly in the southeast part of the state, as it had been a most important shelter of Jainism since very early age of history known as Varahbhumi. Amply of temple-ruins and antiquities remnants are found strewn over the banks of Subarnarekha, Damodar and Kansabati Rivers may have caused the influence. Surely, the decorative urge has displaced the aesthetics of primitive art.

Apropos, Lord Bhikhu Parekh says, "unlike Africa, America or Australia, the term 'Tribal' in India is a colonial hangover."

'The change in style which leads to these entirely abstract forms of art is conditioned by a general turning-point in culture and civilization which represent perhaps the deepest incision in the history of human race.'

Jharkhand, being in the Gondowana land, is an oldest part of the Earth; consist of minerals in abundance under its earth providing various colours of soils such as red oxide (*geru-mati*), zinc oxide (*dhaba-mati*) and yellow ochre (*chhanch-mati*), though black soil is also available but ink and soot are used for black colour. The Colours are made from vegetations such as green from the leaves of broad beans (*sem*), blue from indigo, yellow from turmeric and red from lac dye but 'geru' is used for red extensively. Dots of vermilion and lump of cow dung with sticky *chit-chiti* plants are installed during floor decorations. Attractive paintings with distinctive dyes from the jungle products produce. It is Jharkhand's art in open shelter rather than caves. Needless to say that Neolithic art bears the marks of a peasant art. Relatively, this art form resembles Harappa pottery painting. It is easily assumable through the found artefacts and remnants

that this peasant tribe have a close link to the Harappa Civilisation. The Jharkhandi women's tradition of wearing bangle of conch shell by far takes us back to the 'Harappa's female skeleton with bangles made of conch shell' in the National Museum, New Delhi. *Harappa* Civilization was the first democracy of the world and so empowered the world's first creative imagination of 'art for art sake'. The Dancing Girl in bronze, the masterpiece, tells about the world's largest Bronze Age. Thus, the rich heritage of the Indigenous Art of India is signified through the *Harappa* Civilization.

At present the *Worli* Art of Maharastra is one of the unique arts of India, which is similar to Jharkhand's tradition of '*Bandna'* or *Sohrai'* Art. The art is still alive through the wall embellishment, floor decoration, fresco and other rituals in domains as the South East part of Jharkhand practices mainly during the *Bandna*.

However, the indigenous art became popular in Europe during nineteenth century with effort made by William John Thoms. The trend has reached India lately, the scheme for documentation and dissemination of the 'Tribal & folk art was drawn up in the Fifth Plan. In 1969, during the Gandhi Centenary, the Lalit Kala Akademi worked towards preservation and promotion of the heritage still alive with the indigenous peoples in various part of the country under the competent guidance of artists like Jyoti Bhatt, Haku Shah and Bhaskar Kulkarni.

Appreciating this unique art of Jharkhand is to understand its meaning concurrently its creators. It is not just to see but to really look at it. And not to take it for granted, as usually we pay formal heed to the famous art works that supposed to be admiring and ignore other. Even the equally beautiful and important artefacts around us remain unsung. However, this unique art form is part of aborigines' life, utilized in festival and festivities, rituals or any special occasion as fresco or floor decoration with instantaneous and apparently spontaneous expression or feeling of the ancestor's experience and their own existence. They paint not only what they see but also what they know and what they feel intensely. This is the complete truth and the truth is beautiful. We ought to make an honest endeavour to respect this simple but promising artefact.

Preservation and promotion of such a promising heritage is of the highest of demands. This heritage also can synthesize and emanate an innovative school.

Instituting of an Akademi of Indigenous Art is a basic need for the enrichment of cultural prospect of the realm that will help to systematize and synthesize the art. In addition, the institute will act as a safeguard to the humble heritage against exploitation and corruption through monitoring and evaluation.

Also the United Nation Law asserts in international agreements that "Indigenous Peoples have the right to restitution and restoration of their culture, intellectual, religious and spiritual values. This includes the remains of their ancestors taken from them without their full consent and in breach of their customary laws and traditions."

ঐতিহাসিক কুড়মি মহাসম্মেলনের সাফল্য কামনায়

পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কুড়মি বুদ্ধিজীবী সমাজ

১। রক্ষাকর মাহাত	-	প্রধান শিক্ষক
২। তাপস কুমার মাহাত	-	প্রধান শিক্ষক
৩। রাধানাথ মাহাত	-	প্রধান শিক্ষক
৪। প্রহ্লাদ চন্দ্র মাহাত	-	প্রধান শিক্ষক
৫। কংসেশ্বর মাহাত	-	সহ-শিক্ষক
৬। জয়চাঁদ মাহাত	-	সহ-শিক্ষক
৭। প্রবোধ কুমার মাহাত	-	সুপারিন্টেনডেন্ট
৮। সনাতন মাহাত	-	সহ-শিক্ষক (ভি.টি.সি.)
৯। ক্ষুদিরাম মাহাত	-	প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী
১০। রঞ্জিত কুমার মাহাত	-	প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী
১১। সৃষ্টিধর মাহাত	-	সরকারী কর্মচারী (বিদ্যুৎ)
১২। তাপস কুমার মাহাত	-	সহ-শিক্ষক
১৩। শিশুপাল মাহাত	-	সহ-শিক্ষক
১৪। রাখহরি মাহাত	-	সহ-শিক্ষক
১৫। বিধান চন্দ্র মাহাত	-	সহ-শিক্ষক

ঝুমইর

অজিত পরসাদ মাহাত

কুড়মি হেলা আদিবাসি
কুড়মি হেলা মুলবাসি
ভূমিজ, সাঁওতাল, খেড়িআ মাহলিক নাম
রং।। জিআই রাখা ভাখি চারিক মান
বেনাউলা গাঁউএকে গরাম।।
বন পাহাড় কাটি কুটি
ঘাম ঝরাই মাটি কাটি
কুলহি মুড়াঞ জাহিরেকর থান।।
ভিনু চারি ভিনু ধরম
ভিনু ভাখি ভিনু করম
ইতিহাসে আহেইক পরমান।।
বসমতাঞ বসতি
সিখলা চাস চসি মাটি
খেতি কামে দেসেকি মাহান।।
অজিত ভাভি গমি
আইজ বাহারিআঞ লুটই জমি
হামর ঘারে করলা বাথান।।

গবিনদঅ মাহাত

(১)
রং- টিলাইল সমাজ দেবেইক ইবার আঁটি।
হামর ভাখি হামর চারি, সভেলে খাঁটি।।
১। কুড়মালি ভাখিচারি, কাঁদই দুখে লর ঢারি
জিআই রাখেক আপাভার, সবাই লেব বাঁটি।
২। বাপ কাকা দাদা ভাই, আউআ সবাই আগুআই
মাঞ বহিন গো তরাউ আউআ কমর মেটি।
৩। ভাল করি রাখা মনে, আসিন মাসেক ৯ দিনে
ডুঁড়কুক টাঁইড়কে রে ভাই দেবেইক ইবার ঘাঁটি।
৪। গবিনদাই জড়লাই গিতা, কুড়মালি কেসন মিঠা,
এসন মাঞেক দসা দেখি, ছাতি জাই ফাটি।

(২)
রং- জাগি উঠা ভাই.....
কালঘুমে আর তরা না রহা ঘুমাই।
মাঞ মাটিক ভাখিচারি রাখবউ জিআই...।
১। লকেকর পেছুধরা, কুড়মিকর জাইএক গড়া,
বাঘ হেইকে সিআর সঁগে জাইহা মেসাই...।।
২। মাঞ ভাখি মাঞ মাটি, কাঁদই দুখে লর ঝিঁটি।
দেখা তহর আপন চিনহা জাহন মেটাই..।
৩। কুড়মি সভে এক হেউআ, আদিবাসি পাতাঞ আউআ
সরকারেক মাইন লেবেইক করিকে লড়াই...।
৪। মানা পরব তিহার, আপন নিতি নেগাচার,
হঁসতউআর গবিনদঞ কহন ঝুমইরে হাঁকাই...।

ঝুমইর

সনতস মাহাত

(১) সুনা সুনা সভাজন... সবকে নেহর করেইহন গো, মরি হাই হাই...
ধরম সঁসকিরিতি হামর জাহি জে সিরাই।।
রং- জাগি উঠা হো চারি রাখা জিআই।
জাগি উঠা হো ধরম রাখা জিআই।।
(২) আইরজরা আইকে ভারতে... বেদ বিধি পুরান মতে গো, মরি হাই হাই...
হামরাকে রাখলাহাত হিনদু বনাই।।
(৩) হিনদু জে নহিঅ হামরা... কান পাতিকে সুনা গো, মরি হাই হাই...
সইততঅ সারনা ধরম পরমপরাঞ।।
(৪) হামরাই দেসেক আদিবাসি... হামরাই কেসে গেলিঅ খসি গো, মরি হাই হাই...
আদিবাসি সিকরিতি করেক তেঁহে ভাই।।
(৫) সনতস মাহাতঞ কহেই কথা... পরে কি জানেই পরেক বেথা গো, মরি হাই হাই...
হামরাক ধরম সঁসকিরিতি দেলা জে সিরাই।।

ছত্রমোহন মাহাত

কুড়মির দেশে

কুড়মির দেশে-কুড়মালির চিনহা মুদাঞ যাছে
গো কুড়মির দোষে।
মাঞে বুকের দুধ খাওয়াঞ
বাপে লেখাপড়ি শিখাঞ
জাইত গুচাতেই তকে কি পাইলেছে। গো কুড়মির দেশে........

নাচ খেইল পরব-তিহার
নেগ নাহনা রীতি আচার
সিরাঞ গেলেই জাইতের মরন আছে। গো.......

ছত্রমোহন বলে রে ভাই
জাইতটা এখনঅ মইরে যায় নাঞ
শুঁশরাবি আয় ঝাঁপাঞ পইড়ে কুড়মালি সমাজে। গো.........

কুড়মি জাইত কি ঠেলাগাড়ি?

কুড়মি রে কুড়মি তর জাইতের কথা রে
আমি কি বুঝাব তদের পোড়া বড় মাথা রে।
এস, টি,কবু চুয়াড় কবু বা ও,বি,সি, রে
যখন যেটাই বলুক সেটাই,তরা বেজাঞ খুশি রে।
কুড়মি জাইত কি ঠেলাগাড়ি ঠেইলে দিলেই অরা রে
ই-খালেল্লে সে খালে ভাই, উকুডুবু তরা রে।
জাইত গুচালউ রা কাঢ়বি নাঞ, হা ফাড়বি নাঞ যদি রে,
জাইত জাঞে বুদধি বাইহরাঞ, বুঝবি কেমন ফাঁকি রে।

লাজ শরম নাঞ কি তদের কবে হবেক চেতন রে,
ঝুমইর রইচে চেতন দিলি, না দিলি কই বেতন রে।

ইঠিন সেঠিন কেনে রে ভাই, হ-রে এবার একিন রে,
একিন হঁঞে যেঠিন জাবি, জিৎকার হবি সেঠিন রে।

ছত্রমোহন জুইড়লঅ ঝুমইর, পইড়লঅ বেজাঞ সাড়া রে,
একিন হঁঞে কুড়মিরা সোব, কাটাঞ লে ভাই ফাঁড়া রে।

ঝুমইর

সকতিপদঅ বঁসরিআর

কুড়মালি সমাজ বনদনা

ধুআ- এ গউ কুড়মালি সমাজ মাঞ
তর গড়ে মুঁড় নআঞ
পুজিঅ মনঅ ফুলাঞ।।
১। বনফুলাঁই গাঁথি মালা
সাজাল বরনঅ ডালা
অনতরেঁ দিঅরা জরাঞ।
২। পকিতি গনহলঅ তকে
আপন গুনে মানে জখে
রাউ দিসা দেলউ ছতিআঞ।
৩। বসমতাঞ আসিস ঢারি
দেলউ রেগ ভাখি চারি
ভিগাই দিলা আদরঅ চনহাঞ।
৪। বুড়হাবাপে দেলউ সার
ধরম করম নেগাচার
সুঘড় জিবন নাতা বাঁধনাঞ।
৫। সকতিঞ কহেই কিনা কহম
তর করাঞ লেইএ জনম
ভাইগমানি গনাঁউ বসমতাঞ।

কুড়মি

১। সুনা কুড়মি সভেকাই
আউআ সভে আগুআই
হেরাইল হক জাতি মান পাউএক খাতিরে।
ধুআ- রিআউ বাঁধি ধরাহাক সরকারে।।
২। সাঁউতাল মুনডা ভুমিজ ঘাসি
সবর ওরাঁউ আদিবাসি
কুড়মিরা হেলা বাদ কন বিচারে।
৩। আদিবাসি পঁছল মাইন
ঘুরাই আনা দেখাই আইন
গরজি উঠা সভেকাই বাঘা নিআরে।
৪। আপন ভাখিঞ লিখব পড়হব
আপন চারিঞ নাচব কুদব
সরকারি ছুটি,চাহি আপন পরব-তিহারে।
৫। তর ভুঞ তর মাটি
তর মাড় তর ডাঁটি
আইজ তর ছউআই ভুখে কাঁদত ঘারে বাহারে।
৬। কহেই সকতি বঁসরিআর
গুমসি না রহা আর
হার পাসি বিনু মাটি তাড়াই নেহি হারে।

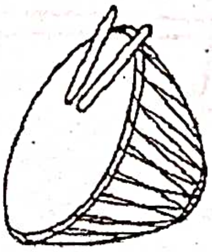

ঝুমইর

লালজি মাহাত

(১)

রং- এহো কুড়মি ভাইরা মরন জানি জানি(২)
তরা সিঁকড় কাটি দেইহাক পালহাঞ পানি।
১। নিজেক ভাখি নিজেক চারি
পর হুচুকে দেইহাক ছাড়ি হো.........
আপন মাঞকে মরাইকে দেখাইহা মরদানি।।
২। দুসমনেকর গুন গাহিস
নিজেক কাম তর সাড়ে বাইস হো.....
মুহেই পাজি কুকুর সাজি জাহন জিনগানি।।
৩। টেমপারে গেলহন সব
পিঢ়িক পিঢ়ি কসটঅ ভগ হো....
আহউ বতর হেউএ সতর সতর লালজি হারামি।।

(২)

১। কুড়মালি মাঞ কাঁদহউ ভাই
এহে অপমানটা না সহেঁ
মাঁইএকর ভাখি বাঁচাই রাখি
মুড়ি উঠাইকে নিজউ রহেঁ।।
রং- কুড়মি হেকিস কুড়মালি কঁহে
দাদা পরেকর জুঁঠা না চুঁহে।।
২। নিজেকর দেসে নিজেকর দসে
কাঁদেহিস লটিকে ভুঁইএ।
তঁঞ এতেক বকা সুনি পরেক কথা
থাপড় মারলেসিক মাঁইএক মুহেঁ।।
৩। ছউআ নাতি পুতি হেবথু সুখি
কুড়মালিটা বাঁচাউএ
দুখে বহাই দেসিক নারে ভাই
সমাজেকর মন হাঁসাউএ।।
৪। আগু আর পেছু রইজগার কিছু
পাউএ বা আর না পাউএ
লালজি পামর মিনতি হামর
কুড়মালিকর গুন গাউএ।।

কুড়মি সমাজ আন্দোলনের ধারা

শ্রী কৃষ্ণপদ মাহাত

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর থেকেই ভারতে সমাজচেতনা এবং ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের প্রসার বেড়ে যায়। সাধারন মানুষ ও অনুভব করতে থাকে প্রত্যেকের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে বিদেশী সরকারও পুঁজিপতি বা তাদের শোষন করতেই বদ্ধপরিকর। ভূমির মালিকানা সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রনয়নের ফলে শোষনের প্রধান ঝুঁকি কিন্তু কৃষকদেরই পোহাতে হচ্ছিল। ফলে মাঝে মধ্যেই কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করতে শুরু করে; যার ফল স্বরুপ বাংলার নীল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, মানভূমের চুয়াড় বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, প্রভৃতি। এই সময় সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষিজীবি কুর্মি সমাজ কর্তৃক ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের দানাপুরে জমির সঠিক মালিকানা নির্দ্ধারন, শিক্ষাবিস্তার ও বাল্যবিবাহ রোধের উদ্দেশ্যে এক সভা আহূত হয়। এর বিশ বছর পরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা নিবাসী শ্রীযুক্ত ঠাকুর সিংহের সভাপতিত্বে শোনপুরের মেলায় কৃষক সম্প্রদায় জমির মালিকানার স্বার্থে সংঘবদ্ধ হবার প্রয়াসে "অবধিয়া কুর্মি সম্মেলন" নামে এক সভার আয়োজন করেন। এই সভারই ফলস্বরুপ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে ও ৩০ শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ নিবাসী মান্যবর রামধীন সিংহের অদম্য চেষ্টায় এবং ফরক্কাবাদ নিবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত গেধনলাল এডভোকেট-এর সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌ সদর "কুর্মি মহাসভা" নামে লক্ষ্ণৌ শহরে এক কুর্মি মহাসভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় একতা স্থাপন, ভ্রাতৃভাব বাড়ানো, বাল্যবিবাহ রোধ, বিবাহে অপব্যয় রোধ, এবং গ্রামস্তর পর্যন্ত সমিতি ও সামাজিক পঞ্চায়েত গঠন তথা বালক বালিকাদের সঠিক শিক্ষাপ্রদান এবং 'কুর্মি সমাচার' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি বিষয় গুলি আলোচিত ও গৃহীত হয়।

বার্ষিক দ্বিতীয় কুর্মি মহাসভাটিও লক্ষ্ণৌ শহরে ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় এবং কুর্মি সমাজের জন্য একটি প্রেস স্থাপনের প্রস্তাব ও এই সভায় আলোচিত ও গৃহীত হয়। পরপর এই দুটি বার্ষিক মহাসভার ফলস্বরুপ লক্ষ্ণৌ শহরে 'কুর্মি পাঠশালা' নামে একটি বিদ্যালয় ও স্থাপিত হয় যা পরবর্তী কালে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত মঞ্জুরিত হয়ে আজও বিদ্যমান।

তৃতীয় বার্ষিক সাধারন মহাসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর বিহারের 'পিলীভিত' নামক স্থানে মান্যবর শ্রীযুক্ত মিথিলা শরণ সিংহের সভাপতিত্বে। এই সভার উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব সমূহের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশের ও জেলার প্রধান শহরে একটি করে স্বজাতীয় ছাত্রাবাস স্থাপনের প্রস্তাব ও তা গৃহীত।

নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহ এবং নানা বাধা বিপত্তির জন্য এরপর কিন্তু কোন বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন বার বছর কাল ধরে হয়নি এবং "কুর্মি সমাচার" নামে পত্রিকাটিও বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে মান্যবর চৌধুরী দ্বীপনারায়ণ সিংহ তথা কয়েকজন সমাজসেবীর অদম্য চেষ্টায় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ও ৮ই মে শাহাবাদের ইখলমামপুরে মান্যবর শ্রীযুক্ত মিথিলা শরণ সিংহেরই সভাপতিত্বে এক কুর্মি সভার সমাবেশ হয়। এবং সেই সালেরই ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর গঙ্গার তীরে ঐতিহাসিক চুনার দুর্গের নিকট বাঙ্গালোরের এ্যাসিসটেন্ট সেসন জজ ভোগালিগর কুর্মি শ্রীযুক্ত বি. নাগাপ্পার সভাপতিত্বে কুর্মি মহাসভার চতুর্থ সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কুর্মি মহাসভার পরিবর্তে " অখিল ভারতীয় কুর্মি ক্ষত্রিয় মহাসভা" নাম রাখার এবং এর নিয়মাবলী (Bye-law) তৈরী করে রেজিষ্টার করার প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫,২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর নাগপুরের ব্যারিষ্টার কোটারী বেকঁট রাও নাইডুর সভাপতিত্বে পঞ্চম সাধারন বার্ষিক অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় পিলভীতে। এই সভায় উত্তর ভারতের কুরমি, মহারাষ্ট্রের কুনবি, বা মারাঠি, দক্ষিণ ভারতের তেলাংগা, কাপুর, নাইডু, মহাশূরের ভোকালিংগর বা রেড্ডি, এবং বোম্বাই এর নিদার একই সম্প্রদায়ভুক্ত বলে আলোচিত ও গৃহীত হয়। পরষ্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব, একতা, শিক্ষাপ্রসার এবং কুরীতি নিবারণের উপরও আলোচিত ও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ষষ্ট বার্ষিক মহাসভাটি ইটাওগাঁতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭,২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর এবং সপ্তম বার্ষিক সাধারণ অনুষ্ঠানটি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪,২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর বারাবংকীতে অনুষ্ঠিত হয়। কম সংখ্যক প্রস্তাব গ্রহন এবং সবগুলি কার্য্যকরী করার প্রস্তাব এই সভায় আলোচিত ও গৃহীত হয়।

অষ্টম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭,২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর গুজরাটের আমেদাবাদে ভারত পূজ্য স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বিটল ভাই জব্বর প্যাটেলের সভাপতিত্বে। এই সভায় ১৭ টি প্রস্তাব গৃহিত হয় তন্মধ্যে কৃষি কলেজ খোলার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ প্রস্তাবটি উল্লেখযোগ্য। এই সালেরই ২ রা মে তারিখে ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের ৫৫০ নং নোটিফিকেশন দ্বারা বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশে বসবাসকারী কুড়মিদের ও অন্যান্য প্রায় বারো টি উপজাতি সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ভুক্ত বলে ঘোষনা করে কয়েকটি বিশেষ সুবিধাদানের কথা ঘোষনা করা হয়। তাই নামের মধ্যে ক্ষত্রিয় শব্দটি বাদ দিয়ে "অখিল ভারতীয় কুর্মি মহাসভা" নাম রাখার

প্রস্তাব উঠে কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই। পরবর্তী বেশ কয়েকটি অধিবেশনে নানা প্রকার চাপ আশায় 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু ক্ষত্রিয় শব্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিবর্গ তা স্বীকার করতে চান না।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধের জন্য বার্ষিক অধিবেশন না হলেও ১৯১৫ ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে যথারীতি ডিসেম্বর মাসে লক্ষৌ ও আগ্রাতে যথাক্রমে নবম ও দশম বার্ষিক অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। আবার ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক অধিবেশন হয়নি কিন্তু ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল। এইরূপ অনিয়মিতভাবে অধিবেশনগুলি হতে থাকে। সমাজ আন্দোলন অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছিল সেই সময়ে। অনিয়মিত হলেও ভারত তথা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে এই অখিল ভারতীয় কুর্মি মহাসভার অদিবেশন অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে বিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি। 'অখিল ভারত কুর্মি মহাসভা',, পুরুলিয়া জেলা শাখার শত বার্ষিকী উৎসব সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪/২৫ শে ডিসেম্বর পুরুলিয়া জেলার কুড়ুকতোপা গ্রামের আনন্দদ্বীপ হাইস্কুল ময়দানে।

এই অখিল ভারত কুর্মি মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারী দেওয়াসের রাজা শ্রীতুকোজি রাও পাবার ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আদমসুমারীর কমিশনারকে দরখাস্ত করেছিলেন পরবর্তী ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে ভারতে সব কুর্মিকে "কুর্মি ক্ষত্রিয়' বলে রেকর্ড করার আবেদন করে। সেই আবেদনের উত্তরে তৎকালীন আদমসুমারীর কমিশনার মি. জে. এইচ. হুটন, তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন—তার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হলঃ—

Office of the census commissioner for India. No- 5, ENMN, from, J.H. HUTTON, Esql.D. SC. C.I.E
Census Commissioner for India.
To
The General Secretary,
All India Kurmi kshattriya Association, Dewas Senior.
Date, Delhi, the 25 th Nov, 1930.

With reference your no- 1944. dated the 6th nov,1930. I have the honour to say that I have no objection to the kurmi community returning themselves as kurmi kshattriya in the General sehedule of the census return provided in addition to the word kurmi kshattriya the local designation of the cast is also given, I.e. Rajbansi, kunbi,Reddy, etc., since without this no comparison will be possible between the figures returned for your community at this census and the previous censuses.

All superintendents of census operations are being imformed accordingly.

I have the honour etc
sd/J.H. Hutton
Census commissioner for India.

মনে হয় এই পত্রানুযায়ীই কুর্মি জাতিকে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে উপজাতি সম্প্রদায় হতে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই যদি হয়, তবে এটি একটি গর্হিত কর্ম, কারণ 'ভারতীয় জাতি", "বাঙ্গালী জাতি"র ন্যায় কুর্মি জাতি" শব্দটি ও দেশজ শব্দ। ভারতীয় বা বাঙ্গালী জাতি বললে যেমন" ভারত" বা বাংলাদেশে বসবাসকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র চারি বর্ণের যে কোন বর্ণেরই জাতি হতে পারে। সেইরূপ কুরম অঞ্চল থেকে আগত এই ভারতে বিভিন্ন বর্ণের বা সম্প্রদায়ের মানুষ আসাও অসম্ভব কিছু ছিল না।

তাছাড়া, ভারত সরকারের ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে castes of Hindus (page-65) এ যে সমস্ত castes and sub-castes নথিভুক্ত করা হয়েছে, তাতে ক্রমিক নং-৩৭৩-কুরমবি; ৩৭৪-কুরমি, ৩৭৫-কুরমি ক্ষত্রিয় ৩৭৬-কুরুম, কুম্বি, প্রভৃতি sub-castes গুলির caste হিসাবে কুরমি ধরা হয়েছে। এছাড়াও এই জঙ্গলমহল অঞ্চলে "ভূম" যুক্ত শিখরভূম, মল্লভূম, ধলভূম, বরাহভূম, বীরভূম, মানভূম ইত্যাদি যে ১৫/১৬ টি রাজ্যের হদিশ মিলে তার অধিকাংশই যে উপজাতি সম্প্রদায়ের রাজ্য তা তরুনদেব ভট্টাচার্যের'পুরুলিয়া' গ্রন্থ পাঠেই জানা যায়। রাজ্যের অধিপতিও প্রজা সকলেই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। জঙ্গলমহলের রাজন্যবর্গেরা উৎকল প্রদেশ এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে কিছু মানুষকে নিজেদের প্রয়োজনে অনুপ্রবেশের ও বসবাসের সুযোগ করে দেন। তাঁদের মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়বোধ, উচ্চবর্ণের মানসিকতা তাঁরা এই অঞ্চলের এই চুয়াড় অর্থাৎ উপজাতি সম্প্রদায়ের অধিপতিদের মনে এই মানসিকতা ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হন। ফলে পরগনার রাজারা কেউবা বিক্রমাদিত্যের বংশধর কেউবা উজ্জয়িনীর উত্তরাধিকারি প্রভৃতি বলে আখ্যাত হতে চান। এর পূর্বে জঙ্গলমহলে মানভূম, বরাভূম, ধলভূম, শিখরভূম প্রভৃতি কোথাও ছিল না সেরুপ বিলাস বৈভব আমোদ-প্রমোদ প্রিয়তার নিদর্শন। রাজা ও প্রজাদের মধ্যে যুগ যুগ ব্যাপী সম্পর্কের ক্ষেত্রটি ছিল স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পাঠেও জানা যায় খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ-শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধের উত্থান পর্যন্ত সময়কে "ষোড়শ মহাজনপদের যুগ' বলা হয়। রাজ্যগুলি ছিল—১) অঙ্গ (পূর্ব বিহার),২) মগধ (দক্ষিণ বিহার), ৩) কাশী (বারণসী), ৪) কৌশল (অযোধ্যা), ৫) বৃজি (উত্তর বিহার), ৬) মল্ল (গোরক্ষপুর), ৭) চেদি(বুদেলখন্ড), ৮) বৎস (এলাহাবাদ), ৯) কুরু (দিল্লী), ১০) পাঞ্চাল (বেরিলি-বদায়ুন অঞ্চল), ১১) মৎস্য (জয়পুর), ১২) শুরসেন (মথুরা), ১৩) অস্মক (গোদাবরী উপত্যকা), ১৪) অবন্তী (মালব), ১৫) গান্ধার (পেশোয়ার-রাওলপিন্ডি) এবং ১৬) কম্বোজ

(পশ্চিম কাশ্মীর)। এই ষোলটি জনপদের মধ্যে বৃজি জনপদটি ছিল আটটি উপজাতির দ্বারা গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্য এবং শাসন ব্যবস্থা ছিল প্রজাতান্ত্রিক। বাকী জনপদগুলির শাসন ব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, রাজা বা রাজ্যের অধিপতি হলেই ক্ষত্রিয় বা উচ্চবর্ণীয় হবে; এরুপ ধারনা করা ভুল। হর্যাঙ্ক বংশোদ্ভূত নৃপতি বিম্বিসারের অধীনে ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে মগধই প্রথম গুরুত্ব অর্জন করেছিল। বিম্বিসার ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক মগধ রাজ্যটি ছিল অনার্য বংশোদ্ভূত রাজন্যবর্গের অধীন। রাজ্যটির অধিবাসীরা ছিলেন মগধ ও কিরাত গোষ্ঠীর যাঁরা গোঁড়া ব্রাহ্মণদের চক্ষে ছিলেন অনেক নিম্নশ্রেনীর মানুষ। তাই মগধ রাজ্যটির উপর আর্যদের প্রভাব পড়েছিল অনেক পরে। স্বভাবতই যে সব রাজ্যের উপর বৈদিক প্রভাব অনেক আগে পড়েছিল তাদের তুলনায় মগধের বিস্তৃতি লাভের উদ্যম ও প্রবণতা ছিল অনেক বেশী। সেই সব কারণেই মগদ অন্য রাজ্যগুলিকে সহজেই পরাস্ত করতে এবং প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। আবার তরুণদেব ভট্টাচার্যের গ্রন্থ পুরুলিয়া, (প্র.প্র. ১৯৮৫) এর তথ্যানুযায়ী (পৃ-৩৫৫) অঙ্গ দেশের উৎপত্তি ১২১৫ খ্রীঃপূঃ, তখন মানভূম জেলার উত্তরাংশে অঙ্গদেশের অন্তর্গত। এবং খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দে সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয়। কলিঙ্গ তখন দুই ভাগে বিভক্ত উত্তর তোষলি ও দক্ষিণ তোষলি। পুরুলিয়া জেলা তখন উত্তর তোষলির অন্তর্গত। এই সব তথ্যের নিরিখে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে সেই বিম্বিসারের সময় থেকেই (৫৪৫ খ্রীঃপূঃ) পুরুলিয়ার তথা মানভূম জেলার সমস্ত অংশ মগধের অন্তর্গত ছিল। আবার ১৬৩-১৫০ খ্রীঃপূঃ খরবেলের ত্রিকলিঙ্গ সম্রাজের জন্ম এবং উত্তর ভাগের মধ্যে তৈলকম্প সম্রাজ্য অর্থাৎ মানভূম জেলা অন্তর্ভুক্ত। এই সব তথ্য থেকে স্পষ্টই অনুমিত হয় সেই অনাদিকাল থেকেই এই জঙ্গলমহলের সমস্ত রাজন্যবর্গ সহ সমস্ত অধিবাসীবৃন্দ অন আর্য সম্প্রদায়ভুক্তই ছিলেন এবং তাদের কথ্য ভাষাও অনার্য্য ভাষাই ছিল তা কুড়মালি বা মাগধী নামে পরিচিত ছিল।

অখিল ভারত কুর্মি মহাসভার প্রস্তাবনুযায়ী যে সমস্ত সামাজিক সংস্কার ও সভা, সমিতি এই অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার কয়েকটির নমুনা নীচে প্রদত্ত হল।

সামাজিক নিয়মাবলী

বাইশী জোড়য়াহী মোঃ-মাগুড়া

সন ১৩১৭ সাল, ১৬ই মাঘ।

অদ্য আমরা বাইশী সমূহ একত্রিত হইয়া আমাদের সমাজ সংস্কার ও সমাজের উন্নতি কল্পে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী সকলে অবগত হইয়া সকলেই দস্তখৎ করিলাম।

সমাজনীতি যথা—

১। স্বামী বর্ত্তমানে অন্য স্বামী গ্রহন নিষেধ।

২। বিধবা স্ত্রীর একের অধিক সাঙ্গা নিষেধ।

৩। অখাদ্য ভোজন নিষেধ।

৪। দাঁইড় নাচ নিষিদ্ধ।

৫। কাহারের স্কন্ধস্থিত ডুলির, চড়য়া বা চৌদলের উপরে বিবাহ নিষেধ।

৬। সৎ ব্রাহ্মণ কি অভীষ্ট দেব ব্যতীত অন্য জাতির পাক অন্ন ভোজন নিষেধ।

৭। নাচনি অথবা খাওয়াশীন রাখা নিষেধ এবং মদিরা ভক্ষণ নিষেধ।

পরগনেৎ ও দেশমন্ডল দিগের দস্তখৎ—

শ্রী শশীভূষন মাহাত- দেশমন্ডল- সাং-পাঁড়কা- পং-পাড়া।

শ্রী জনার্দন মাহাত- দেশমন্ডল- সাং- চাঁদড়া- পং- পলমা।

শ্রী দামুরায় মাহাত- দেশমন্ডল- সাং-জামবাইদ- পং-পলমা।

শ্রী অক্ষয় মাহাত- দেশমন্ডল- সাং-বানজোড়া- পং-বরাভূম।

শ্রী মানকি মাহাত- দেশমন্ডল- সাং- ক্ষুদিরাম- পং-বরাভূম।

শ্রী জয়রাম মাহাত- দেশমন্ডল- সাং-পুরুলিয়া- পং-ছররা।

শ্রী গোপীনাথ মাহাত- দেশমন্ডল- সাং- নুয়াডি- পং- খাসপোল।

শ্রী নরু মাহাত-দেশমন্ডল- সাং-ঘাঘরজুড়ি- পং-নাখদা।

শ্রী পরান রায় মাহাত- দেশমন্ডল- সাং-ভালুবাসা- পং- মানভূম।

শ্রী বিরু দেশমন্ডল- সাং- রাঙ্গাট্যাঁড়- পং- মানভূম।

শ্রী নন্দলাল মাহাত-সাং-বরো-পং-ঐ।

শ্রী বংশীধর মাহাত-সাং- রাঙ্গাট্যাঁড়- ঐ।

শ্রী ধনু মাহাত- সাং- মাঝিহিড়া- ঐ।

শ্রী গঙ্গাধর মাহাত-দেশমন্ডল- সাং-কাশিডি-ঐ।

শ্রী হাড়িরাম মাহাত ও ডমন মাহাত-সাং - সালুইডহর- কাঁসাইপার।
শ্রী শম্ভুনাথ মাহাত- সাং-হেঁটগুগুই-কাঁসাইপার।
কুটুম্বগণের দস্তখৎ—
শ্রী পূর্ণ চন্দ্র মাহাত- সাং-হুলকা-লাগদা।
শ্রী দক্ষিণ মাহাত-সাং- ঐ-ঐ।
শ্রী বলাই মাহাত-সাং-পিতাশি- রাকাব।
শ্রী গনেশ মাহাত-সাং- দেলাং-বাগদা।
শ্রী শিবুচরণ মাহাত -সাং-দামদরপুর- বাগদা,।
শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র মাহাত-সাং-ঘাঘরজুড়ি-লাগদা
শ্রী মাধব মাহাত-সাং-চাটুমাদার-
শ্রী চিন্তামনি মাহাত-সাং- ধানারাঙ্গি- পং- ধলভূম।
শ্রী দীননাথ মাহাত-সাং-চাঁইতড়া-সাতভূম।
শ্রী দলু মাহাত-সাং-শিরামপুর-জয়পুর
শ্রী দেবচক্র, নীলকণ্ঠ মাহাত- সাং-মাগুড়া-লধুড়কা।
শ্রী গুহিরাম মাহাত-সাং-কেলাবাসা।

বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ পূণ্যাদির ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে যে কোন প্রকার ক্রিয়াকলাপের আয়োজন হইবে তাহার অনুষ্ঠানের পূর্বে সমাজের নেতার অভিমত লইতে হইবে। নচেৎ ক্রিয়াবান ব্যক্তিকে ৫০ টাকা অর্থদন্ড দিতে হইবে, নতুবা সমাজ চ্যুত হইতে হইবে। ঐ সকল ক্রিয়াকলাপ সমাজের নেতাকে সম্মানার্থে ১ টাকা এবং একখানি কাপড় অগ্রে দিতে হইবে।

(২) শ্রী শ্রী গুরুবে নমঃ

পঞ্চকোট মানভূম কুর্মি সম্মিলনী সমিতির নিমন্ত্রন।
মহাশয়গন,

অত্র জেলাবাসী নেতৃ মহোদয়গণের উৎসাহে স্বজাতি সংস্কারের, বর্ত্তমান বর্ষের আগামী ৮ ই অগ্রহায়ন বেলা ১০ টার সময় পরগনে ছড়রা, পুরুলিয়া গ্রামে, ২ য় বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইবে। আশা করি মহোদয়গণ উক্ত তারিখে যথাসময়ে শাখা মহাসভায় যোগদান করিবেন। আমার প্রথম জাত নবকুমার শ্রী অমূল্য রতন মাহাত নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য সূর্যদেবের আরাধনা করিবার মানস করিয়াছিলাম, তাহা যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, আপনার কৃপা করিয়া ঐ দেব আরাধনা কার্য্যপূর্ণ করিয়া আমার পুত্রকে আশীর্বাদ করিবেন।

নিবেদন, ইতি
বিনীত
শ্রী জয়রাম মাহাত
২৬ শে কার্ত্তিক,১৩৩০ সাল

(রাজশক্তি প্রেস,পুরুলিয়া)

নিমন্ত্রন পত্র

(৩) মান্যবর, শ্রীযুক্ত................ সাং-
মহাশয়,

আপনার নিকট সানুনয় নিবেদন, আমরা কুর্মি জাতির সংস্কার কার্য্যের জন্য ৩০ সাল ৬ ই চৈত বেলা ৪, তারিখে পলমা পরগনার অন্তর্গত জামবাদ গ্রামে একটি সমিতি স্থাপন করার মনস্থ করিতেছি। যাহাতে সমিতির কার্য্য নির্বিরোধে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে আপনাদের সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

অতএব, আমাদের সানুনয় নিবেদন উক্ত জামবাদে শুভাগমন পূর্বক এই সমিতিতে যোগদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

নিবেদক
শ্রী বৈকুণ্ঠ মাহাত, শ্রী প্রতাপ রায় মাহাত, শ্রী আশু সরকার মাহাত, সাং-জামবাদ
শ্রী ধর্মদাস মাহাত, সাং-বনবহাল।

(৪) মানভূম কুর্মি সম্মিলনী সমিতির নিমন্ত্রন
(লক্ষ্ণৌ সদর মহাসভার শাখা।)

সবিনয় নিবেদন মিদং —
মহাশয়গন,

অত্র জেলাবাসী নেতৃ মহোদয়গনের উৎসাহে স্বজাতি সংস্কারের আগামী সন ১৩৩১ সালের ৬/৭ ই

স
গ
ড়

বৈশাখ বেলা ১০ টার সময় পরগনে মানভূম, কুমারী গ্রামে ১ম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

আশা করি, মহোদয়গন উক্ত তারিখে যথা সময়ে শাখা মহাসভায় যোগদান করিবেন। নিবেদন, ইতি, ২২শে চৈত্র, ১৩৩০ সাল।

বিনীত, সেক্রেটারী

শ্রী নন্দলাল মাহাত, শ্রী হরিপদ মাহাত

শ্রী রঘুনাথ মাহাত, শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মাহাত।

(৫) ওঁ তৎ সৎ

অখিল ভারতবর্ষীয় কুর্মি ক্ষত্রিয় মহাসভার মানভূম শাখা সমিতির আমন্ত্রন পত্র।

মহাশয়,

আগামী চৈত্র মাসের ১৮,১৯ ও ২০ শে তারিখে, ইংরাজী ১,২,৩রা এপ্রিল সোম, মঙ্গল ও বুধবার লাগদা পরগনার অন্তর্গত ঘাগরজুড়ি গ্রামের হাটবাগানে মানভূম জেলার কুর্মি সমাজ সংস্কারক সভার ৬ষ্ট বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এই সভায় পঞ্চকোটাধিপতি মহামান্য রাজাধিরাজ শ্রী শ্রী জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ দেও বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহন করিবেন এবং পশ্চিম হইতে পন্ডিত ও ব্যক্তিগন আসিবেন।

অতএব মহাশয়, আত্মীয় স্বজন সহ এই সভায় যোগদান করিয়া বাধিত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রন করিলাম। নিবেদন, ইতি, ১৩৩৫সাল, ২৩শে ফাল্গুন, ইংরাজী ১৯২৯, ৭ই মার্চ।

বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষগণ

অভ্যর্থনা কমিটির মেম্বারগণ—

১। শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র মাহাত, ঘাঘরজুড়ি।	শ্রী লহবৎ মাহাত, গুগুই।
২। শ্রী সলাবৎ মাহাত, কাহান।	শ্রী রজনীকান্ত মাহাত, হুলকা।
৩। শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মাহাত, নওয়াডি।	শ্রী মুকুন্দ মাহাত, কুমারদাগা।
৪। শ্রী ছুটু মাহাত, নওয়াডি।	শ্রী জয়রাম মাহাত, পুরুলিয়া।
৫। শ্রী নুনারাম মাহাত, ধোয়া।	শ্রী সাগর মাহাত, ঝালমামড়া।
৬। শ্রী মহেশ্বর মাহাত, কেলাদাগ।	শ্রী বলরাম মাহাত, গোলামারা।
৭। শ্রী সভারাম মাহাত, ঘাঘরজুড়ি।	শ্রী যাদব চন্দ্র মাহাত, সিঁদরী।
৮। শ্রী ঘনশ্যাম মাহাত, হুলকা।	শ্রী বেনীমাধব মাহাত, বাঁধগড়।
৯। শ্রী ডমন মাহাত, শালুইডহর।	

দ্রষ্টব্যঃ— পুরুলিয়া রাঁচি বি.এন.রেল লাইনের রুদড়া ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দক্ষিণে ঘাঘরজুড়ি গ্রাম অবস্থিত। অথবা পুরুলিয়া ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে ঘাঘরজুড়ি গ্রাম। উভয় ষ্টেশনে ভলেন্টিয়ার থাকবে, উভয় ষ্টেশন হইতে মটর রাস্তা আছে, আহারাদির ব্যবস্থা—যথোপযুক্ত খাদ্যসরবরাহের জন্য দোকানের ব্যবস্থা করা হইবে। স্ব স্ব খরচায় চালিত।

কুর্মি মহাসভার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, কৃষির মাধ্যমে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটিয়ে সমাজে উন্নতি আসা, তাই "লক্ষৌ সদর কুর্মি মহাসভার " ১ম অধিবেশনেই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, একতা স্থাপন, ভ্রাতৃভাব বাড়ানো, বাল্যবিবাহ রোধ, বিবাহে অপব্যয় রোধ এবং গ্রামস্তর পর্য্যন্ত সামাজিক পঞ্চায়েত সমিতি গঠন। এরই প্রভাবে বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় "লক্ষৌ সদর মহাসভার শাখা সমিতি" নামে গ্রাম্য সমিতি স্থাপনে আগ্রহ দিয়েছে। কিন্তু "ক্ষত্রিয়" নামে সমাজদ্বিধাবিভক্ত হতে চলেছে, যেমন মহাসভায় হয়েছে। এখানেও নেতৃস্থানীয়গনই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ক্ষত্রিয়ত্বের বিপক্ষে অধিবেশন, প্রচার পত্রিকা, বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির দ্বারা তাদের বিরুদ্ধ মত প্রচার করেছেন। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা গেল।

(১) "কুর্মি সম্মিলনী সভা"

দিন ১৩৩৮ সাল, ১৮ ও ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ।

" দেশময় ভ্রাতৃবৃন্দ কুড়মি সন্তান। উপস্থিত হইনু আজি সর্ব সন্নিধান।।
আশীর্বাদ কর যেন পুরে মম মনোরথ। সুপথ ধরিতে পারি ঠেলিয়া কুপথ।।
সরল সুনির্মল কুড়মি মন্ডল। ধ্রুব কাল হতে যাহা করে জ্বলজ্বল।।
কালিমার দাগ মাত্র নাহি ছিল তাই। বুঝি বা এবার তাহা ঢাকে কুয়াশায়।।
সেই দুঃখে দুঃখী হয়ে সমাজে তরে। দিনু এই ক্ষুদ্র প্রান সাগর সাঁতারে।।
দেশমন্ডল খ্যাতি তাই ঘোষে জগজনে। পুনঃ সপে দিনু মন শান্তি স্থাপনে।।
মানভূম যে জেলা, সে মধ্যে পাড়া থানা। নিপানিয়া গ্রামে এবার ২২ পরগনা।।
সমবেত সম্মিলনী সভা গঠিবার। দিন স্থির জ্যৈষ্ঠ সালের ১৮/১৯ এ তার।।
অনুগ্রহ করিয়া সবে নির্দ্দিষ্ট দিবসে। যোগদান কর কুড়মি জাতি ইষ্ট আশে।।

স গ ড়

সমাজ উদ্ধারে পুনঃ উড়ুক নিশান। দুর কর লোক নিন্দা শুধু রাখ মান।।
কিন্তু এক নিবেদন সকলের স্থানে। মহাজনী পথে আস্থা যাহাদের মনে।।
তাঁহারাই যোগদান করিবে সকল। অন্য পথে গতি যার, নাহি কোন ফল।।
যথাসাধ্য আহারের আছে ব্যবস্থিত। শুভ আগমনে সবে করিবে কৃতার্থ।।

দেশমন্ডল

শ্রী শ্রীপতি মাহাত, পাঁড়কা।
শ্রী ইন্দ্রনাথ মাহাত, পাঁড়কা।
শ্রী গুহিরাম মাহাত, সুরুলিয়া, পং-পাড়া।

(২) "জাতীয় কুর্মি সম্মিলনী সভা"
স্থান- হুলকা, ১৩৪০ সাল।

আমাদের কুড়মি জাতির উপবীত গ্রহন সম্বন্ধে স্থানে স্থানে যে সভাসমিতির আহ্বান হইতেছে, তাহারই চরম প্রতিবাদ কল্পে লাগদা পরগনার অন্তর্গত হুলকা গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসের ২০ শে ও ২১শে তারিখে মহতি সভার অধিবেশন হইবে।

অতএব এই সভার অনুষ্ঠান ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ যাহাতে সহজ ও সুগম হয়, তাহা জাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের অবশ্য একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমাদের জাতির মধ্যে "কুর্মি ক্ষত্রিয়" বলিয়া যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা শাস্ত্র সম্মত কি, অসঙ্গত তাহা শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত ও সত্যমন্ডলীর পরামর্শনুক্রমে নির্দ্ধারিত হইবে। কুর্মি ক্ষত্রিয় বলিয়া যদি কেহ পুরাণে বা অন্য কোন বৈদিক গ্রন্থাবলীতে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে উক্ত জনমন্ডলীর মধ্যে একশত টাকা পুরষ্কার স্বরুপ প্রদত্ত হইব। বেদ পুরাণ ব্যতীত অন্য কোন আধুনিক কল্পনাকৃত গ্রন্থে দেখাইলে তাহা অগ্রাহ্য ও নামঞ্জুর হইবে। এতদ্বারা জাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে নিমন্ত্রন করিলাম।

নিবেদন, ইতি

সেক্রেটারী

সমিতির অভ্যর্থনা কারীগণ— শ্রী রজনী কান্ত মাহাত ও ধনঞ্জয় মাহাত।
শ্রী শ্রীপতিলাল মাহাত, পাঁড়কা। শ্রী কীর্তিরাম মাহাত, বালকডি।
শ্রী গৌর মাহাত। শ্রী ক্ষেত্রমোহন মাহাত।
শ্রী গুহিরাম মাহাত, পুরুলিয়া। শ্রী দয়াল মাহাত, ঘোঁগা।
শ্রী অক্ষয় মাহাত, বাঁধজোড়া। শ্রী রামেশ্বর মাহাত, আদরকুঁড়ি।
শ্রী রজনীকান্ত মাহাত, চাঁদড়া। শ্রী বলাই মাহাত, পিতাশি।
শ্রী প্রতাপরায় মাহাত, চাটুমাদার। শ্রী কানাই মাহাত, ঝালদা।
শ্রী চৌধুরী রায় মাহাত। শ্রী লক্ষন মাহাত, ঝালদা।
শ্রী বৈকুণ্ঠ মাহাত, জামবাদ। শ্রী গুহিরাম মাহাত-খুদিবাঁধ।
শ্রী বুধু মাহাত, কোলবাঁধ। শ্রী মাগারাম মাহাত।
শ্রী সলাবৎ মাহাত, কাহান। শ্রী অক্ষয় মাহাত।
শ্রী ডমন মাহাত, সালুইডহর। শ্রী উদয় মাহাত, নিপানিয়া।
শ্রী ভখু মাহাত, ঐ। শ্রী শিবু মাহাত ও দ্বারকা মাহাত।
শ্রী আশীর্বাদ মাহাত, গোপালপুর। শ্রী রামেশ্বর মাহাত, কেলেবাসা।
শ্রী বুচন মাহাত, তুম্বা। শ্রী মুকুন্দ মাহাত, কুমারদাগা।

দ্রষ্টব্যঃ— আহারাদির জন্য উভয় পক্ষের বিশেষভাবে বন্দোবস্ত করা হইবে। সভায় আমাদের সাধ্যমত সংগৃহীত পুরাণাদি থাকবে। কেহ যদি পুরাণাদি আনিতে পারেন, তাহা হইলে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব।

সময়ঃ— সন্ধ্যা ৬টা হইতে।

স্থানঃ— রাঁচি রোড, পুরুলিয়া হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে এবং রুদড়া ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল পূর্বে হাটবাগান নামক স্থান। ট্রেন ও লরী পাওয়া যায়।

(৩) শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ শরনম।

"(ভূতাপসারনী সমিতি। কুড়মি জাতি ও স্বধর্ম রক্ষা কল্পে।)

আমাদের পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক ও অনুমোদন কর্ত্তা, বাংলার সমূহ পন্ডিতমন্ডলী, সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ, ও সমগ্র সভ্য জাতি। হে আমার কুড়মি ভ্রাতৃবৃন্দ, এতদ্বারা আপনাদিগকে সনির্বব্ধ বিনীত ভাবে নিবেদন করা যাইতেছে যে, বিগত চৈত্র মাসের ২৮ ও ২৯ শে তারিখে ইচাগ গ্রামে যে কুর্মি ক্ষত্রিয় সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাতে আমাদের জাতির বিরুদ্ধে যে সমস্ত শাস্ত্র বিগর্হিত ও চিরন্তন কৌলিক প্রথা বহির্ভুত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,

তাহার প্রতিবাদ কল্পে ও উচ্ছেদ সাধন কল্পে আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৯শা, ইংরেজী ২রা জুন আমাদের ভূতাপসারিনী সমিতির একটি বিরাট অধিবেশন হইবে। তাহাতে এতদ অঞ্চলের যাবতীয় কুড়মি ভ্রাতাগন উপস্থিত থাকিবেন, সেইসঙ্গে নিকটবর্ত্তী ঝালদা, বেগুনকোদর, তুলীন প্রভৃতি গ্রাম সমূহের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ ও সমাস্থিত হইবেন।

অতএব উক্ত সমিতিতে যোগদান করিতে ও স্ব স্ব মত জ্ঞাপন করিতে আমাদের কুড়মি জাতির পৈতাধারী ও বেপৈতাধারী সকলকেই সাদরে আহ্বান করিতেছি। অনুগ্রহ পূর্বক এই সভায় শুভাগমন করিয়া নিজ নিজ চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া যাউন। ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

কোষাধ্যক্ষগণ-
শ্রী কাঞ্চন মাহাত ও
শ্রী লহবৎ মাহাত
গ্রাম-দঁড়দা।

সামাজিক সভ্যগণ-
শ্রী বুধু মাহাত, শ্রীরাম সিং মাহাত
শ্রী লালু মাহাত, আহ্লাদ মাহাত, দঁড়দা।
শ্রী দুঃখু মাহাত, লখীরাম মাহাত
শ্রী গোবর্দ্ধন মাহাত, জজলং।
শ্রী ভোলানাথ মাহাত, পঁড়রো।
শ্রী রথু মাহাত, নলকুপি।
শ্রী হরি মাহাত , তানাশী।
শ্রী ভগল মাহাত, মহুদা।
শ্রী শ্যাম মাহাত,রাজাডেরা।
শ্রী সহকম মাহাত, জিলিংডহর।
শ্রী জগু মাহাত, বাটরি।
শ্রী বিবল মাহাত, রায়ডি।
শ্রী গয়ারাম মাহাত।
শ্রী আশীর্বাদ মাহাত, মেরেধ।
শ্রী বিরবল মাহাত, বরাহডি।
শ্রী পাহাড়ী সিং মাহাত, চামারদাগা।
শ্রী জীবন মাহাত, শ্রী শ্যাম মাহাত।
শ্রী আকলু মাহাত, গোপালপুর।
দেবীলাল মাহাত, গোপালপুর।
শ্রী আঘনু মাহাত, বোরোয়াডি।
শ্রী যাদব মাহাত, মহুকুদর।
শ্রী ধুপন মাহাত, মহুকুদর।

প্রাণাপেক্ষা সমাজ সেবক-
শ্রী আশীর্বাদ মাহাত, গোপালপুর।
সম্পাদক
ভূতাপসারিনী সমিতি
সহ-সম্পাদক
শ্রী মধুসূদন মাহাত, কুড়িয়াম।
শ্রী রাজু মাহাত, পাঁড়ুয়া।
শ্রী হরি মাহাত, আজুড়ি।
শ্রী রাখাল মাহাত, নূতনডি।
শ্রী শুকু মাহাত, ঐ।
শ্রী কাঙ্গলু মাহাত, কুঞ্জ মাহাত, বতিমঘু।
শ্রী রুহিদাস মাহাত, মসনা।
শ্রী মটনু মাহাত, বরয়াডি।
শ্রী খনা মাহাত, কচাহাতু।
শ্রী সহরই মাহাত, অমলপুর।
শ্রী রজনীকান্ত মাহাত, হুলকা।
শ্রী বিদ্যাধর মাহাত, কাহান।
শ্রী ডমন মাহাত, সরইডহর।
শ্রী জয় মাহাত, রুগড়ি।
শ্রী বলরাম মাহাত, গুগুই।
শ্রী রাজবালি মাহাত, শিবু মাহাত, মাঠারি।
শ্রী হাড়িরাম মাহাত, পালঙ্গা।
শ্রী শ্রীকান্ত মাহাত, খুদিবাঁধ।
শ্রী শ্রীপতি মাহাত, দেশমন্ডল, পং-পাড়া।
শ্রী গঙ্গাধর মাহাত, বনডি।
শ্রী চন্দ্রমোহন মাহাত, জাকা।
শ্রী মধু মাহাত, হরতম।
শ্রী শিবচরণ মাহাত, গোপালপুর।
শ্রী শম্ভু মাহাত, রাজাডেরা।

স্থান— বড়গ্রাম বাগান, ঝালদার পূর্ব প্রান্ত, রাঁচি রোড পার্শ্বে।
সময়— বিকাল ৪-৩০ মিনিট হইতে সভা আরম্ভ হইবে।

মাঝে মধ্যে এই সব অধিবেশনের বিষয় পত্রিকা, প্রচার পত্রিকা, প্রচার মিছিল প্রভৃতিও বের হত। তারই ২/১ টির নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

"বিজয় পত্রিকা"
শ্রী শ্রী হরিপদ ভরসা

এতদ্বারা ভারত নিবাসী কুরমি মহোদয় গণকে জ্ঞাত করান যায় যে, খুদিবাঁধ নিবাসী শ্রী নীলকমল মাহাত, গোলামারা নিবাসী শ্রী শশীভূষণ মাহাত, সিন্দরী নিবাসী শ্রী বিদ্যাধর মাহাত ও রামডি নিবাসী শ্রী পদু

মাহাত দিং ১৩৩৯/২০শে বৈশাখ বেদ পুরাণ দেখাইবার জন্য তাঁহারা হুলকা গ্রামে শুভাগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কোন বেদ পুরাণে বা যে কোন ধর্মগ্রন্থে পর্যন্ত কুর্মি ক্ষত্রিয় বলিয়া দেখাইতে পারিলেন না। এমন কি পৈতা ধারী কুর্মিগণ যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত সূর্যাদি খন্ড বলিয়া নূতন পুরাণ শুনিয়াছিলাম, তাহাতে ও দেখিলাম কুর্ম ঋষি ব্যতীত কুর্মি ক্ষত্রিয় নাই। কুর্ম ঋষির সন্তান কুর্মি বলিয়া যে সব ভৈল করিয়া বুঝাইতেন তাহাও পায়রাগোড়া নিবাসী শ্রী তারালাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ পুরাণের ব্যাখ্যা করিয়া কাটিয়া দোওয়াতে, তাঁহারা একেবারে হতাশ ও অপমানিত হইয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। উপরিউক্ত ব্যক্তিগণ যদ্যপি ঐ পুরাণ দেখাইয়া কোন গ্রামে কোন ব্যক্তির মন পাল্টাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকগণকে ঐ স্থানে থামাইয়া আমাদিগকে সংবাদ জানাইবেন, তাহা হইলে আমরা ঐ স্থানে যাইয়া তাহার সন্দেহ মিটাইয়া দিব।

কারন আমরা যদি পরাজিত হই, তাহা হইলে ঐ স্থানেই আমরাও উপবীত ধারনে বাধ্য থাকিলাম। আরো দেখুন তাঁহারা মুর্খের ন্যায় পান্ডুর পুত্র পান্ডব পুত্র কৌরব, দ্রোনের পুত্র দ্রোনী, কুর্ম ঋষির পুত্র কুর্মী জাতি বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন, কিন্তু সকলেই বুঝিয়া দেখুন, পান্ডুর পুত্র পান্ডব জাতি বলিয়া হয় নাই, কুরুর বংশ কৌরব জাতি বলিয়া ও বিখ্যাত নয়, ও দ্রোনের পুত্র দ্রোনী বলিয়া জাতি নয়, তদ্রুপ কুর্ম ঋষির বংশ কুর্মি জাতি হইতে পারে না। তাঁহারা কেরল মুর্খের ন্যায় বিপরীত ভাবিয়া কুর্মি জাতিটাকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

অতএব আপনাদিগকে নিবেদন করিতেছি যে, না বুঝিয়া পৈতা ধারনে অগ্রসর হইবেন না। নিবেদন, ইতি

প্রকাশক

শ্রী রজনীকান্ত মাহাত, শ্রী ধনঞ্জয় মাহাত
শ্রী হংসেশ্বর মাহাত, শ্রী পরমানন্দ মাহাত
সাং- হোলকা, পোঃ-পুরুলিয়া।
জেলা-মানভূম, পং- লাগদা।

(২)

মধুসূদনায় নমঃ

মহাজন প্রথাবলম্বী মাহাত উপাধিধারী কুর্মিজাতি ভাই সব আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ, যে মহৎ কর্ম দ্বারা এই গৌরবের 'মাহাত' ও 'কুর্মি' আখ্যা বিভূষিত হইয়া জন সমাজে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, আজ সেই প্রাচীন সনাতন ধর্ম ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে। আর 'মাহাত' আখ্যার পরিবর্তে 'সিংহ দেও' প্রভৃতি নতুন আখ্যায় বিভূষিত হইয়া ক্ষত্রিয় নামে প্রচারিত হইয়া পূর্ব কীর্ত্তিকলাপ নষ্ট করিতেছেন। ভাই, একটি শক্তি দ্বিধাবিভক্ত হইলে যে, দুইটি শক্তিই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে দুইটি শক্তিরই পতন হয়, এ জ্ঞান আমাদের এখনও হইল না। তাই মনে হয় এ সময় আমাদের মহাবিপত্তির দিন। তাই এসো, মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া জাতি উদ্ধারের চেষ্টা করি।

১: এক্ষনে, আমাদের এই কুর্মি জাতির ভাগ্যাকাশে দুর্লদ্ধ-ক্ষত্রিয় জাতি আকাঙ্খা-আশারুপ ঝঞ্ঝা জাতি বিদ্রোহ রুপ তমসা দ্বারা সেই আবহমানকালের প্রাচীন কুলগৌরব রশ্মি আচ্ছন্ন করিয়া জাতিটিকে পথভ্রান্ত ও কু আশারুপ বিপথে চালিত করিতেছে। যে সকল বিনয়ী, নম্র, কর্ত্তব্যপরায়ণ পরিশ্রমী, কর্মঠ, দেবদ্বিজভক্ত ও পরোপকারী জাতি নিরহঙ্কার ধর্মবলে ইহ জগতে বিস্তার লাভ করিয়া কৃষি শক্তি দ্বারা দেশকে অন্নদান করতঃ জাতি, বন্ধু, গুরু, বিপ্র, প্রভৃতি সমুদয় দেশ প্রতিপালিত করিয়া জনসংখ্যায় ও মহত্বে শ্রেষ্টত্বলাভ করিয়া দেশের গৌরবভাজন হইয়াছেন, আজ সেই প্রাচীন মহত্বপূর্ণ (কুর্মি মাহাত) জাতির অধঃপতন সম্মুখীন। বেদ ও পুরাণের ভগবৎ মিশ্রিত সত্যবানীর অপলাপ, মদপূর্ণ আত্মম্ভরিতা বাক্যের উদ্বোধন " মহাজনস্য গতস্য পন্থা"— এই মহাবানীর পদাঘাতি।

২. ভাই সব, দুর্ম্মদ স্বজাতি বিদ্রোহের অত্যাচারে প্রায় কিয়দংশ জাতি বিনষ্ট ও অবশিষ্টাংশ ও রোগাক্রান্ত মনে হয়। বিদ্রোহীদের পুনঃ পুনঃ অধিবেশন রুপ দংশন দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হইয়া মাহাত আখ্যা ও সরল কুর্মি জাতি চিরতরে বিদায় গ্রহন করিবে।

৩. দেখ ভাই সব, মহৎগুন হইতে মাহাত, আমাদের এই আখ্যার পরিবর্তে তমোগুন সম্পন্ন সিং দেও ইত্যাদি নূতন আখ্যা ও যজ্ঞোপবীত বিভূষনে বালকবালিকগণ অহংকৃত হইয়া কিরুপ দুর্দান্ত হইবে এবং বিলাসিতার জালে পড়িয়া আলস্যবৃত্তি অবলম্বনে পরিশেষে দারিদ্রতার পীড়নে লম্পট ও চৌর্যবৃত্তি গ্রহন করিবে তা ভাবিয়াছ কি? যখন তাহারা এই কর্ম অনর্থের মূল বুঝিবে, তখন আমাদিগকে শত্রু বলিয়া গালি দিবে। তাই বলি, এই পথের পথিক হইয়া ছেলে দিগকে অভাবের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিও না।

৪. মাহাত আখ্যার পরিবর্তে 'সিংহ দেও' ইত্যাদি আখ্যা গ্রহনে কিরুপ পরিবর্তন হইবে, জান? অমুক মাহাতর পরিবর্ত্তে অমুক সিংহ দেও বলিতে হইবে, ইহা কিরুপ রীতি বিরুদ্ধ। আরও, মাহাত আখ্যার বাঁধ পুষ্করিনী যাহা আছে, সেগুলির উত্তরাধিকারি 'সিংহ দেও' হইলে কিরুপ হাস্যাস্পদ হইবে। তার উপর, পিতৃপুরুষের পিন্ডপ্রদান সময়ে কিরুপ বিপর্যয় ঘটিবে ভাবিয়া দেখ। আবার যজ্ঞোপবীত ধারনের নিয়ম ও পরিনাম সমালোচনা করিলে বুঝা যায় ইহা বহু ব্যয় সাপেক্ষ ও তমোপূর্ন এবং আলস্যের মূল।

৫. তাই বলি ভাই সব, নূতন মদপূর্ণ ক্ষত্রিয় হইবার আশা ও ক্ষাত্রধর্মের অনুরুপ কর্মের আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন সনাতন স্বধর্ম রক্ষা কর। পিতামাতার কুলগৌরব রক্ষা কর। পরধর্মে বিমুখ হও।

৬. গীতায় উল্লেখ আছে—" পরধর্ম ভয়াবহ" অতএব সকলে গীতার বাণী প্রতিপালন করিয়া, পরধর্ম ক্ষাত্রধর্ম, আশা পরিত্যাগ করিয়া সকলে সমস্বরে বল—জয় প্রাচীন কুর্মি জাতির জয়, জয় সনাতন ধর্মের জয়, জয় মহাজনস্য গতা পন্থা,—এই বেদবাণীর জয়।

ইতি, ১৩৫২ সাল, ৬ই চৈত্র

নিবেদক
শ্রী শ্রী পতি মাহাত, দেশমন্ডল।
শ্রী উপেন্দ্রনাথ মাহাত, পাঁড়কা,পং-পাড়া।

সদস্যগণ—
শ্রী গৌর চন্দ্র মাহাত।
শ্রী সুজন মাহাত, সুরুলিয়া।
শ্রী নন্দলাল মাহাত।
শ্রী অক্ষয় কুমার মাহাত।
শ্রী গয়ারাম মাহাত,সাহেবরাম মাহাত।
শ্রী বুচু মাহাত, শ্রীরাম মাহাত।
শ্রী বেনীমাধব মাহাত।
শ্রী উমেশ চন্দ্র মাহাত।
শ্রী দেবু মাহাত, লক্ষণ মাহাত।
শ্রী দুর্গাচরন মাহাত, নিপানিয়া।
শ্রী মাহিন্দী মাহাত, রাঙ্গামাটী।
শ্রী নরেন্দ্র মাহাত, সিঁদুরপুর।
শ্রী তনু মাহাত, কেটলাপুর।
শ্রী পঞ্চানন মাহাত।
শ্রী গনেশ মাহাত, রামকৃষ্ণপুর।
শ্রী রজনীকান্ত মাহাত, চামড়ুবেড়া।
শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মাহাত, রিগুডি।
শ্রী পার্ব্বতী মাহাত।
শ্রী হরিপদ মাহাত,ফুসড়াবাদ।
শ্রী বাহাদুর মাহাত, উদয় মাহাত,করনবাঁধ।
শ্রী দুর্গাদাস মাহাত।
শ্রী ক্ষেপাকর মাহাত, কাঁকি।
শ্রী খোকু মাহাত, গোবিন্দ মাহাত।
শ্রী বিজয় মাহাত, ডুমুরডি।
শ্রী রাসবিহারী মাহাত, তিলাবনী।
শ্রী দামোদর মাহাত, পাঁজন্যা।
শ্রী রাসু মাহাত, শ্যামালুটা।

শ্রী খুদিরাম মাহাত, রতনপুর।
শ্রী গঙ্গাধর মাহাত, কানাইলাল মাহাত(বেলমা)।
শ্রী রমানাথ মাহাত, দুবরাজপুর।
শ্রী দেবু মাহাত, তেঁতুলহিটি।
শ্রী হাড়িরাম মাহাত, ডুমুরডিহা।

শ্রী মতিলাল মাহাত, জামটাঁড়।
শ্রী ধর,মাহাত, ভালপাহাড়ী।
শ্রী জগন্নাথ মাহাত, গুড়গুড়িয়া।
শ্রী খুদিরাম মাহাত, কাঞ্চন মাহাত, ডমন মাহাত।
শ্রী রাম মাহাত , বড়াসিনী।
শ্রী বনু মাহাত, মধুডি, খুদিরাম মাহাত।
শ্রী শশীভূষন মাহাত, পড়াশা।
শ্রী গদাই মাহাত, ভাঁউরিডি।
শ্রী গিরিশ মাহাত, লালু মাহাত।
শ্রী বনমালী মাহাত, পাটপুর।
শ্রী ভীম মাহাত, রাধা মাহাত, সরবড়্যা।
শ্রী ব্রজ মাহাত, ছুটু মাহাত, কালুহার।
শ্রী জয়চাঁদ মাহাত, কালাপাথার।
শ্রী বনমালি মাহাত, চুনারডি।
শ্রী মাতব্বর মাহাত, নড়রা।
শ্রী বনু মাহাত, তেঁতুলদাগ।
শ্রী চাঁদ মাহাত, গুরুদাস মাহাত, চকবাইদ।
শ্রী বুচন মাহাত, গড়াভিটা।
শ্রী শান্তিরাম মাহাত, রাখহরি মাহাত, বগড়া।
শ্রী সাধুচরন মাহাত, ভবানী মাহাত, কানাই মাহাত।
শ্রী পরাণ মাহাত, বিরু মাহাত, সগড়কা।
শ্রী আজু মাহাত, কাল্লা।

এইসব বিভিন্ন প্রকার মিটিং অধিবেশন, বিজ্ঞপ্তি, প্রচার পত্রিকা ইত্যাদি থেকে স্পষ্টই জানা যায় যে কুর্মি সমাজের সাধারন পরিবারের কোন ব্যক্তিই এই ক্ষত্রিয় আন্দোলনের পক্ষে সামিল ছিলেন না বরং এর ঘোর বিরুদ্ধাচারনই করে গেছেন।

এইসময় পুরুলিয়া জেলায় এই ক্ষত্রিয় আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ টি অধিবেশন বা সভা অনুষ্ঠিত হলেও তার কয়েকটির কিছুমাত্র তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হল। আর একটি উল্লেক যোগ্য অধিবেশনের কথা বলেছেন অখিল ভারত কুর্মি মহাসভার আজীবন সদস্য শ্রী ভোলানাথ মাহাত, ঐ সভারই পুরুলিয়া জেলা শাখার শতবার্ষিকী উৎসব সম্মেলনের "স্মরণিকা" পুস্তিকাটি। উৎসবটি পালিত হয়েছিল কুড়ুকতুপা গ্রামের আনন্দদ্বীপ হাইস্কুল ময়দানে-২৪/২৫ ডিসেম্বর ,১৯৯৪ সালে। তিনি এই পুস্তিকার ৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ১১ই চৈত্র ১৩২৯ সালে গোলামারায় অনুষ্ঠিত জড়োয়াহীতে গৃহীত হয় ১৩ টি নিয়ম যেগুলির মধ্যে ৯টি নিষেধাত্মক এবং ৪ টি প্রয়োগাত্মক। প্রয়োগাত্মক ৪ টির মধ্যে ২টি কুড়মি ঘাতক বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ জড়োয়াহীর কোন বিজ্ঞপ্তি বাঅধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের কোন অনুলিপি আমাদের সংগ্রহে না থাকায় সঠিক প্রস্তাব দুটি উল্লেখ করা সম্ভব হল না। তবে আমার সংগৃহীত কিছু ঝুমুরের মধ্যে একটি ঝুমুর ঐ জড়োয়াহীরই প্রতিক্রিয়ার ফল স্বরুপ মনে হওয়ায় নিম্নে তা দেওয়া হল, অবশ্য এর থেকেও সঠিক প্রস্তাব দুটি বের করা যায় না।

স
গ
ড়

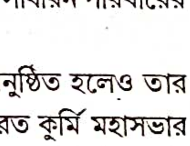

"কুড়মিদের মিটিং হ'ল ভারী, তাই মিটিং এ লাগেঞেছে ঘেরঘেরি হে।। রং
গোলামারায় মিটিং হলঅ গাঁয়ে গাঁয়ে পএ গেল, শশিভূষন ছিল সেক্রেটারী।
গাঁয়ের মালিক যাঁরা যাঁয়েছিল গলামারা, (আর) সভাতে বসিয়ে সভা করিহে।। রং
কাগজঅ কলমঅ ধরি, উচিতঅ বিচার করি, গুঁড়ি বাঁহা, সাঁঘা বন্দ করি হে।
লকের ঘরে কাম মানা, মেঁহরারুর ঘোমটা টানা, (আর) রসুই করি ভেসিনান করি হে।। রং
মদ খুঁখড়ি মেরাং ছাড়, বামহন নিয়ে বিহা কর, বারদিনে করিবে খেউরি হে।।
ঘরে ঘরে কর আঁট মেঞাকে না পাঠাঅ হাট,(আর) সকলঅ জনা হওঅ পৈতাধারী হে।। রং
ঢাইড় ছাগল অভক্ষন, বরাইত যাভে থড়েক জন,জনে জনে দিবে হে মা সাঢ়ী।।
ঘরে নাচনি রাখা বন্দ, পাঁতা নাচটি বেঁজাই মন্দ, ছেড্রি করহ নরতা পাসরী হে।। রং
দাহিনা দিকে বাঁধা খঁপা, বিহার নামে সিঁদুর ঘযা, খদালিয়া আর সিঁকা ধারী হে।
মেহারুর চুঁটি টানা, হুকা খাওয়াও করহ মানা, টানা বিহা তুরত বন্দ করি হে।। রং
সন ১৩২৯ সালে ভাবিঞে চৌধুরী বলে, এবার কাম চলবেক কিকরে হে,
কুড়মিদের মিটিন হল ভারী আর এই মিটিনই লাগেছে ঘেরঘেরি।। রং

चुआड़ विद्रोह के महानायक

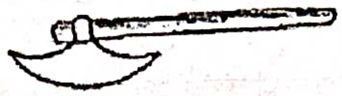

क्रान्तिवीर रुघुनाथ महतो

(१७६९ ई० — १७७८ ई० तक)

झारखण्ड निर्माण के दौ सौ तीस वर्ष पूर्व से ही झारखण्डी आदिवासी अपनी अस्मिता, अपनी भौगोलिक पहचान, अपनी सांस्कुतिक विरासत के प्रति सचेत, सजग एवं संवेदनशील रहे हैं। मातृभूमि के रूप में अपने जल, जंगल, जमीन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, निष्ठा और समर्पण का प्रकटीकरण तब हुआ जब ब्रिटिश हुक्मरानों ने छल, बल, कपट का प्रयास चल रहा था। अपने जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकारों के प्रति जागरुकता एवं संवेदनशीलता झारखंडी जनमानस का एक अभिन्न एवं अन्योन्याश्रय तत्व के रूप में हमेशा से रहा। यही कारण है कि पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश चालबाजी के खिलाफ विरोध, विद्रोह एवं क्रान्ति का प्रथम शंखनाद झारखंड की धरती पर ही हुआ था। सबसे पहले १७६९ की ईसवी में झारखंड में जंगल—महल जिला में कुड़मी आदिवासियों ने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ क्रान्ति का बिगुल फूंका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम क्रान्तिवीर अमर शहीद रघुनाथ महतो के नेतृत्व में उस सत्ता के खिलाफ विद्रोह के स्वर गूंजे जिसके प्रभुत्व में सूर्य अस्त होता था। इसके पूर्व में ब्रिटिश हुकूमत का खिलाफत करने की न लोगों मे सोच थी, न हिम्मत और न ही शक्ति।

ब्रिटिश हुक्मरानों से झारखंड को सदा समता की आशा और अपेक्ष थी भी नहीं, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत का जितना विरोध झारखण्ड ने किया था, उससे झारखण्ड के लोगों के प्रति अंग्रेजों की चिढ़ द्वेष और प्रतिकूल भावना को समझा जा सकता है। ब्रिटिश विरोधी संग्राम में अनेक शोषित तर्पण, अनेक पर्वतीय कहानियॉ एवं अरण्य भूमि में अनेक पवित्र हल्दीघाटी की रचना हूई। ब्रिटिश राजशक्ति को भारत की कई देशीय राजशक्तियों के विरुद्ध संग्राम करना पड़ा। मराठा, सिख, कई हैदर, टीपू ने ब्रिटिश विरोधी संग्राम में प्रधान भूमिका निभाई। इतिहास में ये कहानियाँ बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई, प्रचारित की गई किन्तु ब्रिटिश के विरूद्ध भारत में प्रथम जनसंग्राम का सिद्धान्त है तो वह है झारखंजियों का संग्राम। किसी भी झारखंडी राजशक्ति के विरुद्ध ब्रिटिश राजशक्ति की लड़ाई हुई ही नहीं, कारण झारखंडी राजशक्ति नाम से कुछ भी नहीं। सिपाही विद्रोह के जनसंग्राम इतिहास के पन्नों में अंकित है किन्तु झारखंडियों ने जनसंग्राम की अनेकानेक भारतीय इतिहासकारों ने भी नितान्त जंगली विक्षोभ की धारणाकर एक विचारणीय विषय ना समझ कर ध्यान नहीं दिया, किन्तु इतिहास अनुसन्धान करने पर जाना जा सकता है। झारखंडियों के संग्राम में सभ्य भारतवर्ष के संग्राम के समान और कभी-कभी उनसे भी ज्यादा देशप्रेम जातीय (गोष्ठी) की प्रेरणा थी।

१२ अगस्त १७६५ को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से ईस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल (बिहार, उड़ीसा, छोटनागपुर और असम) की दीवानी श्वीकृत की गई थी। उसके बाद ही अंग्रेजों ने भारतवर्ष में शासन चलाने के लिए जमीन सर्वेक्षण का काम शुरु किया। बंगाल के अन्दर तत्कालीन छोटनागपुर के जंगल महल जिला में जमीन का सर्वे और खतियान बनाना शुरु हुआ था। ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा आदिवासियों की जमीन पर अपना अधिकार जमाने के लिए सबसे पहले मालगुजारी वसूलना शुरु किया। अंग्रेजों का इस तरह से जल, जंगल, जमीन हड़पने की षड्यंत्रपूर्ण गतिविधियों का पहला विरोध कुड़मी आदिवासियों ने सन् १७६९ में भारत का पहला और क्रान्तिवीर रघुनाथ महतो के नेतृत्व में शुरु हुआ।

चुआड़ किसी जाति का नाम नहीं है, बल्कि अंग्रेज और उनके पिट्ठू जमींदारों द्वारा कुड़मियों के इस विद्रोह को घृणा, अवमानना प्रदर्शित करने के ध्येय से चुआड़ विद्रोह के नाम से सम्बोधित किया। यह तथ्य इतिहास में वर्णित है और बंगला इतिहासकार श्रमिक सेन ने रघुनाथ महतो को चुआड़ विद्रोह का नेता लिखा है। श्रमिक सेन ने अपने पुस्तक ''एक नोजोरे पुरुलिया" जो बंगला भाषा में है, लिखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम जमींदारों, ईस्ट इंडिया कम्पनी के थानेदार, महाजन, ठेकेदार, टफादार, तरफदार इन सबों के माध्यम से राजस्व वसूली के नाम पर स्थानीय लोगों के ऊपर जुल्म और शोषण करता था। इसके विरोध में जो प्रतिवादस्वरूप आन्दोलन हुआ था, अंग्रेज और उसके जमींदार पिट्ठुओं ने चुआड़ विद्रोह कहा। जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी नई

दिल्ली के प्रोफेसर डा० वीर भारत तलवार ने भी अपने पुस्तक ''आदिवासी और आर.एस.एस." के पृष्ठ दस में ''कुरमियों का चुआड़ विद्रोह" लिखा है।

रघुनाथ महतो का जन्म झारखण्ड क्षेत्र के तत्कालीन जंगल महल जिला और वर्तमान में सरायकेला खरसावाँ जिला के नीमडीह प्रखण्ड के घुटियाडीह ग्राम में हुआ था। रघुनाथ महतो बचपन से ही क्रान्तिकारी स्वभाव का जिन्दादिली इन्सान था। वह किसी का गुलामी बर्दाश्त नहीं करता था। १७६५ के बाद जब ईस्ट इंन्डिया कम्पनी ने जंगल महल जिला में आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर अपना अधिकार जमाने के लिए राजस्व वसूलना शुरु किया, आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर अपना अधिकार जमाने के लिए राजस्व वसूलना शुरु किया, आदिवासयिों की जमीन छीनकर बंगाली जमींदारों के हाथों जमीन का हस्तांतरण हो रहा था, अन्य क्षेत्रों से लोगों को आयातित कर प्रजा बसाना शुरु किया था और नये-नये टैक्स लगाये जा रहे थे, इसी बीच रघुनाथ महतो ने सोचा कि अव अपने जमीन में जीना है तो क्रान्ति, विद्रोह के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। हम अपना जमीन का टैक्स नहीं देंगे। हमने खेत बनाया, गाँव बसाया, राज अपना है। इन्हीं विषयों को लेकर रघुनाथ महतो ने नीमडीह ग्राम से कुछ ही दूरी पर एक विशाल मैदान में फाल्गुन पूर्णिमा १७६९ को अंग्रेजों के खिलाफ एक सभा बुलाकार विद्रोह का शंखनाद किया था और नारा दिया था ''अपना गाँव अपना राज - दूर भगाओ विदेशी राज" । आज उसी स्थान को रघुनाथपुर के नाम से जाना जाता है, जो नीमडीह प्रखण्ड का मुख्यालय है। इसी तरह पुरुलिया के उत्तर दिशा में करीब तीस किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा शहर रघुनाथपुर हैं। मेदिनीपुर जिला अन्तर्गत झाड़ग्राम में भी रघुनाथपुर है। जनश्रुति है कि इन तीनों जगहों का नाम उस समय के लोगों ने अपने प्रिय नेता क्रान्तिवीर अमर शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर रघुनाथपुर रखा।

चुआड़ विद्रोह १६७९ में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में शुरु और वह इस विद्रोह के महानायक बने रहे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी यह बिद्रोह लगभग १८०५ तक चलता रहा। ''भारत का मुक्ति संग्राम" नामक पुस्तक में चोआड़ विद्रोह अध्याय में अयोध्या सिंह लिखते है - ''ब्रिटिश शासकों को खुद स्वीकार करना पड़ा है कि इस विद्रोह का मूल कारण चोआड़ किसानों और पाइकों से जमीन और जीविका का छीना जाना था। मेदनीपुर के तत्कालीन कलक्टर ने रेवेन्यू बोर्ड के पास करते आ रहे थे, उन्होंने देखा कि विना अपराध और बिना कारण जमीन भोगने का उनका अधिकार जानसुनकर छीन लिया गया। इस बहाने कि सरकारी पुलिस के खर्च और गुजर के लिए यह जरूरी है और उन्हें सारी सम्पत्ति से वंचित कर दिया गया अथवा उस जमीन पर इतना ज्यादा राजस्व लगाया गया जिसे देने की क्षमता उनमें नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि आवेदन-निवेदन से कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी हालत में पहला मौका मिलते ही उन्होंने अस्त्र धारण कर अपने से छीनी गई जगह जमीन वापस पाने की चेष्टा की। इसमें आश्चर्य या क्रोध करने का कोई कारण नहीं हो सकता।"

रघुनाथ महतो बहुत जल्द ही जंगल महल जिले में अंग्रेजों के खिलाफ एक सशक्त नेता के रूप में उभरे। किसानों का भारी समर्थन प्राप्त हुआ। जंगल महल जिला में मुख्यत: कुड़मी, संथाल और भूमिज आदिवासियों का वास स्थान रहा है। चुआड़ विद्रोह के शुरुआती तीन साल तक कुड़मी आदिवासी मोर्चा लिए हुए थे और उसके बाद विद्रोह में संथाल और भूमिज आदिवासी भी शामिल होने लगे। अंग्रेजों को चिन्ता सताने लगी कि अब क्या होगा? चूंकि मुगल काल में झारखंड के लोग अपने जमीन के मालिक थे। किसी प्रकार का टैक्स वसूली नहीं था। वे सभी स्वतंत्र रूप से जीवन जीते थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी राजपाट सम्भालते ही जंगल, जमीन पर जब अपना अधिकार के लिए कानून बनाया तो विद्रोह होना स्वाभाविक था। रघुनाथ महतो का तेतृत्व नीमडीह, पातकोम से लेकर वड़ाभूम, धालभूम, मेदनीपुर की और बढ़ने लगा। फिर धालभूम से किचुंग परगना में (जो अब सरायकेला खरसावाँ जिला के प्रखण्ड सरायकेला, राजनगर, गम्हरिया क्षेत्र) को कहा जाता है विद्रोह की आग तेजी से पलटें लेने लगा।

जंगल महल जिला के कई जमींदार और राजाओं ने ईस्ट इंडिया कम्पनी की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन धालभूम के राजा ने अस्वीकार कर दिया। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने मेदनीपुर और जामबोनी पर कब्जा कर ही लिया था। लेफ्टीनेंट फर्गुसन ने जामबोनी होते हुए घाटशिला पर चढ़ाई कर दी लेकिन इसके पहले ही धालभूम राजा ने मेदनीपुर, जामबोनी से धालभूम (घाटशिला) आनेवाले रास्तों में अपना फौज खड़ा कर दिया था। कम्पनी फोर्स के सामने राजा का फौज कमजोर साबित हुआ। राजा को पकड़कर मेदनीपुर भेज दिया गया और उसका भतीजा जगन्नाथ धल को राजा बनाया गया।

धालभूम राजा के संदर्भ में उल्लेख करना इसलिए जरुरी है कि वह चुआड़ विद्रोह से सम्बन्धित है। राजा जगन्नाथ धल का सम्बन्ध ईस्ट इंडिया कम्पनी से धीरे-धीरे बिगड़ते चला गया और राजा ने कम्पनी के आदेशों की अनसुनी कर दी। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने जगन्नाथ धल के किले पर चढ़ाई की और कब्जा कर लिया। इस परिस्थिति में जगन्नाथ धल किला छोड़कर भाग गया और कभी गाँवों में तो कभी जंगलों-पहाड़ी शरण लेनी पड़ी। अंग्रेजों ने जगन्नाथ धल की ज़गह नीमू धल को राजा बनाया।

जून १७७३ में चुआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो के साथ जगन्नाथ धल का ग्राम-पिपला में मुलाकात हुई, चूंकि अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ही फरारी जिन्दगी काट रहे थे और अंग्रेजों के दुश्मन बन चुके थे। दोनों को पकड़ने के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी की पुलिस फोर्स के लेफ्टीनेंट गुडयार जोर-शोर से जगह-जगह छापेमारी कर रहा था। अंग्रेजों ने फरार राजा जगन्नाथ धल को विद्रोही घोषित कर दिया था। इस हालत में जगन्नाथ धल को रघुनाथ महतो से सख्त मदद की जरूरत थी, इसलिए कि चुआड़ विद्रोहियों की भारी भरकम संख्या रघुनाथ महतो के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। इस बीच जगन्नाथ धल और रघुनाथ महतो ने एक दूसरे के साथ मित-मितान का सम्बन्ध स्थापित किया और अंग्रेज शासकों के खिलाफ लड़ने का प्रण किया। गाँव-गाँव में चुआड़ विद्रोहियों का संगठन बन चुका था।

रघुनाथ महतो और जगन्नाथ धल के नेतृत्व में करीब पाँच हजार की संख्या में चुआड़ विद्रोहियों ने धालभूम के राजा नीमू धल के किला घाटशिला में आक्रमण किया, जिससे घाटशिला का राजा और ईस्ट इंडिया कम्पनी का सिपाही भागकर नरसिंहगढ़ में शरण लेनी पड़ी। अब कप्तान फोरविस को भारी-भरकम पुलिस फोर्स के साथ मेदनीपुर से घाटशिला भेजा गया, ताकि विद्रोहियों को खदेड सके। पुलिस फोर्स के सामने विद्रोही टिक नहीं सके और अपने गाँवों, जंगलों पहाड़ों में भागकर शरण लेना पड़ा। घाटशिला प्रखण्ड अन्तर्गत जोड़सा ग्राम के माझिया महतो, बालकु महतो, रांगा महतो, कालचिती ग्राम के आनंद महतो, रघु महतो, जगन्नाथपुर ग्राम के पुकलु माझी, शंकर माझी के साथ दर्जनों की संख्या में ईस्ट इंडिया कम्पनी के फोर्स के साथ लड़ाइ में मारे गये।

उल्लेखनीय है कि चुआड़ विद्रोह शुरु होने के पहले छोटानागपुर क्षेत्र, पटना काउंसिल के अधीन था। लेकिन जंगल-महल जिला में ईस्ट इंडिया कम्पनी सरकार का जैसे-जैसे कब्जा बढ़ रहा था, विद्रोह भी उसी स्वर में बढ़ रहा था। चुआड़ विद्रोह की आक्रामकता को देखते हुए नवम्बर १७७३ में छोटानागपुर क्षेत्र को पटना काउंसिल के नियंत्रण से हटाकर बंगाल प्रेसीडेन्सी के अधीन इसलिए कर दिया गया कि खूद ईस्ट इंडिया कम्पनी सरकार कलकत्ता से अपना शासन चला सके।

धालभूम राजा के किला घाटशिला में चढ़ाई के कई महीनो बाद धालभूम से सटे किचुंग परगना का मुख्यालय गोविन्दपुर (जो टाटा-चाईबासा रोड के बगल में हल्दीपोखर से सात-आठ किलोमीटर की दूरी पर है) में रखे गये पुलिस फोर्स को विद्रोहियों ने घेर लिया और कई पुलिस की हत्या कर दिया जिसमें कप्तान फॉर्बिस को काफी परेशानी उठाना पड़ा। बाद में विद्रोहियों की आक्रामक लड़ाई को देखकर कम्पनी सरकार ने किचुंग परगना पर कब्जा करने का विचार छोड़ दिया और मयूरभंज राजा का वामनघाटी जमींदार के अधीन किचुंग परगना को सौंप दिया गया और धालभूम की ओर से हो रहे आक्रमण को रोकने को कहा। लेफ्टीनेंट गुडयार को पुलिस फोज की दो कम्पनियों के साथ किचुंग परगना और धालभूम में शान्ति बनाये रखने के लिए पुलिस फोर्स भेजी गई। किचुंग परगना के लिए हल्दीपोखर और धालभूम के लिए नरसिंहगढ़ में पुलिस कैम्प बनाया गया। लेफ्टीनेंट गुडयार ने स्थानीय छोटे-वड़े जमींदारों को शान्ति बहाल करने का जिम्मा सौंपा।

जनवरी १७७४ में फसल कटाई के बाद रघुनाथ महतो और विद्रोहीं राजा जगन्नाथ धल ने फिर से चुआड़ विद्रोही सेनाओं को लेकर धालभूम राजक्षेत्र में आक्रमण किया। बहरागोड़ा, नरसिंहगढ़, चाकुलिया, मुसाबनी, डामपाड़ा क्षेत्र के दर्जनों गाँवों में आग लगाकर तहस-नहस कर दिया। इन घटनाओं को देखते हुए हल्दीपोखर के सेनाध्यक्ष सिडनी स्मिथ ने १० अप्रैल १७७४ को मेदनीपुर के रेजीडेंट को सूचना दी कि चुआड़ विद्रोही गाँवों में आग लगाकर तहस-नहस कर रहे है, उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई करना बहुत ही आवश्यक है। विद्रोहियों को दमन करने मे ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार असमर्थ हूइ। अंतत: अंग्रेजों को विद्रोहियों से हार मानकर जगन्नाथ धल को धालभूम का राजा बहाल करना पड़ा (चुआड़ विद्रोहियों की यह पहली जीत थी)। जनश्रुति है कि जगन्नाथ धल पुन: जब राजा बना तो अपने प्रजाओं का लगान लेना कई साल तक बन्द कर दिया था, क्योंकि चुआड़ विद्रोही मुख्यत: किसान थे।

चुआड़ विद्रोह अब सिर्फ धालभूम, नीमडीह, पातकोम, किचुंग पगरना तक ही सीमित नहीं था

बल्कि इसके उत्तर (बड़ाभूम, पुरुलिया, झरिया, पंचेत) और पूर्वी क्षेत्र (मेदनीपुर) राजाओं के अधीनस्थ क्षेत्र में विद्रोह फैल चुका था। मेदनीपुर के प्रधान सेटेलमेंट अफसर जे. जी. प्राईस ने उस वक्त की हालत का वर्णन करते हुए लिखा है जो ''भारत के मुक्ति संग्राम'' पुस्तक में चोआड़ विद्रोह के अध्याय में इस प्रकार है— ''संक्षेप में कहा जा सकता है कि साल के अन्त में सारे जिले का कोई अंचल नहीं बचा, जहाँ विद्रोहियों का हमला न हुआ हो। इससे अधिकारियों की मानसिक हालत कैसी हो गई थी, यह इसी से समझा जा सकता है कि रात में मेदनीपुर शहर के रास्तों में पहरा देने के लिए पूरा साल सेना नियुक्त रही।''

रघुनाथ महतो के नेतृत्व में १८ मई १७७४ को बड़ाभुम से करीब २५-३० कि. मी. दूरी में बाघमुण्डी पहाड़ में अपने विद्रोही साथियों के साथ छिपे होने की खबर जैसे ही लेफ्टीनेंट गुडयार को मिला, वह अपना पुलिस फोर्स के साथ उन्हें पकड़ने के लिए चल पड़ा और विद्रोहियों को पकड़ ले। पुलिस फोर्स की गोलीबारी से विद्रोही भाग खड़े हुए, कई पकड़े गये और कई मारे गये। इस लड़ाई में बड़ाभूम का राजा ने लेफ्टीनेंट गुडयार को साथ दिया विद्रोहियों को दबाने में सफलता मिली। विद्रोही के पास तीर-धनुष, फरसा, बरछा, बल्लम होता था जिससे वह युद्ध करते थे। अंग्रेज शासक रघुनाथ महतो को पकड़ने के लिए भरसक कोशिस करता रहा, लेकिन वह पकड़ से बाहर था। विद्रोहियों की रात में सभा होती थी। विद्रोहियों ने सैकड़ों गाँवों पर अपना कब्जा जमाते हुए तहसीलदार कार्यालय और थाना पर आक्रमण करते और जलाते हुए झरिया की ओर आगे बढ़ा।

२५ जुलाई की रात दामोदर नदी पारकर रघुनाथ महतो ने झरिया राजा के क्षेत्र में चढ़ाई कर दी। ईस्ट इंडिया कम्पनी फौज ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए तुरंत कदम उठाये। विद्रोहियों की योजना से लोहा लेने का प्लानिंग किया। रात को राजा के बैरक नें हमला किया, लेकिन असफल होकर पीछे लौटना पड़ा। रगुनाथ महतो ने हार नही मानी। इन्होनें विद्रोहियों के साथ दामोदर नदी किनारे एक सभा की और अगला आन्दोलन के लिए तैयार रहने को कहा। रघुनाथ महतो की सेना में लगभग पाँच हजार की संख्या में विद्रोही सामिल थे। इनके पास तीर-धनुष, टांगी, फरसा, तलवार, बल्लम से सुसज्जित सेना थी। इनलोगों ने सभा में प्रस्ताव पारित किया कि जबतक अंग्रेज हमारी जमीन ज़मींदारों के हाथों सौंपते रहेगी और राजस्व की वृद्धि होती रहेगी, हम किसी भी हालत में स्वीकार नही करेंगे और हमारी जंग जारी रहेगी।

''हमारा जमीन-हमारा राज'' का तारा दिया गया। रघुनाथ महतो के विद्रोही सेना इस्ट इंडिया कम्पनी के खिलाफ लड़ने का शप्थ लिये। कम्पनी की सेना रघुनाथ महतो को पकड़ने के लिए पूरे जंगल-महल जिला में जगह-जगह छोपेमारी की गई। उ समय सड़कें अच्छी नहीं थीं, आने-जाने का साधन उपलब्झ नहीं था, पगडण्डी का सहारा लेना पड़ता था। जंगलों से भरा पड़ा था, जिसके कारण रघुनाथ महतो को पकड़ने में ईस्ट इंडिया कम्पनी की पुलिस को काफी माथापच्ची करनी पड़ती थी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगता था। रघुनाथ महतो के साथ डेढ़-दो सौ लोगों का एक लड़ाकू दस्ता होता था, जो हथियार से लैस होते थे। इस लड़ाकू दस्ते के चलते अंग्रेज पुलिस भी हिम्मत नही कर पाती थी।

१७७६ तक चुआड़ विद्रोह का एक केन्द्र सिल्ली और झालदा के बीच में बना था। विद्रोहियों का अगुवाई झगडू महतो और डोमन भूमिज करते थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी के पुलिस ने झगडू महतो को एक बार गिरफ्तार कर काशीपुर जेल में कैद कर रखा था फिर उन्हें आन्दोलन न करने की चेतावनी टेकर छोड़ा गया। झगडू महतो कम्पनी के पुलिस की बात कहाँ माने वह तो रघुनाथ महतो के विद्रोही सेनाओं का प्रमुख नेता बन चुका था। एक बार झालदा के पास विद्रोही और ईस्ट इंडिया कम्पनी के पुलिस में लड़ाई हो गई। लड़ाई में झगडू महतो मारा गया। झगडू महतो के मारे जाने की सूचना पाकर विद्रोहियों और ग्रामीणों की संख्या जब घटनास्थल पर वढ़ने लगी तो पुलिस डोमन भूमिज को कैद कर अपनी जान बचाते हुए पुरुलिया की ओर भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद यह लड़ाई सिल्ली, सोनाहातु, बुण्डू, रामगढ़ की ओर बढ़ने लगी।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासकों को लगा कि जंगल महल जिला चुआड़ विद्रोहियों के कब्जे में चला गया है। जगह-जगह विद्रोहियों की अंग्रेज सिपाहियों के साथ मुठभेड़ होती रही। लोग मरते रहे और कहीं न कहीं मुठभेड़ की समाचार आती रहती थी। इस वीच ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासकों ने घोषणा की कि जो कोई भी रघुनाथ महतो के साथ शामिल होगा उसे मौत का दण्ड दी जायेगी। इधर कम्पनी शासक भी झुकने को तैयार नहीं हुए और न ही रघुनाथ महतो अंग्रेजों की धमकी के आगे आत्मसमर्पण करने को तैयार हुए। महतो ने लड़ाई को जारी रखने के लिए विद्रोहियों से आहवान किया। चुआड़ विद्रोह की विशेषता यह थी कि जैसे ही एक हिस्से में विद्रोह दबाया जाता था, वैसे ही दूसरे

हिस्से में भी स्वत: विद्रोह खड़ा हो जाता था। विद्रोहियों के आक्रमण का निशाना में जमींदार, तहसीलदार और ईस्ट इंडिया कम्पनी के सिपाही थे।

भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्ज ने विद्रोह थमता नहीं देखकर छोटानागपुर खास, जंगल-महल और रामगढ़ जिला के तत्कालीन कमिश्नरों से रघुनाथ महतो और विद्रोहियों से बातचीत कर समस्ता का समाधान करने का आदेश दिया।

गवर्नर जनरल ने आदेश दिया कि उन पर किसी तरह का टमनात्मक कार्रवाई नहीं हो। लेकिन जमींदारों ने गर्वनर जनरल की बातों को नहीं मानने के लिए कमिश्नरों पर दबाब बनाया। जमींदारों ने किसी भी परिस्थिति में रघुनाथ महतो और विद्रोहियों का आन्दोलन दबाने की कोशिया की। ५ अप्रैल १७७८ का दिन था, जब ईस्ट इंडिया कम्पनी के पुलिस को पता चला कि रघुनाथ महतो अपने दल-बल के साथ झालदा के आसपास ग्रामीण क्षेत्र से स्वर्णरेखा नदी पार कर राँची (तत्कालीन छोटानागपुर खास) और सिल्ली के बीच जंगल में लोटा गाँव के नजदीक सभा कर रहे हैं और सभा के बाद रामगढ़ की ओर बढ़नेवाले हैं जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के पुलिस बैरक पर हमला करेंगे। पुलिस फोर्स ने सभा स्थल में ही रघुनाथ महतो को घेर लिया और वह पुलिस का शिकार हो गये। सभा स्थल में पुलिस की गोलीबारी से दर्जन भर लोग मारे गये, सैकड़ों लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। रघुनाथ महतो के नेतृत्व में करीबन दस साल तक आन्दोलन चला लेकिन उनके शहादत के बाद भी चुआड़ विद्रोह १८०४ ई० तक चलता रहा और समय-समय पर इस विद्रोह को कई नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया।

भारत देश के प्रथम क्रान्ति वीर अमर शहीद रघुनाथ महतो का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत, त्याग और अंतिम आत्माहुति की ज्वाला कालान्तर में विभिन्न आन्दोलनों, क्रान्तियों, विद्रोहों का प्रेरणास्रोत बना और न सिर्फ झारखंड, न भारतवर्ष पूरे दुनिया के स्वतंत्रता आन्दोलन में अग्रतम गाथा के रूप में रघुनाथ महतो का बलिदान चिरस्मरणीय रहेगा।

आज जब झारखण्ड एक राज्य के रूप में अपनी सांस्कृतिक अस्मिता, भौगोलिक अस्तित्व, सामाजिक पहचान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रकटीकरण हेतु प्रस्तुत एवं अग्रसर होने को तत्पर है। ऐसे में चोआड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो के जीवन चरित्र, उनके संघर्ष और उनके बलिदान को याद कर अपनी महान स्वाभिमानी स्वतंत्रताप्रेमी पूर्वजों के प्रति कृतज्ञचा एवं आभार की अभिव्यक्ति हमारे निश्चय को दृढ़ता और संघर्ष को नवीन सुरती प্রदান करता रहेगा।

মানভূমের বীর শহীদ রঘুনাথ সিং মাহাত

ডাঃ সুজিত মাহাত

পিতা কাশিনাথ মাহাত ও মাতা করমী দেবী মাহাত, ১৭৭৮ সালে ৫ই এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়। রঘুনাথ মাহাত সাথী বুলি মাহাত, গুঞ্জন মাহাত সংগ্রামীরাও মারা যান, দুষ্ট চক্রীয় চক্রান্ত ভারতের ইতিহাসের পাতায় স্থান হয় নাই।

রঘুনাথ মাহাত সংগ্রামী জীবন শুরু করেন অসহায় নিরীহ গরীবদের রক্ষা করা ব্রিটিশ ও মহাজনদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানো নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে কুড়মী সমাজকে সুরক্ষিত করা। প্রকৃত বীরের হৃদয় হয় লোহার থেকে মজবুত, বিজলির থেকে তীব্র তাঁর মাঝে সবগুনই ছিল, তাঁর মনের দৃঢ়তা ব্রিটিশ শাসনকে হিলাই দিয়েছিল, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই হল "চুয়াড় বিদ্রোহ" তৎকালীন সময়ে সমস্ত কুড়মি ভাইদের সংগঠিত করে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়ে ছিলেন সমস্ত দক্ষিণ বিহার, ওড়িষ্যা, বঙ্গ প্রভৃতি জায়গায়। নিঃরন্য অভুক্ত মানুষদের সঙ্গে নিয়ে বিপ্লবকে সফলতা দেওয়ার জন্য মানভূমে প্রতি গ্রামে ডি, ডিহাতে ছট বড় সভা, মিটিং মিছিল করে জন জাগরন করে অস্ত্র ধারন করে বিদ্রোহের প্রস্তুতি করেছিলেন। রঘুনাথ মাহাত এক জন নবযুবক মৃত্যুকে পরোয়া না করে বাহির হন ঘর থেকে তাঁর বিপ্লবকে হীন চক্রান্তকারীরা সম্মান দেওয়া তো দুর তাঁর আন্দোলনকে খুব কুরুচিপূর্ন কথা "চুয়াড় আন্দোলন" বলে আখ্যায়িত করেছে। দেশমাতাকে সেবা করা যার পন। রঘুনাথ মাহাত তাঁর শরীর কাঠামো শক্ত পোক্ত যে তিনি দক্ষিন বিহারে সমস্ত জায়গা পায়ে হাঁটে ঘুরতেন যার ফলে পুরা মানভূমে বিদ্রোহের আগ্নেয়গিরি তৈরী করতে পেরেছিলেন।

রঘুনাথ সিং এর রক্তে প্রতিটি কনাই কনাই লিখা ছিল বিপ্লব তাঁর গ্রামে গনঠাডি বা আশপাশে এখন কথিত আছে যে, একদিন কোন এক জন জ্ঞানীগুনী তাঁর ঘরে এসেছিলেন সেই ভদ্রলোক রঘুনাথ সিং কে প্রশ্ন করেছিলেন তুমি বড় হয়ে কি করতে চাও? রঘুনাথ সিং ধড়াক করে উত্তরে বলেছিলেন বড় হয়ে আমি ইংরেজ তাড়াবো। ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি অবাক হয়ে গেলেন, বাল্য অবস্থা থেকে ফিরিঙ্গীদের প্রতি ঘৃনা ছিল। রঘুনাথ মাহাত ইংরেজ মুক্ত আদিবাসী সমাজ চেয়ে ছিলেন যেখানে কোন শোষন নামক জিনিস থাকবেক না থাকবেক সমানাধিকার তাই তাঁর ডাকে হাজার হাজার মানুষ জীবন বলিদান দিতে প্রস্তুত ছিলেন যে কুড়মী সমাজের দাসত্ব মেনে নেওয়া অসম্ভব তাদেরকে দাসত্ব করতে বলাই মহাবিপদ, ইংরেজদের জমির খাজনা ও বিভিন্ন প্রকার কর আরোপ ওর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল সমস্ত কুড়মী সমাজ যার মহান নায়ক ভগবান তুল্য রঘুনাথ সিং মাহাত, ১৭৬৫ সালে শুরু হয় ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম চলতে থাকে, দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে রঘুনাথ মাহাত জঙ্গী আন্দোলনে কাঁপে গেল ইংরেজ । ইংরেজদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত হতে থাকল। ইংরাজরাও খেপে গেল পালটা বদলা নিতে পরিকল্পনা করল রঘুনাথ সিং কে গ্রেপ্তার করে ফাঁসী কাঠে ঝুলাতে হবেক রঘুনাথ সিং পরিকল্পনা করলেন তৎকালীন রামগড় থানার দারোগাকে ইহ লীলা সাঙ্গ করে তার অত্যাচারকে খতম করতে হবেক। সেই মতাবেক যোজনা করে জঙ্গল হয়ে পায়ে হেঁটে হাজীর হলেন রাঁচী জেলায় লটা গ্রামের ঘন জঙ্গলে তিনি বিশ্রাম নিতে থাকেন, তার আগেই গুপ্তচর খবর দেয় ইংরাজকে ইংরেজ সৈনিক অতর্কিত ভাবে আক্রমন করে পর পর গুলি চালাই রঘুনাথ মাহাতকে, তিনি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন। ১৭৭৮ সালে সেই মহান বিপ্লবীর মৃত্যুতে পুরা মানভূম জুড়ে চুয়াড় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশকে তাড়াবার প্রথম লড়াই বিপ্লবের তলোয়ারকে পাথরে শান দিয়ে তীক্ষ্ণ করতে হবেক, ইংরাজকে খবর দেওয়া গুপ্তচরকে মৃত্যুদন্ড দিতে হবেক তাকে চিহ্নিত করে বর্তমান ঝালদা থানার মাহাত মারা গ্রামে তাকে হত্যা করা হয়, তারপর থেকে এই গ্রামের নাম হয় মাহাতমারা। বিদ্রোহের আগুন শিখাকে ইংরাজ ফিরিঙ্গি দমাতে পারে নাই কোন সরকার পারবেক নাই, দেশকে স্বাধীন করা শোষনমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর রঘুনাথ সিং আমাদের যে ঐতিহ্য তুলে দিয়ে গেছেন তা ভাবী প্রজন্মের মানুষদের রক্ষা করতে হবেক, তাঁর জীবনের মূল্য আর আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবেক। আজও কুড়মী সমাজের আর্ধেক বেশী মানুষ , নিরক্ষর, দরিদ্র, গরীব, চিকিৎসা, ন্যায় বিচার, জীবন সুরক্ষা মত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। যুবা শক্তি পথভ্রষ্ট, অপরাধের প্রান দিন প্রতিদিন বাড়ছে। বেকারত্ব ও কৃষিক্ষেত্রে সরকারী অনীহা, সে ব্যবস্থার চালু না করা, সরকারী মদের ভাটী নেশাখোরী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে-

"উনকে বলিদানোঁ কি চর্চা ভি নহি,
জলতে থে জিনকে খুন সে চিরাগ বতন
আজ জগমগাতেঁ হ্যায় মকবরে উনকে
জো চুরাতে থে শহিদোঁ কে কফন।"

ব্রিটিশ বিরোধী গন আন্দোলনে কুড়মি জাতির ভূমিকা

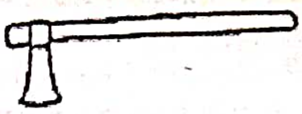

সঞ্জীব মাহাত

প্রস্তাবনা

অরন্য ও পর্বত শঙ্কুল বৃহত্তর ঝাড়খন্ড অঞ্চল মূলতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত জনপদ। এই জনপদের মূল জন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অন্যতম হলো কুড়মি,সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, শবর খেড়িয়া সহ নানা জনজাতি। আদিবাসীরা শান্তিপ্রিয় কিন্তু অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। ইতিহাসের আদিমতম কাল থেকে এরা এদের সমাজ শাসন বিধি, ভূমি ব্যবস্থা, ভাষায়িক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রথাগত ঐতিহ্যে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। ভৌগলিক দুর্গমতা ও আদিবাসীদের স্বাধীন চেতনার জন্যই সম্ভবত মুঘল যুগ তথা ইংরেজ শাসনের পূর্বকাল পর্যন্ত এদের অধীনতা স্বীকার করাতে পারেনি কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পর থেকেই রাজশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে দারোগা পুলিশ, দালাল , টাউট, সুদখোর মহাজন, ব্যবসায়ী এবং বহিরাগত প্রশাসনিক কর্মচারী বাঙালী, বিহারী ও ওড়িয়া দিকু সংস্কৃতির মানুষ জন। এই সময় থেকেই মূলবাসী মানুষেরা ক্রমশঃ কোনঠাসা হতে থাকে বিশেষ করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভাষায়িক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এরা ক্রমশঃ বিপন্ন ও আগ্রাসনের শিকার হতে থাকে। ফলতঃ এই সকল বিভিন্ন কারনে মূলবাসী মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে এবং সংগঠিত ভাবে বিভিন্ন সময়ে তা বিদ্রোহের রুপ ধারন করে। এই সকল গন আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম হলো রঘুনাথ সিং মাহাত, তিলকা মাঝির আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, মেড়ি আন্দোলন, বীরসা মুন্ডার আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ, নীলচাষীদের বিদ্রোহ সহ নানা গন আন্দোলন। আদিবাসীরা তাদের প্রথাবদ্ধ আদিম অস্ত্র-শস্ত্র সম্বল করেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং দিকুদের বিরুদ্ধে বার বার সংগ্রামে আছড়ে পড়েছে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ এর মতই। সে সকল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অমর বীর শহীদ রঘুনাথ সিং মাহাত, তিলকা মাঝি, সিধু,কানহু, চাঁদ, ভৈরব, বীরসা মুন্ডা, কঁকা মাঝি, কালিয়া মাহাত, গোবিন্দ মাহাত, চুনারাম মাহাত, সহদেব মাহাত, শীতল মাহাত, গনেশ মাহাত, গোকুল মাহাত, এর মত বীর সৈনিকেরা।

প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৫)ঃ— ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী আদায় করেন। সেই রাজস্ব আদায়ের প্রভাব ব্যাপকভাবে কুড়মি জনজাতির উপর পড়ে। একটি পরিসংখ্যানের সাহায্যে ব্যাপারটি সহজে অনুমেয় যে, ১৭৬৫ সালে মহম্মদ রেজা খান ৩০,০০০ টাকা খাজনা ধার্য্য করেন কিন্তু মাত্র ৫,৯৬৯ টাকা সংগৃহীত হয়। ইংরেজরা সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মানবাজারের রাজা হরিনারায়নের সঙ্গে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত করেন। গঞ্জন মাহাত এই আন্দোলনের শিখাধ্বজ বহন করেন। ইংরেজরা অমানুষিকভাবে রাজস্ব আদায়ের কাজ শুরু করলে বরাভূম, মানভূম, শিলদা, ধাধকি, ডোমপাড়া, ফুলকুসমা, ভেলাইডিহা, ঘাটশিলা, শিখরভূম প্রভৃতি এলাকার জমিদার ও কুড়মি প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষনা করেন যা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে "প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ" নামে পরিচিত। শব্দ প্রয়োগের নিরীখে বিচার করলে বিদ্রোহ যেন অসভ্য ও বর্বর জাতির সংগ্রাম কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তা ছিল জমিরাজস্বের প্রতিবাদে কুড়মি জাতির প্রথম বীরোচিত সংগ্রাম। সেই সময় মেদিনীপুররের রেসিডেন্ট ভ্যানমিটার্ট । তিনি লেকটেল্যাটের পরিচালনায় তিন কোম্পানি ও ক্যাপ্টেন ফোরবসের পরিচালনায় তিন কোম্পানী সৈন্যদল পাঠিয়ে কুড়মি জাতির উপর ত্রাস সৃষ্টি করেন। অপরদিকে মরগ্যানকে দুই কোম্পানী সৈন্যসহ ধলভূমগড়ে পাঠিয়ে ঘাটশিলাতে ব্যাপকভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেন। মরগ্যান জমিদারকে ধরতে ব্যর্থ হলে তাঁর সর্দারদের নিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। একসময় মরগ্যান রেসিডেন্ট ভ্যানমিটার্টকে লিখেছিলেন— "আমার ইচ্ছা করে তার মাথাটা কেটে দুর্গের প্রবেশদ্বারে ঝুলিয়ে দিতে। জংলিগুলো আ দপেই যুদ্ধ করতে জানে না, তারা এক ঝাঁক বোলতার মত বেরিয়ে তীর ছুঁড়ে হুল ফোটাবার চেষ্টা করে, দূরে দূরে থাকে বলে ওদের কাউকে হত্যা করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।"

অন্য এক সার্জেন্টকে পাঠানো হয় চাকুলিয়ার জমিদারকে বন্দি করার জন্য কিন্তু রাস্তাঘাটে গাছ ফেলে ব্যারিকেড তৈরী করা হয় যা পরিস্কার করতে অর্ধেক গোলাবারুদ ফুরিয়ে যায়। ব্রিটিশদের সেনাদপ্তর নরসিংহগড়েও বিদ্রোহীরা বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে। বিদ্রোহীকে ধরতে না পারার জন্য ইংরেজ সৈন্যরা প্রচন্ডভাবে গুলি বর্ষন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও প্রজারা খাজনা দিতে অস্বীকার করে, বরং তারা বেশি করে ব্রিটিশ সরকার সুকৌশলে প্রজাদের গরু, মহিষ ও গবাদি পশুকে সুবর্নরেখারা নদীর দক্ষিনে নিয়ে এসেছিলেন।

মর্গ্যান অত্যন্ত জেদী সেনাপতি ছিলেন। তিনি ফুটো নৌকার সাহায্যে তিন কোম্পানী সৈন্য নিয়ে অশ্বারোহী দলকে সংগঠিত করে বিদ্রোহীদের উপর আক্রমন চালান। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ পরিস্থিতি অনেকটা সুবিধা হয়েছিল। এই ভাবে ব্রিটিশ রাজরা একের পর এক অভিযান চালিয়ে প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ অনেকখানি দমন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৭৬-৭৭)

প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহের ধারা প্রশমিত হলেও ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রজাদের কাছ থেকে অধিক পরিমানে ফসলের রাজস্ব আদায় করতে শুরু করেছিলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে জমি জরিপের কাজ আরম্ভ হলেও ব্রিটিশ বিরোধী কৃষক বিদ্রোহের জন্য তা ফলপ্রসূ হতে পারেনি। ইংরেজদের অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতির প্রতিবাদে সিংভূম, পাতকুম, ঝালদা, হেঁসলা, বারান্দা, তামাড় প্রভৃতি জায়গায় বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। রঘুনাথ সিং মাহাত এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। তিনি ইংরেজদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোযনা করেছিলেন। তিনি নাছোড়বান্দা মনোভাব নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে গিয়েছিলেন। তার একটাই লক্ষ্য ছিল কুড়মি জাতির জমিজমা বাজেয়াপ্ত না করা ও অর্ধেক চড়াহারে রাজস্ব আদায়ে ইংরেজদের বাধা দেওয়া। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত রঘুনাথ সিং মাহাতকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ফাঁসির কাঠে মৃত্যুবরন করতে হয়েছিল। কিন্তু রঘুনাথ সিং মাহাতর সংগ্রামের ইতিহাস আজও ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় পায়নি। তিনি কুড়মি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহিদের মর্যাদায় ভূষিত হয়ে আছেন যার সংগ্রামী মনোভাব পরবর্তীকালে অনেক বিপ্লবী ও বিদ্রোহী দের অনুপ্রানিত করেছিল। বাংলায় ক্ষুদিরাম বসুর নেতৃত্বে যে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন হয়েছিল তার সোপান ও বীজ রঘুনাথ সিং মাহাত অনেকদিন আগে বপন করেছিলেন। এমনি কুড়মি জাতির সংগ্রামশীলতায় মুগ্ধ হয়ে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ফুলকুসমার ছেঁদাপাথরে অস্ত্রশিক্ষার কেন্দ্র গঠন করে ছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের নতুন আইনের ফলে প্রজারা নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন সময়ে কোম্পানীর কালেক্টর, অনুচরবৃন্দ ও সুদখোর মহাজনরা প্রজাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ শান্তি কেড়ে নিয়েছিল। জমিদারদের গ্রেপ্তার, জমিবন্ধক ও জমি বিক্রি ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। কোম্পানীর লোকজনের কাছে লাঞ্ছনা, পৈত্রিক জমি নিলাম, মরগেজ প্রভৃতি চরমে পৌঁছেছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পঞ্চকোট, রাইপুর, বিষ্ণুপুর, বরাভূম, মানভূম, সুপুর, বাঘমুন্ডি ও অম্বিকানগর প্রভৃতি স্থানে কৃষক বিদ্রোহের আগুন বেড়েই চলছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে খাজনা মিটানোর দায়ে ৮৭ টি মৌজা পঞ্চকোট রাজের হাত থেকে নিলামে চলে যায়। কৃষকদের দ্বারা কর্মচারীদের হত্যা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন।

এই অসহনীয় পরিস্থিতি স্থিতিশীল করার জন্য ইংরেজ সরকার ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের (২২) XXII ধারা অনুসারে পুলিশী শাসন ব্যবস্থার উপর জোর দেন কিন্তু ইতি পূর্বে যারা কুড়মি অধ্যুষিত এলাকায় জমির ভোগ দখলে ব্যস্ত ছিল তা ইংরেজরা দখল করেন। জমি ফেরতের আশায় প্রজারা বিদ্রোহ করেন ও শেষ পর্যন্ত অগনিত সরকারী কর্মী নিহত হয়েছিলেন। বিদ্রোহে মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় পরিব্যপ্ত হয়েছিল। জমিদারেরা বিদ্রোহীদের আক্রমনে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিলেন। ইংরেজরা রানী শিরোমনির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। এই অবস্থায় কুড়মি জাতির সঙ্গে মাল, বাগদি, বাউরি, কুমার, তেলি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জাতি আন্দোলনে অংশগ্রহন করেছিলেন।

নীলবিদ্রোহ (১৮৬০-৬১)ঃ— ইংরেজ শাসকরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বদ্ধ পরিকর কিন্তু ভূমিপুত্ররা এই ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পর থেকে তাঁরা বিভিন্ন সময় ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য জনমুখী আন্দোলনের পথ অবলম্বন করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে নীল চাষ শুরু করেছিলেন। উক্ত কোম্পানীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ইংলন্ডে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ও নীল রঙের পোযাক নাবিক ও নৌ সেনানীর জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবহার করা। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সনদ আইনের দ্বারা ব্যবসার ক্ষেত্রে কোম্পানীর অধিকার লোপ পায়। ফলে ইংরেজরা বাংলার জনসাধারনকে দিয়ে নীল চাষ শুরু করেন। কুড়মি অধ্যুষিত এলাকার অনেক মানুষ নীল চাষে সামিল হয়েছিল।

নীলচাষীদের উপর দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, লাঞ্ছনার অত্যাচারে কুড়মি প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। বরাভূম, বেলপাহাড়ী, শিলদা, ভীমপুর, চাঁদড় সহ মানবাজারের বরো থানার নলকুঁড়ি গ্রামে ও নীল কুঠির অস্তিত্ব প্রমান পাওয়া গিয়েছিল। গোকুল মাহাত ও অপরাপর বিভিন্ন কুড়মি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা আন্দোলনে জড়িয়ে ছিল। একটি গানের মাধ্যমে ইংরেজদের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহজে অনুমেয় যে—

" নীল লোটা ক্যাটে ক্যাটে
হাথ গেল ফ্যাটে হে
বাবুর বাপ বাবুর বাপ
দেন টুকু কাঁচা হল্যদ বাঁটে।
মিনার মাঞ গো মিনার মাঞ
টুকু ফুরসৎ নাঞ—
হপকী সাহেবের চাবুক বনবনাছে
সপাং করে পড়ছে এখন ঘাড়ে।"

নীলচাষে কুড়মি প্রজারা দরদ দিয়ে পরিশ্রম করলেও সামান্য কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ইংরেজরা চাবুকের ঘা মেরে তাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ঔষধ বলতে ছিল কাঁচা হলুদের নির্যাসের রস যা তাদের ব্যথা বেদনা উপশম করতে সহায়তা করত। কুইলাপাল, ধারাগিরি, লাখাইসিনী, দামপাড়া, ওরপা, পীরটাঁড়, তোপচাঁচি প্রভৃতি এলাকার মানুষদের অবস্থা ছিল নিতান্তই শোচনীয়। প্রজারা বিদ্রোহী না হয়ে থাকতে পারেননি। তারা চরমভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন, তাই কথিত আছে যে—

"কৌসঠারে নীল কুঠি
চাষীকে করিল বেঠি
ই চাষ না পারব আর খাটি
জমিদারকে দেখাব হে লাঠি"

জ্বালাময়ী যন্ত্রনা তাদের নিত্য সঙ্গী। কিন্তু তাদের ভাষা ও ভাবে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছিল। আবার নীলচাষে প্রজারা সর্বশান্ত তা একটি গীতের মাধ্যমে জানা যায় যে—

" নীল চাষ জারি হৈল ভারী গো
এখন কি করি
রাজা হঁয়ে লিল জমিদারী
গোকুল মাহাত বড় রাগী
নাগড়াই পিটল অ খাড়ি
এখন কি করি
রাজা হঁয়ে লিল জমিদারী
উদয় তাঁতি অধিকারী
কাঁধে গামছা হাঁথে টাঁগি
চালান হৈল মেদিনীপুর কাছারি"

কুড়মি প্রজারা একের পর এক বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল কিন্তু ইংরেজরা কৌশলে তাদের বশ করেছিল। তাঁরা সশস্ত্রভাবে আন্দোলন করলেও ইংরেজরা তাদের কে জেল হাজত খাটাত।

যাই হোক, নীল বিদ্রোহে যে কুড়মি জাতির অংশগ্রহন ছিল তা ভোরের আলোর মতো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় কিন্তু প্রকৃত প্রমান ও তথ্যের অভাবে নীল বিদ্রোহে কুড়মি জাতির অংশগ্রহন বিস্মৃত হয়ে পড়েছে। প্রকৃত ইতিহাস বলে যে, যে কোন ব্রিটিশ বিরোধী গন-আন্দোলনে কুড়মি জাতির অংশগ্রহন স্বাভাবিক তা নয়; কুড়মি জাতি বিদ্রোহ বা গন-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক মুখ্য ভূমিকা পালন করে কারন তাঁরা প্রতিবাদী হয়ে যে কোন আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সমাজের গতিশীলতার সঙ্গে বিংশ শতাব্দী ইতিহাস অতিক্রম করে একবিংশের দিকে এগিয়ে চলার পথে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কাদের বা তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব অন্য জাতি ও সমাজকে কতখানি প্রভাবিত করেছে তার উন্মোচনের সময় এসে গেছে।

মেড়ি বা মেলি আন্দোলন(১৯১৯)ঃ— ভারতবর্ষের মাটিতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাৎপর্যপূর্ন কারন উক্ত সময়ে যেমন রাওলাট আইন হয়েছিল তেমনি খিলাফৎ আন্দোলন ও পাঞ্জাবের জালিয়ানওলাবাগে নৃশংস গনহত্যা ভারতবাসীদের উপর গভীর প্রভাব পড়েছিল। অন্যদিকে ক্রমাগত ব্রিটিশদের দ্বারা ভারতের মূল নিবাসী অর্থাৎ কুড়মি জাতির জমি অধিগ্রহন, অতিরিক্ত নীলকর আদায় ও জোরপূর্বক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগদান প্রভৃতি কারনে এক সংগঠিত ও সম্মিলিত আন্দোলন হয়েছিল যা কুড়মি জাতির ইতিহাসে 'মেড়ি' বা 'মেলি' আন্দোলন নামে পরিচিত।

মেড়ি আন্দোলন মূলত উড়িশ্যা রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ জেলার বেতনটি, চিতড়া প্রভৃতি এলাকাতে হলেও মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর ব্লকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। ভীম মহন্ত ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ময়ূরভঞ্জের নিশ্চিতা গ্রামের ভরত মাহাত, কুশল মাহাত, পূর্ন মাহাত প্রভৃতিদের দীপান্তর হয়েছিল। অনুমানিক ১,০০০ জন বা তার বেশি লোকের দীপান্তর হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বিদ্রোহীদের মধ্যে বিচারে কালিয়া মাহাত, কঁকা মাঝি, রামেশ্বর সিং মুন্ডা ও রিদু কোল কামার এই চারজনকে প্রকাশ্যে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। এছাড়া আন্দোলনের কারনে আরোও ৩৭ জনের যাবজ্জীবন ও ৯৭৭ জনের বিভিন্ন মেয়াদী জেল হয়েছিল। আন্দোলনের তীব্রতার কথা প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয় যে—

" আইস সবাই মেড়ি হব
হামদের ঠাঁইটা ব্যাছে লিব
স্বাধীন দেশে কাকে বা ডর
ধর ধনুশ্বর
জাইতের লাগি হব আগবর"।

উপরের উদ্ধৃতিটির মাধ্যমে পরিস্ফুট যে, কুড়মি জাতি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তীর ধনুক নিয়ে প্রতিবাদ করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

মেড়ি আন্দোলনে ব্রিটিশরাজরা কুড়মি প্রজাদের উপর অমানুষিক ভাবে নির্যাতন ও অত্যাচার চালাত। তাই গীতে কথিত আছে যে—

" হাতে কড়ি পায়ে বেড়ি

সগড়

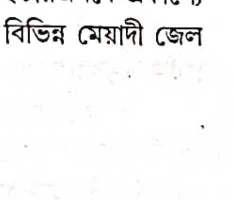

কমরে বাঁধলাঞ দড়ি
নয়ন সিংকে নিয়ে গেলেন
ছাগলেরি পারা
দুনয়নে বহে ধারা"।
কঁকা মাঝি রাজেন্দর
কালিয়া মাহাত মন্ত্রীবর
ঝুলাইঞ দিলেন বড় জইড় গাছে
জেসন জড়া পায়রা।।
দুনয়নে বহে ধারা
দুঅ গালে বহে লরা।।"

গাছের সঙ্গে বেঁধে ফাঁসি দেওয়া, মারধর করা সেসময়ের যেন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ সরকার কুড়মিদের কাছ থেকে জমিজমা, টাকা-পয়সা, ধনে প্রভৃতি আত্মসাৎ করেছিল তা গীতের মাধ্যমে প্রমান পাওয়া যায় যে—

" ময়ূরভঞ্জের বনখঁড়ি
ভুলে গেলি বাঘমুড়িরে
গুঁদুরিয়া টাঁড়ি রে
মারা গেল কত শত
বঁহে গেল কত রক্ত
বুঢ়া বুলুং নদী
মটরে মটরে লিল লাদি
জমি লিল বাড়ী
ধান চাল লিল রে
টাকা লিল পইসা লিল
ঘর লিল দুয়ার লিল
আরই লিল মান রে
বনখঁড়ি পাটনে দে সান রে"।

শত শত মানুষ শহীদ হয়েছিল, কেউবা আহত হয়েছিল কিন্তু তাদের ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায় ম্লান হয়ে আছে। মেড়ি আন্দোলন ব্রিটিশদের কায়েমী স্বার্থে আঘাত হেনেছিল ও কুড়মি জাতি তাদের স্বাধীন চেতা, আত্মত্যাগ, ভূমিরক্ষা প্রভৃতি গুনের পরিচয় দিয়েছিল।

আইন অমান্য আন্দোলন(১৯৩০)ঃ— লবন আইন বিধি ভঙ্গ করে গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথকে সুনিশ্চিত করা যেমন ইতিবাচক পদক্ষেপ ছিল ঠিক তেমনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন কমিশন ভারত সফর আরম্ভ করেছিলেন। এই পরিস্থিতির সাপেক্ষে, 'ছোটনাগপুর উন্নতি সমাজের' নেতারা পৃথক ছোটনাগপুর প্রদেশের জন্য স্মারকলিপি জমা দিলে ভোটের ভিত্তিতে ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারনে হিন্দু ও মুসলিম নেতাদের মধ্যে অসন্তোষের সঞ্চার হয়েছিল। মানভূম জেলাতেও হিন্দু মহাসভার নেতারা তৎপর হয়ে উঠেছিল। পুরুলিয়া জেলার ঝালদাতে লাঠি কুস্তীর আখড়া থেকে সত্যকিঙ্কর দত্ত খুন হলে মানভূমে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল।

এই সময় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মানভূম জেলার ঝালদা থানাতে শহীদ সত্যকিঙ্কর দত্ত কমিটির উদ্যোগে সত্যমেলার আয়োজন করেন। স্থানীয় মানুষরা আইন অমান্য করে সত্যাগ্রহ করার জন্য এগিয়ে আসেন। এই প্রসঙ্গে ঝুমুর গীতের কবি কুঞ্জবিহারী মাহাত লিখেছিলেন—

" গেলি কি রে সত্য, সত্যে রে কাছে,
মায়ের ঋন শোধ করিতে"

কংগ্রেসের জয়োল্লাসে সত্যমেলাতে ঢোকার মুখে সত্যাগ্রহীরা আইন অমান্য করেন। পুলিশ প্রথমে লাঠি চার্জ করে গুলি চালায়। সেদিনের গুলিতে মারা যান গনেশ মাহাত, গ্রাম-চিরুগাড়া, শীতল মাহাত, গ্রাম-চাতমঘুটু, গোকুল মাহাত, গ্রাম-নূতনডি, সহদেব মাহাত ও মোহন মাহাত, গ্রাম-সারম্ব। লোককবি মজু ওরফে মজিব মাহাতর ঝুমুর গীতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে—

" ধন্য ভাই কিঙ্কর, যশকীর্ত্তি রহিল সংসারে তর
কুথা রঙ্গভূমি তর কুথা ঠেঙ্গালাঠি তর
ভাবিয়া মজুয়ার প্রান কাঁন্দে অষ্ট প্রহর
ধন্য ভাই সত্যকিঙ্কর।

গ্রেপ্তার ও কারাদন্ড ভোগ করেছিলেন হরি মাহাত, গোপীনাথ মাহাত, হারাধন মাহাত, ছুটু মাহাত, মনিরাম মাহাত, যুগল মাহাত, কমল মাহাত, কন্ঠিরাম মাহাত, প্রহ্লাদ মাহাত, রমনীকান্ত মাহাত, মন্টু মাহাত, বৃন্দাবন মাহাত, বুধুরাম মাহাত ও আরো অন্যান্য তরুন যুবকেরা। মানভূম জেলার প্রখ্যাত ঝুমুর শিল্পী সৃষ্টিধর মাহাতর কথায়—

" সত্যমেলায় গুলি হল, গোকুল সহদেব শহীদ হল
আর শহীদ হেঁলাঞ গনেশ মোহন শীতল
শুন দেশের ভাই বন্ধুগন
মানুষের স্বাধীনতায় আসল"

আইন অমান্য আন্দোলনের ইতিহাসে কুড়মি জাতি ও সমাজের এক বিরাট আবদান ছিল। এই আন্দোলন মানভূম জেলার মানুষদের উপর এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন(১৯৪২)ঃ— স্যার স্ট্র্যাফোর্ড ক্রীপশের মিশন ব্যর্থ হলে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে সকল সহযোগিতা ও বোঝাপড়া বন্ধ হয়ে গেলে গান্ধীজির নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গান্ধীজি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন। মানভূম এলাকাতে তিনটি শিবির হয়েছিল। ভূতাম গ্রামে প্রথম শিবির, মাঝিহিড়া গ্রামে দ্বিতীয় শিবির ও মেট্যালা গ্রামে তৃতীয় শিবির অনুষ্ঠিত হয় ও তারা সেদিন ধ্বনি দিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিন করেছিল।

উপরের পরিস্থিতিতে সেদিন পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহীদের অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ছিলেন। কুড়মি জাতির মানুষ প্রতিবাদ জানাল; গিরিশচন্দ্র মাহাত, মথন মাহাত, চুনারাম মাহাত, ইন্দ্রনারায়ন মাহাত, গোবিন্দ মাহাত, অবিনাশ মাহাত, মনোহর মাহাত, দশরথ মাহাত, প্রভৃতি ব্যক্তিদের হাজারীবাগ জেলে পাঠানো হয়েছিল। জেল থেকে ছাড় পাওয়ার পরে সত্যাগ্রহীরা জেলাতে ঘুরতে থাকেন। কার্পাস চাষ ও সূতা কাটার জন্য সত্যাগ্রহীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরতে থাকেন। সত্যাগ্রহীদের সাহায্য ও সহযোগীতা করার জন্য পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা ,ধাধকি গ্রামের সুরেন্দ্র মাহাত, কাশীপুর থানার শিউলিবাড়ী গ্রামের দশরথ মাহাত পুলিশের জুলুমের শিকার হন।

বিহারের পটমদাতে আন্দোলনের তীব্রতা দেখা গিয়েছিল। বাঙ্গুড়দা, কুমীর সহ বিভিন্ন গ্রামের সত্যগ্রহীরা মিলে দশ বারো হাজার মানুষ পটমদা থানাতে অভিযোগ দাখিল করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কুমীর গ্রামের লক্ষন মাহত গুরুতর রুপে আহত হন। এমনকি তাঁর একটি পা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল। পটমদার লালডুংরীতে অবস্থিত কাটিন গ্রামের পুলিশ অবজারভেটারী পুড়িয়ে দিয়েছিল ও বাঙ্গুড়দা -কাটিন এর সাহেব বাঁধের রাস্তা কেটে পুরুলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। কুমীর গ্রামে পুলিশ গুলি চালালে পড়াশ্যা গ্রামের বিপ্র মাহাত ও আরো অপরাপর বহু কুড়মি মানুষ মারা গিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে সেপ্টেম্বর সমস্ত মানভূম জেলাতে যে কর্মকান্ড চলেছিল তার বিবরনী দিতে গিয়ে বলেছেন—

"এই সময় মানবাজার, বরাবাজার, বান্দোয়ান এবং পটমদা থানার কর্মীগনের কুমীর গ্রামে (পটমদা থানা) এক বিরাট সমাবেশ হয়। কুমীর গ্রামের লোকেরা এই কর্মীদের আহারাদির সমস্ত বন্দোবস্ত করেন। এই গ্রামবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রী কালীপদ মাহাত, শ্রীধর মাহাত, চন্ডী মাহাত, কন্ঠরাম মাহাত, শ্রীমন্ত সিং সর্দ্দার বিশেষ পরিশ্রম করিয়া ব্যবস্থাদির বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করেন। সমাবেশে প্রায় ২,০০০ লোক উপস্থিত ছিল। সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিল এইখানে সভা শেষ করিয়া পুরুলিয়া শহরে অভিযান করিয়া পুরুলিয়া আদালতে ও অন্যান্য সরকারী অফিস ধ্বংস করার কিন্তু সভা আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে এক গাড়ী ভর্তি সশস্ত্র পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট সহ পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়ে বান্দোয়ান অভিমুখে যাইতেছিল। পুলিশের গাড়ী দেখিয়া সভার লোক উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং অনেকেই হৈ হৈ করিয়া পুলিশের গাড়ীর দিকে ছুটিয়া যায় তখন পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে কুমীর গ্রামের লক্ষন মাহাত, পড়াশ্যা গ্রামের বিপ্র মাহাত, জুড়ন মুদি প্রভৃতি ব্যক্তিদের আঘাত প্রাপ্ত হন। লক্ষন মাহাতর একটি পা কাটিয়া ফেলিতে হয়। কর্মীরা ইহার পরও গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইতে থাকেন। পুলিশও কর্মীদের গ্রেপ্তার করিবার জন্য ব্যাপক তল্লাশী চালাইতে থাকে।"

মানভূম জেলা বরাবরেই স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মানরক্ষার জন্য মানভূমের মানুষ কারাবরন করেছেন, পুলিশের অত্যাচার সহ্য করেছেন ও সর্বোপরি একটি সুনির্দিষ্ট মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে মানভূম জেলা বিশেষ অগ্রনী ছিল। ভবানী মাহাত, মোহিনী মাহাত প্রমুখের বিরত্বের কথা চিরদিন স্মৃতিপটে জাগবে। মহিলারা অত্যাচার, অনাচার, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরবভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কুড়মি জাতির অংশগ্রহন এক স্মরনীয় ও বিবেচিত অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে রাখবে। কুড়মি জাতি ভারতের ইতিহাসের প্রানকেন্দ্র ও নির্দেশক হিসেবে কাজ করে আসছে। কুড়মি জাতির বিদ্রোহ ও আন্দোলন নিছক নয়; তা একটি অধিকার আদায়ের সোপান হিসেবে চিহ্নিত।

তথ্য সূত্র ঃ
১। সংগ্রামী জঙ্গলমহল ও বঞ্চিত পুরুলিয়া- ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাত।
২। ঝাড়খন্ড হাঙ্গামা- কৃষ্ণপদ মাহাত।
৩। পদ্মলোচন মাহাত (চিত্রডা, উড়িষ্যা)।
৪। কিরিটী মাহাত (পাড়া, পুরুলিয়া)।

স
গ
ড়

জাগো কুড়মি

জয় গরাম

বাঁধো জোটি

কিরীতি মাহাত

রচিত ও সম্পাদিত কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কয়েকটি আকর গ্রন্থ

১। ঝুমুর সঙ্গীত ও সাহিত্য - ৫০/- ২। ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার আন্দোলন কি ও কেন? - ১০/- ৩। ঝাড়খণ্ডী ব্লু বুক - ৫/- ৪। কুড়মি জাতি ও কুড়মালি ভাষা আন্দোলন - ৫/- ৫। ঝুমুর ও চর্যাপদ - ১৭৫/- ৬। রিঝামাঠা - ১৭৫/- ৭। নির্বাচিত ঝুমুর সমগ্র - ১৫০/- ৮। ঝুমুর : লোকজীবনের সন্ধান (সিধু-কানহু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত) ২২৫/- ৯। লোকভূমি মানভূম (যৌথ সম্পাদনা) - ৬০০/- ১০। মানভূমের সংস্কার বিচিত্রা (যৌথ সম্পাদনা) - ১০০/- ১১। নির্বাচিত মানভূমি কবিতা (যৌথ সম্পাদনা) - ৬০/- ১২। সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ও কুড়মালি - ২০/- ১৩। জাওয়া ডালি - ২০/- ১৪। আমপাত চিরিচিরি ২০/-

যোগাযোগ

গ্রাম - রামকৃষ্ণপুর, পোঃ- কালুহার, জেলা - পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১২৬

Mob.: 9635303443

জহার মাহা মাঙ

কুড়মি ঐক্য জিন্দাবাদ

জহার বুড়া বাপ

কুড়মি মহা সম্মেলনের সাফল্য কামনায়-

সনাতন মাহাত

জেলা সংগঠক সেক্রেটারি ছাত্র ও যুব

Mob.: 9933965089

বর্তমান কুড়মী সমাজ ও নারী শিক্ষা

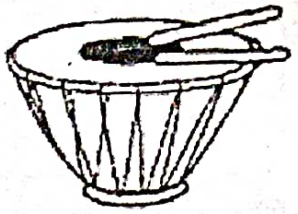

অঞ্জনা মাহাত

প্রথমে আমি একজন কুড়মী মহিলা, পরে আমি যে সমাজে জন্মেছি সেটি একটি আদিম জনজাতি সমাজ। কুড়মী সমাজ হল আদিবাসী সমাজগুলির মধ্যে একটি আদিম জাতি গোষ্ঠী। প্রাচীনকালে এই জাতি শুধুমাত্র চাষ, কৃষি কর্ম নিয়ে থাকত। পরবর্তি ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। কুড়মী সমাজের মানুষজনের প্রথম জীবনে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ছিল না। তার উপর নারী শিক্ষার অবহেলা ছিল আরও চরম অবস্থা। তাই বর্তমান ও কিছুদিন আগেও নারী শিক্ষার কি অবস্থা সেটা আমি সংক্ষিপ্তভাবে জানানোর চেষ্টা করছি।

আমি যে পরিবারে জন্মে ছিলাম, সেই পরিবার দিয়েই শুরু করি । তাহলেই সমাজ চিত্রের বর্তমান ও সামান্য কিছু দিনকার পূর্বের অবস্থা বোঝা যাবে।

আমার বাবা একজন হাইস্কুলের শিক্ষক। আমি একজন শিক্ষকের মেয়ে, আমাদের পরিবারে বাবা, জ্যেঠু, কাকা মিলে চার ভাই ছিল। বড় জ্যেঠু ও শিক্ষক, বাবাও শিক্ষক, কাকুও চাকরি করতেন; তবুও আমরা যারা ঐ পরিবারের মেয়েরা ছিলাম, আমাদের পড়াশুনা যাতে ভাল হয় সে বিষয়ে বাবা, কাকা, জ্যেঠু বা পরিবারের মা, কাকিমা, জ্যেঠিমা ও বাড়ীর দাদাদের তেমন কিছু আগ্রহ ও যত্নকরে লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে দায়িত্ব বোধ দেখা যায়নি। গতানুগতিক ভাবেই আমরা চার বোন জ্যেঠুর প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু করি। ঘরের গরু, ছাগল চরানো বাড়ীর কাজকর্ম করা, স্কুলে যাওয়া, যেমন আর পাঁচটা পরিবারের মেয়েরা যায় ঠিক সেইভাবে। লেখাপড়া হোক বা না হোক এ বিষয়ে তেমন কোন অতিরিক্ত যত্ন দেখা যেত না। এটাই গ্রামের বেশির ভাগ মেয়েদের ছোটবেলার প্রাথমিক শিক্ষা জীবন। জ্যেঠুর বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক পাশ হওয়ার পরেই আমরা বাড়ীতে বাবার হাইস্কুলে চলে যাই। সেখানেও গ্রামীন পরিবেশ ও শিক্ষার প্রতি অবহেলার মধ্যে তথাকথিত মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন শুরু। স্কুলেই দেখতে থাকি সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম শ্রেণী থেকে বান্ধবীদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া এবং বেশিরভাগ মেয়েদের শিক্ষাজীবন অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যাওয়া, এক এক কাহিনী। হারিয়ে যাওয়া কত বান্ধবীর স্মৃতিপট প্রতি বছর শিক্ষাজীবন থেকে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তাই কুড়মী সমাজের মেয়েদের শিক্ষা আজও লাঞ্ছিল, বঞ্চিত, অবহেলিত, অবদমিত, নিষ্পেষিত, তাচ্ছিল্য, না শিক্ষা দেওয়ার বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ, আমরা প্রতি মুহূর্তে দেখতে পায়।

আমার স্কুলের প্রধানশিক্ষক এবং বেশ কিছু সহকারি শিক্ষক কুড়মি সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন কিন্তু কারো মধ্যেই মেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষিত করার অনুরাগ কোনদিন দেখিনি। আমার বাবার উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ ছিল কিন্তু বাইরের সামাজিক চাপ ছিল তার থেকেও বেশি।

প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খেতে খেতে আমার এবং বাবার নিত্যদিনের পথ চলা। বাবার উপর চাপ আসত মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিন না হলে পরে বুঝবেন। এইভাবে আমার অন্যান্য বান্ধবীদের মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল ঃ কাউকে বা প্রাথমিক শিক্ষকের সাথে, কারো বা শিক্ষকের ছেলের সাথে। আর আমার ভাগ্যের পরিহাস এমনই যে আমি থেকে গেলাম। আমার মা বাবার আশির্বাদে এবং বাবার অনুপ্রেরণায় আমি স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে প্রবেশ করলাম। কলেজে পড়াকালীন অনেক সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু সে সময় পাত্রপক্ষ লেহ্য, চোষ্য, গোগ্রাস করার পর বিয়ে করতে রাজী হত না। কারণ হচ্ছে কালো রং, অজুহাত ছিল ঃ 'অন্য সম্প্রদায়ের মানুষজনের সাথে মিশতে পারবে তো?' হাইরে বিধাতা যে সম্প্রদায়ের কাঠামোর কোন ভীত নেই, বেশিরভাগ মানুষজন কালো বর্ণের। সেখানেও প্রতিনিয়ত বর্ণবিদ্বেষের স্বীকার হতে হয়েছে। একজনকেও পাইনি, যারা আমাকে উৎসাহিত করেছে, বরং বাধা দিয়েছে প্রতি পদক্ষেপে। যারা আমার সামনে আসার যোগ্য নই, তারাও সমালোচনা করতে ছাড়েনি।

আর আজ সমগ্র বাধা বিপত্তিকে এড়িয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি। কখনও পি এস সি এর দোর গোড়ায়, কখনও বা ইউ জি সি এর দোরগোড়ায়, কখনও বা এল আই সি এর দোর গোড়ায়, কখনও বা আই বি পি এস এর দোর গোড়ায়, কখনও বা আই আই টি এর দোর গোড়ায় ধাক্কা দিয়েছি। নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রাতদিন পরিশ্রম করেছি। দিনের বেলায় আদালতে কাজ করেছি হাত খরচ চলানোর জন্য। রাত্রিবেলায় সারারাত জেগে পড়াশুনা করেছি কমপিটিটিভ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। কিন্তু কোনদিন ভেঙে পড়িনি। ভরসা, আস্থা, রেখেছি নিজের উপর। আর এই রকম একটা সময়ে উদভ্রান্ত, দিকভ্রান্ত কাণ্ডারীহীন নৌকার মতো ঘুরে বেড়িয়েছি, সেই সময়েই ভগবানের দূত হিসাবে আমার জীবনসঙ্গীর সাথে পথে দেখা হয়ে যায় এবং আমার জীবনের সমস্ত কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়। আমার কালো বর্ণও সাদা হয়ে যায়, উনি আমাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে সমাজের সর্বোচ্চ স্টেটাস দিয়েছেন।

এখন শুধু কুড়মি সমাজ নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুখোমুখী হচ্ছি প্রত্যহ। নিজের শিক্ষার দ্বারা যোগ্য জবাব দিচ্ছি। আমার স্বামীর

অনুপ্রেরনা এবং সহযোগীতায় মাত্র ২৫ দিন বয়সের ছেলেকে নিয়ে আমি ইউ জি সি, এন ই টিই পরীক্ষার মুখোমুখী হই এবং সসম্মানে ইন ল হিসাবে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মজীবন শুরু করেছি। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস দেখুন। এবছর আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরিট লিস্ট এ কোন কুড়মী ছাত্রছাত্রী নেই। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে ছড়িয়ে আছে কুড়মি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন। তাই কুড়মি সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষজন ভাবুন। কোথায় যাচ্ছি আমরা, কোথায় যাচ্ছে আমাদের সমাজ। এর পেছনের কারণটা কী? আমিই বলি এর অন্যতম প্রধান কারণ সমাজে মেয়েদের প্রতি অবহেলা, শিক্ষা গ্রহণ করতে সুযোগ না দেওয়ার, বাল্য বিবাহ, কারণ **"পৃথিবীতে যা কিছু মহানসৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার সৃজিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নয়"।**

তাই ছেলেদের সাথে সাথে মেয়েদেরকেও শিক্ষার সুযোগ করে দিন। স্কুলে, কলেজে, বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিন। কারণ শিশুর পথ চলা শুরু হয় মায়ের হাত ধরে। মাকে অনুসরণ করে, তাঁর শেখানো ভাষা শেখে, তাঁর মতানুসারে নিজেকে গড়ে তোলে। সেই মা ই যদি শিক্ষিত না হয়, পড়াশুনা না জানে, তবে শিশুকে শেখাবেন কিভাবে। সুতরাং মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে ভবিষ্যতে অঙ্গ, অপুষ্ট, অশিক্ষিত, নির্বোধ শিশু ছাড়া কিছুই পাব না আমরা। মেয়েদের অবহেলা করা মানেই অজান্তে ছেলেদেরকেই অবহেলা করা। একটি বাগিচায় দুটি ফুল পাশাপাশি ফুটে কিন্তু একটি ফুল ছেলেদেরকে সুযোগ দেওয়া লেখাপড়া শেখা আর মেয়েদের কে সুযোগ দেওয়া হয় না। তারা সমাজের বেদিতে নাম না জানা ফুলের মতোই ঝরে পড়ে।

সুতরাং নিজের সমাজ, নিজের জাতিকে রক্ষা করতে হলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতেই হবে। বাল্যবিবাহ, পনপ্রথা, বর্ণ বিদ্বেষ, সামাজিক ভেদাভেদ ভুলে এক সমাজ এক জাতি গড়ে তুলতে হবে। যারা শিক্ষিত হয়েছে, তাঁদেরকে হিংসা নয়। অনুকরণ এবং অনুসরণ করতে হবে। এবং যারা শিক্ষিত হয়েছেন তাঁদেরকে বলবো যেন একটু অনুকম্পা, অনুগ্রহ এবং দয়ার হাত বাড়িয়ে দিন। সমাজে শিক্ষাহীনতার কারণে যে সমস্ত পরিবার গুলোতে শিক্ষার আলো পৌছায় নি, সেখানে শিক্ষার আলো পৌছে দিন। না হলে ঃ

"যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে ফেলিবে যে নিচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিবে"।

তাই শুধু চাকরির জন্য শিক্ষা নয়, নিজেকে বিকশিত করা, ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য নিজের অর্জিত সম্পত্তিকে রক্ষা করার জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। কুড়মী জাতির নবজাগরণ স্ত্রী শিক্ষা, ব্যতীত কখনোই সম্ভব নয়। কোন মানুষের একটি অঙ্গ অচল থাকলে যেমন তাকে প্রতিবন্ধী বলা হয়। তেমনি সমাজের নারী,পুরুষ দুইটির মধ্যে পুরুষরা শিক্ষিত হবে আর নারীরা অশিক্ষিত থাকবে। তাহলে সেই সমাজকে ক্রিপিল সমাজ ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে। প্রতিবন্ধী অবস্থায় সমাজ কতদূর ছুটতে পারবে। স্রোতস্বিনী নদী তার স্রোত হারিয়ে ফেললে যেমন কচুরিপানা, টোকাপানা, আগাছায় ভরে যায়, সেইরকম ঃ

"যে জাতি জীবন হারা অসাড়
পদে পদে বাঁধে তার জীর্ণ লোকাচার"।

তাই প্রতিবন্ধী সমাজে সুস্থ এবং সুস্থ সমাজে পরিণত করতে হলে স্ত্রী শিক্ষার, স্ত্রী জাতির নবজাগরণের প্রয়োজন আছে। না হলে আমাদের পলিটিক্যাল ললিপপ্ হয়েই বেঁচে থাকতে হবে। সমগ্র মানব সমাজের সেবক হয়েই থাকতে হবে। কোন দিন সেবা পাওয়ার যোগ্য হতে পারব না আমরা। পরিশ্রম করব আমরা, বসে বসে খাবে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা। অন্য সম্প্রদায়ের মেয়েরা ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমরা আপনার নাহ্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি প্রতিবাদের ভাষা প্রায়শই হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছি না।

অবশেষ তাই একসাথে নারী পুরুযেরা সম্মিলিত প্রয়াসে সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীদেরকে শিক্ষার সুযোগ অবশ্যই করে দিতে হবে। সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার দিতে হবে, না হলে সরকার সংরক্ষন দিলেও যদি বা এম্বুলেন্স এর হাত থেকে রক্ষা পাব না। কিন্তু ক্রিপিল সমাজ নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। তাই সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে-

"না জাগিলে কুড়মী ললনা
এ সমাজ জাগে না জাগে না"।

জয় গরাম

জাগো কুড়মি

বাঁধো জোট

KARAMDEEP AUTO TRADERS

করমদীপ অটো ট্রেডার্স

(মাস্টারের দোকান)

প্রোঃ- সুকমল মাহাত

বি. টি. সরকার রোড, পুরুলিয়া, ৭২৩১০১

ট্রাক্টর পার্টসের জগতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ আপনাদের সেবায় নিয়োজিত। এখানে মাহিন্দ্রা, স্বরাজ, সোনালিকা, মেসি ফার্গুসেন, এইচ.এম.টি., পাওয়ার ট্রাক্টরের আসল যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়।

Mob.: 8348388288 / 9933705272

কুড়মি ঐক্য জিন্দাবাদ

জহার বুঢ়া মাঙ

জহার বুঢ়া বাপ

MAA KALI AUTOMOBILES

Prop. - Padma Lochan Mahato

Sindri (Manbazar Road)
Barabazar, Purulia

Mob.: 9932445399 / 7551886299

জয় গরাম

মা শীতলা মেডিক্যাল হল

প্রোঃ- কল্যাণ প্রসাদ মাহাত

এখানে সকল প্রকার এলোপ্যাথিক, বেবিফুড, পশু চিকিৎসার ও আয়ুর্বেদিক ঔষধের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

সিন্দরী চাষ মোড়, পুরুলিয়া
(চিড়কা গৌরীনাথ ধামের রাস্তায়)

জাগো কুড়মি (জয় কুড়মি) বাঁধো জোট

তিলগোড়া শিব-শঙ্কর

কৃষি ছৌ-নৃত্য পার্টি

রেজিঃ নং - ৬৩৭৩৪
দেশ-বিদেশে খ্যাত ছৌ-নৃত্য পার্টি

পরিচালনায় - ডাক্তার মাহাত
মেনেজার - রসরাজ মাহাত
ওস্তাদ - আনন্দ

গ্রাম - তিলগোড়া, পোঃ-কালাঝোর
থানা-পাড়া, জেলা-পুরুলিয়া

জাগো কুড়মি (জয় কুড়মি) বাঁধো জোট

"সমস্ত কুড়মি এক হও"

উমাকান্ত মাহাত

বিশিষ্ট সমাজসেবী

গ্রাম ও পোঃ- বোরো
থানা -বোরো, জেলা-পুরুলিয়া

Mob.:9002415961

Admission going on 2015
পুরুলিয়া জেলার একমাত্র বৈধ প্রতিষ্ঠান

K.D.M. COLLEGE

OF PARA MEDICAL STUDIES
Traning Institute affiliated by ICAM Kolkata which are recognised by W.H.O.
Institute Regd. Under Govt. of W.B. Regd. No.-S/68443
Office : Jailkhana More (Near Kali Mandir) P.O.&Dist.-Purulia

DIPLOMA DEGREE COURSES

1. R.M.P. - 1 Year
2. BIASM - 2 Year
3. D.M.L.T. - Diploma in Medical Laboratory Technology (1&2 Year)
4. Home Nursing 11/2 Year
   যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরীর সুযোগ
5. A.N.M. - 2 Year
6. X-Ray-E.C.G. - 1 Year
7. Veterinary - 2 Year

যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ বা সমতুল্য

নিজস্ব Laboratory আছে (K.D.M.C. Patho Lab)

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কলকাতা হইতে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা কম্পিউটারের সাহায্যে শেখানো হয়। অফিস সময় - 10.30 A.M. - 3.30 P.M.

Principal
Dr. M.M. Mukherjee

President & Office-in-charge
Dr. Atul Chandra Mahato
Mob.:9933835975

"জয় গরাম"

জাগো কুড়মি

পাঁচো জোট

ঐতিহাসিক কুড়মি সম্মেলনের সর্বাত্মক সাফল্য কামনায় -

বোরো-জারাগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রাম ও পোঃ - বোরো, জেলা-পুরুলিয়া

উপ-প্রধান
সুনীলবরণ মুরমু

প্রধান
গীতা মাহাত

তৎসহ
সমস্ত সদস্য / সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

কুড়মি ঐক্য জিন্দাবাদ

জহার মাহা মাঙ

জহার বুঢ়া বাপ

গৌরাঙ্গ এন্টারপ্রাইজ

গ্রাম, পোঃ ও থানা - বোরো, জেলা-পুরুলিয়া

বিশ্বস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

প্রোঃ - অসিত মাহাত

কুড়মি মহাসম্মেলনের সাফল্য কামনা করি—

SUBARNA NEOGI

বরাবাজার * পুরুলিয়া (পঃবঃ)

জাগো কুড়মি

জয় গরাম

বাঁধো জোটি

TARIT HARDWARE

Prop. - Pradyut Kumar Mahato

All kinds of Hardware goods, Berger Paint, Sanitary, Bathroom fittings, Pipe Fitting, Door & Window Fittings, Fiber Door, Tank etc. available here.

B.T. Sarkar Road
(Near District Libraray, Purulia)

Mob.: 9933457040/9933457042

জাগো কুড়মি

"জয় গরাম"

বাঁধো জোটি

কুড়মি মহাসম্মেলনের সাফল্য কামনা করি—

ভবতোষ মাহাত

(এম.আর.ডিলার)

পিতা - ৺ দত্তরাম মাহাত

গ্রাম - গোলকুন্ডা, পোঃ- মামুড়জোড়
থানা ও জেলা - পুরুলিয়া (পঃবঃ)

Mob.: 9932636254

জাগো কুড়মি

জয় গরাম

বাঁধো জোটি

MANBHUM TIMBER SAW MILL

Prop. - Shyamal Kumar Mahato

All kinds of sawing timber suplier.
Authorised licence holder of forest dept. govt. of w.B.

Licence No. - 01/KSC-II

জাগো কুড়মি
"জয় গরাম"
বাঁধো জোট

লছুরাম মাহাত

বিশিষ্ট সমাজসেবী

গ্রাম ও পোঃ- বোরো
থানা -বোরো, জেলা-পুরুলিয়া

Mob.: 9732355479

জাগো কুড়মি
"জয় গরাম"
বাঁধো জোট

"সমস্ত কুড়মি এক হও"

দেবাশীষ মাহাত

Govt. Contractor & General Order Suppliers

চিরুগোড়া, পুড়দহা, পুরুলিয়া

Mob.: 9734293747

জাগো কুড়মি
জয় কুড়মি
বাঁধো জোট

"সমস্ত কুড়মি এক হও"

মলয় কুমার মাহাত

Govt. Contractor & General Order Suppliers

বুন্দিয়া, দিঘী, পুরুলিয়া

জাগো কুড়মি
"জয় গরাম"
বাঁধো জোট

"সমস্ত কুড়মি এক হও"

ছুটুলাল মাহাত

Govt. Contractor & General Order Suppliers

গ্রাম-নলকুড়ি,পোঃ-কুড়ারবাইদ
থানা - বোরো, জেলা- পুরুলিয়া

Mob.: 9932768704

জাগো কুড়মি

"জয় গরাম"

বাঁন্ধো জোট

মাহাতো বস্ত্রালয়

এখানে বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান এবং নিত্য প্রয়োজনের কাপড়ের বিশস্ত প্রতিষ্ঠান।

বরাবাজার নামোপাড়া, পুরুলিয়া

Mob.: 9586848447

RAKHI BORE WELL

Govt. & Public Tube Well Drilling Done Here

Prop. - N. N. Deogaria

Special in Rock Drilling 4", 6", 8" and all type of Fitting Spare Parts and Sanatiry Items are available here.

At.-Barabazar, P.O.-Barabhum,
Dist. - Purulia (W.B.)

Mob.: 9002117116

কুড়মি মহাসম্মেলনের সাফল্য কামনা করি—

কুঞ্জ মেডিসিন সেন্টার

যাবতীয় খুচরা ঔষধ, বেবিফুড, পশুপক্ষীর ঔষধ ও ভ্যাকসিন বিক্রেতা।

বরাবাজার, বরাভূম, পুরুলিয়া
জয়নগর পাড়া (মেনরোড)

Mob.: 9933766106

Guddu Brick's & Stone Crusher

Prop. - Anup Haliwal

এখানে উন্নতমানের চিমনি ভাটার ইট ও সমস্ত রকম *Stone Chifs* পাওয়া যায়।

At.-Barabazar, P.O.-Barabhum,
Dist. - Purulia (W.B.)

Mob.: 9932991773

জাগো কুড়মি

"জয় গরাম"

পাঁগে জোট

"সমস্ত কুড়মি এক হও"

"কুড়মিক শুভ দিন আউ-এহেঁইক"

নুনিয়া আদিবাসী
কুড়মি সমাজ

রাধানাথ মাহাত
(প্রধান শিক্ষক)
গাড়াফুসড় হাইস্কুল

জাগো কুড়মি

জয় গরাম

পাঁগে জোট

"সমস্ত কুড়মি এক হও"

অধ্যাপক স্বপন কুমার মাহাত
(বলরামপুর কলেজ)

গ্রাম - দুবরাজপুর, পোঃ- পিঠাজোড়
থানা ও জেলা - পুরুলিয়া (পঃবঃ)

Mob.: 9635384043

জহার মাহা মাঙ

কুড়মি ঐক্য জিন্দাবাদ

জহার বুঢ়া বাপ

মা সারদা মেডিক্যাল হল

সুপার মার্কেট, হাটের মোড়

(বড় সবজি হাটের বিপরীতে) রুম নং বি-১৯, পুরুলিয়া

প্রোঃ - শ্রী চুনারাম মাহাত

জাগো কুড়মি
"জয় গরাম"
পাঁচো জোটি

"সমস্ত কুড়মি এক হও"

জলধর মাহাত

Govt. Contractor & General Order Suppliers

Mob.: 9475603969

জাগো কুড়মি
"জয় গরাম"
পাঁচো জোটি

কুড়মি মহাসম্মেলনের সাফল্য কামনা করি—

বিবাহ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। স্বামী ও স্ত্রীর উত্তরাধিকার হিসাবে অতি মূল্যবান দলিল। তাই আপনার বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা অত্যন্ত জরুরী।

সুভাষ চন্দ্র মাহাত

বিবাহ নিবন্ধক

এ-১১, বি.টি. সরকার রোড
থানা ও জেলা - পুরুলিয়া (পঃবঃ)
পিন-৭২৩১০১

Mob.: 9434180772

জাগো কুড়মি
"জয় গরাম"
পাঁচো জোটি

কুড়মি জাতি ও কুড়মালি ভাষা আন্দোলনের সাফল্য কামনা করি—

ডাঃ অনন্তলাল মাহাত

গ্রাম ও পোঃ- বিশরী
থানা- মানবাজার, জেলা - পুরুলিয়া

Mob.: 8116083758

"জয় গরাম"

"সমস্ত কুড়মি এক হও"

সুরুচী হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট

প্রোঃ- হেমচন্দ্র মাহাত

বি.টি. সরকার রোড, পুরুলিয়া

Mob.: 9434232510

Published by Purbanchal Adibasi Kudmi Samaj, Purulia District Commitee from B.T. Sarkar Road, Purulia
Editor-Sadhan Mahato, Co-editor-Kiriti Mahato